মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের
জন্ম ১৯৫০ সালের ৭ই মার্চে
মাতামহালয় নিশ্‌শা পলাশবাড়ী গ্রামে
দিনাজপুর জেলায়।
বঙ্গের উত্তর দেশে বিরামপুরের
কাছাকাছি সেই শিমুলতলী গ্রামে
পিতৃ-আলয়ে আজন্ম এক বিস্ময় ও
বিষণ্ণতা নিয়ে বেড়ে উঠেছেন তিনি।
শিক্ষা গ্রহণ করেছেন নিজ গ্রামে
নিজ জেলায়, অবশেষে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ শেষে
সত্তর দশকের প্রথমার্ধে সাংবাদিকতা
বিভাগের ছাত্র থাকাকালে
এক রহস্যময় আধ্যাত্মিক পুরুষের
সান্নিধ্যে অন্যরকম উত্তরণ ঘটে
তাঁর। সেই অবাক উত্তরণ থেকে
উৎসারিত হয়েছে তাঁর ব্যতিক্রমী
বেদনার উচ্চারণ–
অনেক কথা এবং কিছু কবিতা।
বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত ও সম্পাদিত
গ্রন্থের সংখ্যা ষাটের অধিক। তাঁর
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সাতটি ।

ISBN 984-70240-0062-0

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের
কাব্য
সংকলন

কাব্য সংকলন

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের
কাব্যসংকলন

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১০

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
যোগাযোগ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১১৯০৭৪৭৪০৭

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রক
মোহাম্মদ হাসান মাসুদ, শওকত প্রিন্টার্স, ১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা–১০০০
যোগাযোগ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময়
২৫০ দুইশত পঞ্চাশ টাকা

KABBYA SANGKALAN
MOHAMMAD MAMUNUR RASHIDER
Published by
Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia
Bhuingar, Narayangonj, Bangladesh

Book Designer : Abdur Rouf Sarker

Printers
Mohammad Hassan Masud, Showkat Printers, 190/B, Fakirapool,
Dhaka, Bangladesh

Exchange U.S. $ 15.00

ISBN 984-70240-0062-0

যিনি মানুষকে কথা বলতে শিখিয়েছেন

সূ চি প ত্র

ভে ঙে প ড়ে বা তা সে র সিঁ ড়ি

১২ অন্ত থেকে অন্তহীনতায়
১৪ অন্য গোলাপ
১৫ তোরণ
১৬ কিছুতেই করোনা সহ্য
১৭ ক্যামন কথায়
১৮ মাঠের রঙ
২০ বানের পর
২১ জন্ম
২২ ভালো নেই
২৪ কতোদিন লিখিনা কবিতা
২৬ রোদনের প্রতিচিত্র
২৭ হয়তো নদীর মতো
২৮ নিসর্গবিচ্যুতিবিষয়ক বিলাপ
৩০ অন্বেষণ সান্ত্বনার মেঘ
৩১ প্রতীক্ষা
৩২ সুখ
৩৩ নিষিদ্ধ বৃক্ষ
৩৪ নগরবাড়ী ফেরীঘাটে
৩৬ আহ্বান যুদ্ধের জন্য
৩৭ বিকেলে
বাসাটা বদলাতে হবে ৩৮
অতীতাক্রান্ত উচ্চারণ ৪০
ওই আকাশে ৪২
শেষ সময়ে ৪৩
ঘড়ি ৪৪
একানব্বইয়ের বাঙলাদেশ বলছি ৪৫
তন্দ্রাহত তিমিরের কথা ৪৬
একদিন সারাদিন ৪৭
ভালোবাসাবাসি ৪৮
ভ্রমণ ৪৯
আওয়াজ ৫০
সে এক প্রত্নতাত্ত্বিক ৫১
নিশিযাপন ৫২
সেই সফরে ৫৩
তোমার স্মরণ ৫৪
অদৃশ্য মুদ্রা ৫৬
উত্তরাধিকারীদের জন্য ৫৭
কী সুন্দর শাসন তোমার ৫৮
প্রশ্নোত্তর পর্ব ৫৯

বি শ্বা সে র বৃ ষ্টি চি হ্ন

৬২ মাঝিদের অনুজ পুরুষ
৬৪ তারপর
৬৫ ক্লান্তিবাহী একজন
৬৬ রিপোর্ট
৬৭ চোখের নিরাপত্তা চাই
৬৮ জখম
৬৯ খুঁজতে খুঁজতে
৭০ এক চিলতে আনন্দ
৭১ সময় সংবেগ
৭২ নৈঃশব্দ্যকে বলি
৭৩ জানেনা কেউ
৭৪ নেশাগ্রস্ত নিবেদন
৭৫ অচিন বসত
৭৬ মগ্নতার অবিনাশী বীর
৭৮ এ কোন বাজার
৭৯ বাগানের সংবাদ
৮০ ভাঙনের শব্দ
৮১ নভজ নিলয় থেকে
আততায়ী নদী ৮২
কিছুদূর পাশাপাশি হাঁটি ৮৩
নগ্ন নীল ফুল ৮৪
আবার ভাসাও নাও ৮৫
অনলারণ্যে কে ৮৬
অক্ষমতা ৮৭
নদীগুলো ৮৮
দেশ ৮৯
বিষণ্ন বৃক্ষের অনুযোগ ৯০
জানি একজনই ৯১
বিরানব্বই ৯২
হালচিত্র ৯৪
আকাশের ছায়া ৯৫
নীল চোখ ৯৬
অরঙিন আর্তনাদ ৯৭
আহত নীরবতা ৯৮
সবুজ গম্বুজে যিনি ৯৯
অদৃষ্ট ১০০

১০১ চলো যাই
১০২ নড়লো চোখের পলক
১০৩ জীবনবিধান বলছি
১০৪ সাক্ষীনামা
১০৫ ফিরে এসো
সারাক্ষণ সফরেই আছি ১০৬
বাঙলার মতো ১০৭
সমর্পিত শব্দমালা ১০৮
জল ও অনল ভরা আঁখি ১০৯

নীড়ে তার নীল ঢেউ

১১২ প্রহারান্তরিত প্রান্তরে
১১৩ প্রার্থিত আর্তি
১১৪ নিসর্গোত্তর নৈঃশব্দ্যের দিকে
১১৫ বায়ু ভরা নিশীথের পাল
১১৬ জলছবি
১১৭ প্রয়োজনীয় সান্ত্বনা
১১৮ অক্ষরের পরের অক্ষর
১১৯ নদী
১২০ বয়ে যাও বিবাগী বাতাস
১২১ না প্রশ্ন না উত্তর
১২২ বিমূর্ত নৃপতি তুমি
১২৩ আড়াল
১২৪ ত্রিভুজ শত্রুতা
১২৫ এই মধ্যরাত্রিপটে
১২৬ আত্মঅতৃপ্তির খসড়া
১২৭ হয়ে আছি নীরব নিথর
১২৮ বৃষ্টির মানে
১২৯ আঁখির আকাশে মেঘ
১৩০ আষাঢ়স্য অনুভব নিয়ে
১৩১ বর্ষারম্ভের কবিতা
তারপর হবো বিনাশন ১৩২
কী অবাক দোলে ১৩৩
নিদ্রাহীন শ্রাবণের রাতে ১৩৪
দুঃসহ মেঘ ১৩৫
ভেসে যাই ১৩৬
এ বিষণ্ন দেশে ১৩৭
বুকের বিস্ময়ে বৃষ্টি ১৩৮
জেনো আমি বার বার হবো ১৩৯
চকিতে একাকী হই ১৪০
অচ্ছেদ্য সহচর ১৪১
পাথর, না চাপা কান্না ১৪২
কিছুক্ষণের জন্য ১৪৩
একাই এসেছি ১৪৪
স্বীকৃতি ১৪৫
মুখ দ্যাখো বুকে ১৪৬
সোজা কবিতা ১৪৭
তোমার তিরোধানে ১৪৮
বেদনার বিদেহী ছায়ায় ১৪৯
ওড়া শেষ ১৫০
চোখের প্রশ্ন ১৫১

সীমান্ত প্রহরী সব সরে যাও

১৫৪ নদী ও বট গাছ
১৫৫ ঠাহর হচ্ছে না
১৫৬ কী করবো
১৫৭ ছিন্ন হও শব্দসূত্র
১৫৮ নোঙর নিষিদ্ধ কিন্তু
১৫৯ পথ
১৬০ বেলাভূমি
১৬১ বিশ্রাম মৃত্তিকার নাম
১৬২ হে হৃদয়
১৬৩ সংক্ষিপ্ত ভাষণ
১৬৪ দিনযাপন
১৬৫ অকৃতজ্ঞ নই
১৬৬ শোকাহত
১৬৭ ফিরে এসে
১৬৮ বাঙলায় এশিয়ায় পৃথিবীতে
১৬৯ নিষ্কাব্য বিষয়ক
বাঙলাদেশ ১৭০
শেষ খেয়া এখনো ছাড়েনি ১৭১
কয়েকটি পঙ্‌ক্তির জন্য ১৭২
শীতাতংকের সম্মুখে ১৭৩
চাঁদাবাজ ১৭৪
শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খল ১৭৫
ক্ষরণের এপিটাফ ১৭৬
শোকমিছিল ১৭৭
রোদনের অরৌদ্রিক ধ্বনি ১৭৮
দূরবর্তী গন্ধ ১৭৯
পারিনি ১৮০
আর একটু অপেক্ষা করো ১৮১
পাখিটি ১৮২
স্মরণসাগরজলে ১৮৩
অথবা উপেক্ষ করো ১৮৪
মেঘ ও পাখির মতো ১৮৫

ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

১৮৮ সম্ভাবনার ছায়া
১৮৯ পরিপ্রেক্ষিত
১৯০ যার জন্য জাগি
১৯১ যখন সাক্ষাৎ হবে
১৯২ পৃথক প্রান্তরে এসে
১৯৩ স্বপ্নের অধিক
১৯৪ দুরাশার দিনলিপি
১৯৫ অনধিকৃত কাল
১৯৬ সান্ত্বনার স্বর
১৯৭ সৃজনের ঋতু
১৯৮ মহাজীবন
১৯৯ কোনদিকে যাই
২০০ কবিতাঙ্কন
২০১ শীতার্ত সময়
২০২ চেয়েছিলাম
২০৩ প্রতীক্ষালোকের দিকে
২০৪ সীমাবদ্ধতার সঙ্গেই
২০৫ পাওয়া যাবেনা
২০৬ এপারে অবেলা
২০৭ অরক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড
অন্যকথা ২০৮
দরোজা ২০৯
আমাদের অন্নজল ২১০
একটু সময় দিও ২১১
বাতাসের বন ২১২
ছায়াময় বৃক্ষ হই ২১৩
পিঞ্জরের পারাবত ২১৪
এইতো এদিকে পথ ২১৫
পিপাসার তল ২১৬
তোমার কাছেই বলি ২১৭
না চেয়েই ২১৮
খাঁচার বিরতি ২১৯
একক আত্মার ধ্বনি ২২০
আমার দু'চোখ খোলে ২২১
অতএব ২২২
মাঝরাতে ২২৩
নেপথ্যে নিগ্রহ শুধু ২২৪
এসো উপশম ২২৫
তিমিরিত সুখ নয় ২২৬
যারা যায় ২২৭

তৃষিত তিথির অতিথি

২৩০ সাম্রাজ্যবাদী হও
২৩১ সামর্থ্য দাও
২৩২ শাদা কবিতার খসড়া
২৩৩ চোখাচোখি হোক
২৩৪ জলজ জ্বালা
২৩৫ আমি কি বলেই যাবো
২৩৬ সহযাত্রার স্মরণিকা
২৩৭ এবার একটু কাঁদাও
২৩৮ নিজ হাতে, স্বহস্তে
২৩৯ বদলে দাও ধৈর্যের ধরন
২৪০ শূন্য বাসা
২৪১ তিনি কি প্রতিপক্ষীয় কেউ
২৪২ নির্দেশ
২৪৩ ডাক
২৪৪ সাহসী শপথ
২৪৫ যাত্রা
সকল কথার সুর ২৪৬
জোয়ার ভাটায় যার সমমায়া ২৪৭
নীল কোকিল ২৪৮
গন্তব্য ২৪৯
ভালোবেসে, শুধু ভালোবেসে ২৫০
এখনো নাড়ায় ২৫১
নিভিয়ে আপন দীপ ২৫২
প্রহর-পাথর ২৫৩
প্রহরী ২৫৪
সাড়া দ্যায় সকল পাঁজর ২৫৫
উত্থান বিষয়ক ২৫৬
ভুল ভূমি ২৫৭
প্রহত প্রদীপের পদ্য ২৫৮
কে য্যানো এখনো বলে ২৫৯
শুধু কাঁদে অপেক্ষার ভার ২৬০
ঘুমের ফসিল ২৬১

পরিশিষ্ট

ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি

অন্ত থেকে অন্তহীনতায়

একটি মানুষ দ্যাখো ওই হেঁটে যায়
নতদৃষ্টি খোলা চোখ, জনারণ্যে ট্রাফিকের জ্যামে
একটুও বিব্রত নয়
সহজ অভ্যস্ত ছন্দে
সব কিছু পার হ'য়ে যায়
ক্বচিৎ কখনো চায় এদিকে ওদিকে
দৃষ্টি বড় অচপল, বোঝা দায় আসলে সে
কোনদিকে কতোক্ষণ চায় ।

একটি মানুষ দ্যাখো ওই চ'লে যায়
কী করে যে চাপালো সে তার মৌনতায়
নিদর্শন নিরঙ্কুশ বিজয়ের!
অথচ সবার মতো তারো বসবাস
মিছিলের ঘা খাওয়া উচ্চকিত পৌর পরিবেশে
অনেকের মতো রোজ সে-ও আসে যায়
বাণিজ্যিক এলাকা নামে মতিঝিল অফিস-পাড়ায় ।

একটি মানুষ দ্যাখো ওই চ'লে যায়
স্বামীবাগ রেলক্রসিঙের পাশে করাতীটোলায়
গৃহ তার । স্ত্রী-কন্যা সবই আছে
অনেকের মতো আছে অনেক অভাব
নাছোড়বান্দার মতো তবু সে যে ক্যানো
আজো ধ'রে আছে তার অ-শহুরে আসল স্বভাব?

রাত্রি গভীর হ'লে গভীরতর হ'লে
একটি মানুষ ডোবে মগ্নতায় শুধু মগ্নতায়
নিজেরই ভিতরে দ্যাখে মানুষের বিশাল মিছিল
বৃন্তচ্যুত পুষ্প য্যানো
ভুলে গ্যাছে পথ-পরিচিতি ।

রাত্রি নীরব হ'লে একটি মানুষ চ'লে যায়
শহর নগর গ্রাম দিগন্তের শেষ চিহ্ন মুছে
রহস্য-সাগরে তোলে পাল
নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করে নোনা মিঠা অন্য মোহনায় ।
বরষা বসন্ত যায় দু'পাশের দৃশ্যাবলী য্যানো
আষাঢ়ের রাত যায় পরিচিত রোদনে রোদনে
বৈশাখের দিন যায় ঝড়ে জলে জলোচ্ছ্বাসে
একটি মানুষ চ'লে চায়
গন্তব্য এখনো দূর পথ ছায়াহীন
তবু সে বিরতিহীন অন্ত থেকে অন্তহীনতায়....

অ ন্য গো লা প

জীবন থেকে তুলেছি এক অন্য গোলাপ
অনেক কাঁটার কৃষ্ণ প্রাতে অন্ধ রাতে
ঝড় তুফানে বৈরী বাগান বিরান হ'লে
আমার তবে কোন্ ভাবনা কোন্ ভাবনা?

জীবন থেকে তুলেছি এক অন্য গোলাপ
জীবন থেকে জীবন পেলে মৃত্যু কোথায়?
জীবন থেকে জবান পেলে জমিন জুড়ে
হাজার কুসুম দল মেলে দ্যায় ঝড় তুফানে ।

দূর সফরের সামান আছে আশাও আছে
সওয়াল জবাব জানাই আছে হিসেব মতো
অনেক আঁধার চিরে চিরে এই হৃদয়ে
জীবন থেকে তুলেছি এক অন্য গোলাপ ।

আমার গোলাপ অন্য গোলাপ, বিশ্বাসী বুক
কালের কালোয় আঁধার আলোয় হয় না বিলীন
মৃত্যু জীবন কাল মহাকাল সব আধারে
সফল সুখের গন্ধ ছড়ায় অন্য গোলাপ ।

জীবন থেকে তুলেছি এক অন্য গোলাপ
অনেক রাতের গভীর যামের অনেক রোদন
তুফান তিমির দুঃখ বিপদ আসেই যদি
আমার তবে কোন্ ভাবনা কোন্ ভাবনা?

তো র ণ

ভঙ্গ করি অঙ্গীকার বার বার
বার বার ভুল করি, ভাবি
আমার বলয় জুড়ে স্বতন্ত্র বাগান আছে
একক ক্ষমতায় যেখানে কুসুম ফোটাতে পারি
অনায়াসে আমি ।
য্যানো মেঘ য্যানো বৃষ্টি আমার আওতায়
মৃত্তিকায় জীবনের চাষ
য্যানো সবই হাতের মুঠায় ।
বার বার ভুলে যাই
বার বার মত্ত হই বৃন্তচ্যুত পুষ্পের প্রেমে ।

আকাশ নক্ষত্র দেখি, সমুদ্র পর্বত দেখি
অচেনা ঠিকানা থেকে পাখিদের আসা দেখি
যাওয়া দেখি, প্রতিদিন কতোবার কতোরূপে
আনন্দ বেদনা দেখি উত্থান পতন দেখি
দেখি শেষ পরিণাম পরিণতি নিয়ম নতুন,
তবু ভুলে যাই, ভঙ্গ করি প্রতিশ্রুতি
সমস্ত সমুদ্র জুড়ে বাসা বাঁধে এ কোন্ নাবিক!

ভুল করি বার বার
ভঙ্গ করি কৃত অঙ্গীকার
তবুও উন্মুক্ত আজো জ্যোতির্ময় তোমার তোরণ ।

কি ছু তে ই ক রো না স হ্য

কোথায় কখন তুমি দিয়েছো আমাকে অবসর?
আমার দৃষ্টির গতি নীলিমায় বাধাগ্রস্ত হ'লে
মুহূর্তেই দৃষ্টিহীন হই ।
বৃষ্টিহীন জমিন য্যামন
ফসলের শিকড়ে চায় আর্তি প্রকাশের
সারা বুক জুড়ে আছে তেমনি এক বন্য হাহাকার ।
সিনায় সুখের বাগ কে না চায় বলো?
যখন সমুদ্র দেখি, কল্লোলের কালো বৃন্ত থেকে
নিতে চাই কবিতার মতো কিছু ফুল
মুহূর্তেই স্তব্ধ হয় হৃদয়ের ওঠানামা তাল;
তোমার অদৃশ্য হাতে ঢেকে দাও
দিগন্ত সমুদ্রসহ দৃশ্যমান সব দৃশ্যাবলী
ঢেকে দাও নদী বৃক্ষ পর্বতের শান্ত উপস্থিতি
আমার মগজের ক্যানভাস প'ড়ে থাকে প্রতিকৃতিহীন
শূন্যতায় সাধে গলা
বোধের আড়ালে এক অচেনা গায়ক ।
আমার আনন্দ কান্না
সে গানের সুরে কোনো পায় না প্রশ্রয়
য্যানো আমি কিছু নয় আসলেই কোনো কিছু নয় ।
তোমার প্রখর প্রেমে ধ্বংস হয় প্রতি পলে
ফসল ফলানো স্বপ্ন, পুষ্পের পরত
কীভাবে লিখবো কবিতা
তোমার প্রেমের মতো অনড় পাষাণ যদি
সারাক্ষণ চেপে থাকে সত্তার বিবরে?
কীভাবে লিখবো কবিতা
শুধুই তোমার প্রেম এরকম যদি
আদি অন্ত জুড়ে আঁকে নিষিদ্ধ সীমানা?
আমি কি তোমারই শুধু তোমার তোমার?
এমন ক্যানো যে তুমি
কিছুতেই করো না সহ্য
এ দাসের বাক চিন্তা অনুভব অস্তিত্বের অমা—

ক্যা ম ন ক থা য়

যে জ্বলেনা জল-আগুনে
যে জ্বলেনা প্রাণে
ক্যামন করে বুঝবে সে জন
মূল জীবনের মানে

যে বোঝেনা রাত্রি-হৃদয়
কোন্ জিকিরের দ্যুতি
ছড়ায় হাজার তারার গায়ে
নীল আকাশের কানে

কার স্মরণের শরণ নিয়ে
নীড় বাঁধা সব পাখি
শস্যকণার সন্ধানে যায়
অচিন মাঠের টানে

প্রেম বিরহের বিষাদবাণী
মহাকালের শিলায়
লিখছে কবি বিরামবিহীন
কার দয়াতে, দানে

যে জানেনা জীবন জ্বলে
কার চেরাগের আলোয়
ক্যামন কথায় তার হেদায়েত
আল্লাহ্ মাবুদ জানে ।

মাঠের রঙ

মাঠে জ্বলে কমলা আগুন
পিঙ্গলাভ হেমন্তের বিষাদিত হাসি
অবেলায় বাড়ায় পরিধি
ফসলবিচ্ছেদী মাঠে, নাড়ার অনলে।
নিকটে কৃষ্ণকায় পঙ্ক মেলে আছে বুকে
কচুরি কুসুমগুচ্ছ ফিরোজা বরণ
শাদা বক উড়ে যায়
তাপের সীমানা ছেড়ে কেউ কেউ খোঁজে
পরিত্যক্ত ফসলের কণা
তুলার মতোন ধোঁয়া মাঝে মাঝে আনে
স্বপ্নময় শ্বেতাভ আড়াল
দিকচক্রবালে নেই দৃষ্টিগ্রাহ্য তেমন বসতি
শুধু নীল নভোসীমা থেকে
ঝ'রে পড়ে প্রান্তরে য্যানো
সুবিশাল বিষাদের হিম—
বাম ও দক্ষিণ জুড়ে দূরে বহুদূরে
আবছা গাঁয়ের রেখা, নিসর্গের নয়নের পাতা।

আমিও তো নিসর্গ এক
হেমন্ত ঋতুর মতো বিচ্ছেদেই হয়েছি বিলীন
তবুও বেদনা বেয়ে জ্বলে ওঠে এ ক্যামন রঙ
আনন্দের, বিষাদের, জীবনের, সব রকমের।
বহুবর্ণ নিসর্গের ভাঁজ ভেঙে ভেঙে
রিক্ত ঋদ্ধ বৈভবের এই সহবাসে
আমি দেখি অচিন স্বদেশ।
আমার এ অনুপম দেশের দুয়ারে
আচমকা উঠেছে কতো রূপ রস রঙের জোয়ার
দৃষ্টি য্যানো এতোদিনে পার হলো চোখের দেয়াল

তাই বুঝি রঙ শুধু রঙ
মাঠে মনে চিন্তনে মননে চেতনে ।
দর্শনের সীমা জুড়ে হেসে ওঠে অলৌকিক রূপে
নাড়ার আগুন ধোঁয়া বকের শরীর
ফিরোজা বরণ ফুল কর্দমাক্ত প্রান্তরের জলা ।
বিকেল গড়িয়ে যায় শুরু হয় শীতের শিশির
মনে হয় নিশিবাসী জীবনের কথা ।
ঋতু আসে ঘুরে ঘুরে অথচ জীবন
যায় শুধু যেতে পারে ফিরে ফিরে আসে না কখনো ।

ভাবনার এই ভার চেতনার এই যে আঁধার
জীবনের অন্য পাড়ে সহজেই নামায় নজর ।

ভাবি একদিন
নিশ্চিত হবো চিহ্নহীন
শূন্যতার রঙ নিয়ে তবু চাই এদেশেই মাটি ।

বা নে র প র

আবার উঠেছে জেগে
বাথরুম, রান্নাঘর, জনতার জলমগ্ন গৃহ
আশ্রয়শিবির ছেড়ে যুদ্ধমান জীবনের দিকে
আবার চ'লেছে বঙ্গ-জন্মভূমি, জীর্ণ বাংলাদেশ।
শহরের আহত পথে গ্রামের কর্দমে
আবার ভেসেছে কর্ম, কর্মের সূচনা।
হায়াতুল্লাহ ভাইয়ের হোটেল
মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের পান-দোকান
ময়নার বাপের টেইলারিং শপ
তার সাথে আতরালীর গোশালা
ছমিরন বেওয়ার ভিটি, জামাল মোল্লার মুদিখানা চালা
আবার উঠেছে জেগে জীবিকার বৈধ-অন্বেষণে।
আবার মেলেছে চোখ একই সাথে দ্বিপদ-শ্বাপদ
নেতা কর্তা মজুতদার, নামান্তরে দোজখের কীট
হারাম আহার্য ছাড়া রক্তে যাদের সয় না কিছুই
ত্রাণদাতা বলে যারা পরিচিত প্রচারের কাছে।
আবার উঠেছে ডাক মিনারে মিনারে
একমাত্র আশ্রয়ের, তোমার দয়ার
তোমার ঔদার্যে তবু ভণ্ডরাই বেঁধেছে বসত।
আবার বেঁধেছে যুদ্ধ, আবার হ'য়েছে মুখোমুখি
তোমার আপনজন আর ঘৃণ্য শত্রু শয়তান
এবার মীমাংসা তবে কোন্ হালে হবে?
গজব এনেছে যারা ধ্বংস চাই সেই পশুদের
হালাল রুজির খোঁজে হন্যে যতো নিরীহ মানুষ
এবার বিজয় লেখো নসিবে তাদের।
আবার উঠেছে জেগে কবির কলমে
সে পবিত্র পুরোনো আরজ—
হোক হেফাজত পাখি, কৃষিকর্ম
হোক হেফাজত যতো গৃহস্থের শিশুময় দাওয়া
হোক নিরাপদ পুনঃ মানুষের দুনিয়া ও দ্বীন।

জ ন্ম

অনলিত অন্তরের তলে
কথালতা চলে, দোলে, জ্বলে
ব'য়ে চলে য্যানো এক অলৌকিক নদীর ধারায়
জলজাত ঢেউ জাগে, জেগে উঠে আবার হারায়
স্রোতাঘাতে ভেঙে যায় বার বার হৃদয়ের পাড়
ঋতুবদলের পথে আসে যায় শুধুই আষাঢ়
দু'পাশে দেয়াল দেয়া সাংসারিক সুখের স্বকাল
বিরুদ্ধ জোয়ারে ঝড়ে ওড়ে লাল জীবনের পাল
উজান ভাটার মতো নিয়মিত রজনী প্রভাত
অবিবেকী অন্তর একই সাথে করে আত্মসাৎ
গতির যতির মতো ব্যতিক্রমী সৃজনের ক্ষণ
প্রকৃত সঞ্চয় জেনে সযতনে জমা রাখে মন
রোদনের মতো কিছু শব্দমালা পড়ে ধীরে ঝ'রে
অতলান্ত মনাধারে ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু ক'রে
তবু মন তৃপ্তিহীন সারাক্ষণ যাবজ্জীবন
এভাবেই ভ'রে ওঠে চেতনার গৃহাঙ্গন, বন....

অনলিত অন্তরের তলে
কথা ব্যথা জ্বলে, নেভে, জ্বলে
সে ব্যথার দাবদাহে জন্ম নেয় যখন জীবন
কাগজের পৃষ্ঠা জুড়ে জেগে ওঠে কবির স্বজন ।

ভা লো নে ই

ভালো নেই
মনে বড় জ্বালা
রাত দিন যন্ত্রণার বৃক্ষ ছাড়ে
অন্তরের শূন্যতায়
অগণিত ক্ষিপ্ত ডালপালা ।
ভালো নেই
মনে বড় ব্যথা
সভ্যতার শীর্ষে এসে এরকম মন্দ আচরণ
কার প্রাণে সহ্য হয়
এরকম ছিলো না তো কথা ।
ভালো নেই
আমার আপনজন ভালো নয় বলে
সান্ত্বনার সুখ নেই
আহারের স্বাদ নেই
নেই রাতে ঘুমের বিরাম ।
পারিবারিক সীমা জুড়ে রৌদ্রতপ্ত দিবসের মতো
বিরক্তির অধিকার চলে একটানা ।
ঘরে দেখি ঘরছাড়া আপন স্বজন
আমার সুখের ঘর তছনছ করে
ভাতের বাসনে দেখি
দৃষ্টি রাখে হাভাতেরা, সেই ভগ্নি শীর্ণমুখী
সেই ভ্রাতা লাশের মতোন ।
পোশাকের ভাঁজে দেখি সে বুবুর শতচ্ছিন্ন শাড়ী
চিলমারীর চরে যার ঘর ছিলো
সুখ দুঃখে ভাঙা সেই ঘর
মিশে গ্যাছে শ্রাবণের বানের উদরে
তারপর নিরুপায় বুকের বিলাপ
'না নাগে কপাল জোড়া ভাঙে যদি'
প্রাণের ভাতার শেষে দিয়েছে তালাক ।

ভালো নেই
ভালো থাকা যায়?
সংসারের কেউ কেউ নষ্ট হলে
অন্য কেউ সুখে থাকে নাকি?
পৃথিবীর শক্তি এতো দুর্নিবার
বেহেশতের বালাখানা ছেড়ে
নেমে এসে ভালোবেসে
দুনিয়ার পানি হাওয়া মাটি ও আগুন
জনক জননী মিলে গড়লেন নতুন আবাস।
সে প্রথম পরিবার আজ কোটি কোটি।
কে রেখেছে মনে এই কথা;
ভুল করাতো আমাদের শোণিত-স্বভাব
সেই সাথে প্রতিষেধক অনুতাপ কই?
মাটির মমতা ছেড়ে কতোকাল হলো
বিদায়ের বুকে ঠাঁই
নিয়েছেন জননী জনক
হাজার বছর আগে আজন্ম এতিম করে
নিয়েছেন নেপথ্যে ঠাঁই
মানুষের মূল সেনাপতি।
অভিভাবকহীন এ সংসার কি করুণ!
—নাই
অন্ন নাই বস্ত্র নাই গৃহ নাই ভালোবাসা নাই
সতৃষ্ণ নয়নে শুধু চাই ঃ ফিরে আসে মূল পথে
পথ ভোলা কোন্ বোন ভাই?
ভালো নেই
ভালো থাকা যায় ?
আপনজনেরা যদি হয় শত্রু এই সংসারের
কার চোখ শুষ্ক থাকে, কার মন স্বস্তি খুঁজে পায়?

ক তো দি ন লি খি না ক বি তা

কতোদিন লিখি না কবিতা
বৈশাখী ঝড় গ্যালো গ্রীষ্ম বরষা গ্যালো
আরো আগে হ'য়ে গ্যাছে বসন্ত বিদায় ।
কতো কান্না কতো হাসি হ'য়েছে অতীত
ফোটেনি এ বাগিচায় একটিও কবিতা কুসুম ।
মিছিল মিটিং গ্যালো
তার সাথে আন্দোলন হরতাল গ্যালো
গ্যালো বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষের বুটের আওয়াজ
অরাজক এই দেশে
গ্যালো কতো নষ্ট নির্বাচন ।
গ্যালো কতো সেমিনারে খ্যাত বুদ্ধিবিক্রেতার
ধোঁকাবাজি চতুর ভাষণ ।
পাশাপাশি নিরাশ্রয়ী জনতার জন্ম-মৃত্যু গ্যালো
কৃষকের জমি গ্যালো ঋণভারে
যৌতুকের জালে গ্যালো শূন্য হয়ে কতো সংসার
তবুও কলমে কোনো কবিতা এলো না ক্যানো
দুঃখের শাসন দিয়ে থামানো কি যায়
মানুষের অন্তরের শুদ্ধ সুখ, নান্দনিক তৃষা?
কতোদিন লিখি না কবিতা
জানা নাই কী তার কারণ
জানা নাই ক্যানো শিল্পী অবিশ্বাসী হয়
খ্যাতিমান কবি ক্যানো হয় জড়বাদী
পূর্ণতার প্রান্ত ছেড়ে ক্যানো
প্রদোষে ঠিকানা রাখে প্রজ্ঞার
ক্যানো হয় অকৃতজ্ঞ ক্যানো ভোলে মূল কথা
ক্যানো ভোলে সূচনার স্মৃতি ।
প্রত্যাবর্তন যার প্রতি
জবাবদিহির ভয় কীভাবে যে উবে যায়
মানুষের মিছিলের এই সব নেতাদের
অন্তরের ময়দান থেকে ।

কবি কি মানুষ নয়, কিংবা নেতা, কিংবা বুদ্ধিজীবি?
মানুষের পথ এক তবু ক্যানো ক্যানো
কাগজে মগজে হত মানুষের নবী নির্ভুল?
কতোদিন লিখি না কবিতা
দিন গ্যালো মাস গ্যালো
বছরও গড়িয়ে যায় জীবনের সাথে সাথে যায়
তবু কবিতার সাথে দেখা নাই আজো ।
শিল্পের অন্তরে যদি বাস করে অবিশ্বাস
শুধু কাব্য ভ্রষ্টতার মানুষের কোন্ কাজে লাগে?
কতোদিন লিখি না কবিতা
কী হবে কবিতা লিখে
যখন বিষিত বিশ্ব সভ্যতার শিরোশ্ছেদ চায়?
এবার এসেছি তাই সেই কাব্যপথে
যে পথের নেতা নবী
যার প্রেমে শুদ্ধ হয়
কবি সুদ্ধ সকল মানুষ ।

রো দ নে র প্র তি চি ত্র

কোথায় জীবন য্যানো দৃশ্যমান নয় তার মূল
বেনামি উজান থেকে নেমে আসে তপ্ত স্রোতধারা
বৃন্ত-আধারের আগে কোথায় প্রথম ফোটে ফুল
আকারবিহীন মনে শব্দহীন শব্দ আনে সাড়া?

কোন সূচনায় সুখ অসুখের মতোন সমান
মৌনমুখী মগ্নতার অবিনাশী মুখবন্ধ হয়
চৈতন্যের পাড় ভেঙে নিয়ে আসে অন্ধ অভিমান
কালের কপোলে করে শতাব্দীর অশ্রু অপচয়?

নয়নের নদীতট নিসর্গের নিরন্তর স্রোতে
রোদনের মতো আঁকে জীবনের বিচিত্রিত রূপ
বিদগ্ধ রীতিতে ঋদ্ধ যে রাখে নেতৃত্ব কোনোমতে
সে জ্বালে কথার মূলে মর্মগন্ধী চেতনার ধূপ ।

সীমানাবিহীন পথে শুরু হয় রোদন রোদন
দিকের দেয়াল দিয়ে সে ছবি কী ঢেকে রাখা যায়?
অচিন অয়নে তার চিহ্নহীন অবাক বদন
জ্বলে নিত্য নিরন্তর অন্তরের আলৌকিকতায় ।

হয়তো নদীর মতো

হয়তো নদীর মতো
হয়তো নদীর মতো নয়
জীবন কিসের মতো কে জেনেছে জীবনের মানে?
কী কারণে কোন্ সুখে কোন্ দুঃখে
বাঁক নেয় ঘন ঘন মানুষের মত্ত মন
তমিস্রার তপ্ততায় আলোকের দীপ্ততায়
জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে ভাটার অসুখে?
যায় ব'য়ে বেলা শুধু অবেলায়
একবার সামনে চাই পুনর্বার পিছনে নজর
কোন্ দিকে শুরু হ'লো এ যাত্রার শেষই বা কোথায়?
এভাবেই যায় বেলা
পরস্পরবিরোধী দুই অন্তহীন অসুখী খেলায়।

হয়তো নদীর মতো
হয়তো নদীর মতো নয়
নিরবধি ব'য়ে যায় মানুষের সব স্মৃতি সুখ...

হয়তো নদীর মতো গতিময় আঁকাবাঁকা
হয়তোবা তা-ও নয় কোনো কিছুর মতো-টতো নয়
মানব জীবন জুড়ে নিরন্তর জ্বলে মহাকাল;
নদীও তো মরে যায়
কিন্তু মন, এ জীবন, মউতবিহীন।
হয়তো নদীর মতো, নদীর গতির মতো
অবিকল নদী নয়, নদীর অস্তিত্বের মতো নয়
পাখি নয় ফুল নয় নিসর্গের কোনো কিছু নয়
মৃত্যু নামে এক বাঁক পার হ'য়ে চলে
মানুষের অনন্ত জীবন;
না স্রষ্টায় না নিসর্গে কোথায় মানুষ!
সেতু সে তো দু'দিকের
সে তো তাই উত্থান বিলয়।

নি স র্গ বি চ্যু তি বি ষ য় ক বি লা প

নিসর্গ নিকটে নেই আর
দূরে স'রে যাচ্ছে, ক্রমেই দূরে স'রে যাচ্ছে
য্যানো সেই সুদূরের নীহারিকালোক—
স্বপ্নের মতো অস্তিত্বহীন
বিস্মৃতির মতো ধূসর, দুর্নিরীক্ষ্য
আমি তবে ক্যামন ক'রে আর
নিসর্গরক্ষকের দাবি টেনে তুলে ধ'রে
টিকে থাকবো পৃথিবীতে, আমাদের এই পৃথিবীতে?
নিসর্গের বদলে নগর
দিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন নিসর্গচ্যুতির নির্মম সবক;
চলছে, সুপারমার্কেটগুলোর গণিকাবৃত্তিসুলভ নষ্ট প্রদর্শনী
শ্রীহীন অনেকাকৃতির আইল্যাণ্ডগুলো
মাঝে মাঝেই বাধ্য হচ্ছে দেখতে
গাড়ি ভাঙচুর অভিযান
ঘাতক ট্রাকগুলোর বেপরোয়া আগ্রাসন
সন্ত্রাসিত হঠাৎ জনতা
এরই মধ্যে কবিদের আত্মতুষ্টি পাঠের আসর।
দৈনিকগুলো রোজ উগরে দ্যায় একই মাত্রায়
এমন সব শিরোনাম সংবাদের
ভুল করে সেগুলোকে ভয়াবহ ভাবে কেউ কেউ
আসলে ভাবনা ভয় নিতান্তই স্বভাব এখন
পূর্ণ অস্বভাব শুধু নিসর্গের নিকট গমন।
সেশনজটে দগ্ধীভূত সব কটি বিশ্বযুদ্ধালয়ে
খোলা আছে সন্ত্রাসের সকল দরোজা
বিরুদ্ধ স্বদেশে আসে স্বৈরাচার পুনঃ স্বৈরাচার।
বহুজাতিক শয়তানেরা বোমা ফ্যালে ক'হাজার টন
একই সাথে শুষ্কালাপ শান্তি শান্তি মানবতা নামে
শ্বেতভবনে পেন্টাগনে ইবলিসেরা মিটি মিটি হাসে
মাঝে মাঝে করে সভা বজ্জাতের অগ্রগামী দল

আপাতত অসচল জাতিচ্যুত জাতিসংঘালয়ে ।
সাগর দূষণে মরে মাছেদের হাজার প্রজাতি
পাখিদের নভোপথে নীড়ধ্বংসী নির্মমতা নিয়ে
অভিযানে রত শত ক্ষেপণাস্ত্র বোমারু বিমান
মানুষের বুকগুলো নির্ভরতা নীতির বদলে
ভরে যায় শাদা কালো হতাশার হিমে প্রতিদিন ।
নিসর্গনিমগ্নতা আর নেই কাছাকাছি
না নৃতত্ত্বে, না ইতিহাসে
না রাজশহরে, না রাজনিয়মে
বৈভবে বৈদগ্ধে নেই কর্মে নেই মর্মে নেই
হতাশার হাটে হাটে বড় চড়া বিনিময়ে রোজ
জমে যায় বেচাকেনা পুরোপুরি আস্থাহীনতার
জীবনের সবকটি দিকে তেজারত শুধু ব্যস্ততার ।
কোথায় হারিয়ে গ্যালো নিসর্গের মতোন জীবন
ফসলের মাঠ চিরে বয়ে যাওয়া জলবতী নদী
প্রান্তরে পশুর পাল পেছনে রাখাল
বটবৃক্ষচ্ছায়াতলে মানুষের স্বস্তি সমাবেশ
উঠোনে ধানের গন্ধ প্রত্যুষের বেলালী আজান ।
বক্ষবৃক্ষশাখা থেকে পত্রপুষ্প এ্যাতো ঝরে ক্যানো
জীবন জবাবহীন শুধু জমে প্রশ্নের প্রবাল ।
নিসর্গ নিকটে নেই আর
সম্মুখের পথ তাই গতিহীন গন্তব্যবিহীন ।
পৃথিবীর পৃষ্ঠবাসী কোটি কোটি মানুষের শ্বাস
বিষ হ'য়ে নামে ওঠে, ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি.....

অন্বেষণ সান্ত্বনার মেঘ

হায়রে প্রেমিক পাখি, প্রাণ
ক্যানো করো অনুযোগ, অভিযোগ, মান
নিসর্গের মাঠে ঘাটে পাখিদের অঢেল আহার
তবুও অভুক্ত তুমি, তবু কোন্ দুঃসহ ভার
বাধা আনে তোমার ডানায়
পোড়ে আশা জরা-যন্ত্রণায়?

হায়রে প্রেমিক পাখি, মন
তোমার পছন্দ কোন্ ছায়াঘন বন
নীড়ের আরাম আছে পৃথিবীর সব বিহঙ্গের
তোমার ঠিকানা ঠিক এখনো কি পাও নাই টের?
ঝাপটাও ডানা ক্যানো ক্ষোভে
সময় যে শেষ হয়, বেলা দ্রুত ডোবে...

হায়রে ক্ষণিক পাখি, আয়ু
ক্ষয় হয় নিয়মিত পানি মাটি বায়ু
একই লয়ে অনলের সাথে
সময়ের শিষ্ট প্রতিঘাতে
তবু ক্যানো দীর্ঘ প্রতীক্ষার
সমস্ত শরীর জুড়ে জ্বলে ওঠে শুধু হাহাকার?

হায়রে অবুঝ পাখি, তৃষা
পুড়েছে কি দাবদাহে দিশা
তোমার আহার প্রেম, ফসলের মাঠে
নাই চাষাবাদ যার, নাই কোনো হাটে
এমন অনন্য পণ্য, খাদ্য ব্যতিক্রমী
রাখে কি কখনো ধরে সাধারণ কৃষকের জমি?

হায় পাখি, রাখি কোন্ বুকে
তোমার পাখার দ্রোহ অসুখে ও সুখে?
উড়ে যাও হৃদয়ভুক তৃষিত কপোত
দ্যাখো খুঁজে জীবনের অলি গলি পথ;
হয়তো কখনো পাবে মানুষের শস্যস্নাত মন
আশার আকাশে করো সান্ত্বনার মেঘ অন্বেষণ ।

প্র তী ক্ষা

কবে থেকে ব'সে আছি আশায় আশায়
সাথীহীন পাখি য্যানো আকাশ-বাসায়
কবে থেকে পুড়ে মরে হৃদয়ের দীপ
সব মরু বিষাদের ক'রেছে জরিপ
তবু ব'সে আছি ক্যানো কোন্ ভরসায়

অতীতের অমাচ্ছন্ন স্মৃতিপায়ী মনে
বইছে অনলস্রোত ঘুমে জাগরণে
সান্ত্বনার হাত নেড়ে যে যাই বলুক
হয় কি আরোগ্য কভু বুকের অসুখ
তবু আশা বারে বারে ডোবায় ভাসায়

নিরুদ্দেশ নদী বয় সত্তার ভিতর
ভেঙে ফ্যালে তটরেখা বসত কবর
আবাসের চিহ্ন নেই জীবন জ্বলে না
রোদনের যতি কই কেউতো বলে না
শুধু কাঁদি কবিতার মতোন ভাষায়

জ্বলে আর নিভে যায় কতো কোহেতুর
আরেনি-অনলে সারা বুক তৃষাতুর
কপোলে নহর নামে অগ্নির আদলে
মনাকাশ ভ'রে যায় পাথর বাদলে
তবু ব'সে আছি ক্যানো কোন্ দুরাশায়

সু খ

সুখ য্যানো সরীসৃপের পা
জনশ্রুত অন্তরীক্ষ-কুসুম
সুখ য্যানো কোনো কিছুই না
শুধু শুধু মন ভুলানো ঘুম ।
সুখ য্যানো ওজনহীন কিছু
নজর দিলেও দ্যাখা যায় না
সারা জীবন ঘুরছে পিছু পিছু
চিত্রবিহীন ওল্টানো আয়না ।
সুখের খোঁজে সুখ-আহারী মন
অনেক পথের ক্লান্তি ব'য়েছে
আশায় আশায় ক'রে অন্বেষণ
বারে বারে হন্যে হ'য়েছে ।
তবু সকল শ্রান্তিহীনতায়
ভ্রান্ত ভেলার ছল্‌কে ওঠা জলে
উজানগামী কোন্ সে ঠিকানায়
মুহুর্মুহু সুখের সফর চলে ।
সুখ য্যানো সুখের মতোই না
দুঃখের মতো হ'লেও হ'তে পারে
শেষ অবধি দুঃখে রেখেই পা
জীবন যুদ্ধে নির্বিবাদে হারে ।
চল্‌ছে তবু সুখ-তালাশি পালা
পাইনি ব'লে একেবারেই কি
কোনোদিনও সুখ-কুসুমের মালা
পাবোই যে না — তাই কি মেনেছি?

নি ষি দ্ধ বৃ ক্ষ

নিষিদ্ধ সে বৃক্ষ বুকে আজো আনে ঝড়
আনে ধ্বংস ধমনির শোণিত প্রবাহে
ইন্দ্রিয়ের উন্মত্ততায়
বুদ্ধিমত্তায়
সত্তায়
নীলার্ত হাওয়ার তোড়ে নড়ে ওঠে সবুজ ফসল ।
দুশমনের দৃপ্ত পদভারে
ভারি হয় শ্বাস প্রশ্বাস
ঠিকানা হারিয়ে যায় স্বভাবের অপর পাতায় ।

আমার মাতাপিতার শোণিতাক্ত সিঁড়ি বেয়ে
আজো নামে ঝড়
নিষিদ্ধ সে বৃক্ষ তার মেলে দ্যায়
অন্তর্গত সমস্ত শরীর
নিভে যায় সাথে সাথে কুটিরের নরোম চেরাগ ।

তারপর শুরু হ'লে আঁধারে আষাঢ়
দীপের শিখার মতো জ্বলে অনুতাপ
অমার দখল ভেঙে অলৌকিক আলোর মমতা
সঠিক ঠিকানা নিয়ে আসে—
আমার মাতাপিতার মতোই ক্রমাগত রোদনে রোদনে
পবিত্র হয় ভিতর বাহির ।

ন গ র বা ড়ি ফে রি ঘা টে

চরাচরে চাঁদ জাগে শুধু
নিসর্গের তোরণ-প্রহরী ।
নদীর তরঙ্গে ভাঙে ভাঙা ভাঙা চাঁদের শরীর
যমুনার জল যায়
রাতের রহস্যঘেরা ভাটির ভুবনে ।
পেছনে ফারাক হয় ফেরিঘাট
অপেক্ষমান নৈশ কোচ, ভাতের হোটেল
যাত্রীরা যাবেই বা কোথায়
পল্টুনে বিচরণ রত
ক্ষয় ক'রে ফ্যালে সব প্রতীক্ষার প্রতিবাদী ধার ।
পেছনে মালুম হ'লো সবকিছু য্যানো
হ'য়ে গ্যালো পুরোপুরি বোধচিহ্নহীন
শুধু আমি পূবমুখো যাত্রীদের একজন
রাতের নিসর্গ নিয়ে হ'য়ে আছি শুধুই নয়ন ।

চরাচরে চাঁদ জাগে শুধু
অশ্রুহীন বিষাদ-গোলক ।
য্যানো রাত রোদনের বেনামি জগত
অনন্ত সময় ধ'রে ঝুলে আছে সীমানাবিহীন ।
আমিও তো কতো রাত এভাবেই জেগে ব'সে থাকি
পার করি প্রহরের খেয়া
মহানগরীর কোণে সায়েদাবাদ করাতীটোলায়–
অলৌকিক নদী য্যানো, তরঙ্গ নদীর
নিদ্রামগ্ন স্ত্রী কন্যা, লেখার টেবিল
চেয়ার চিলমচি মগ বইপত্র দরোজা দেয়াল
সবকিছুতেই য্যানো ভেঙে ভেঙে আমি জেগে আছি
যমুনার জলে ভাঙা শত শত চাঁদের মতোন ।
নিসর্গবঞ্চিত নেত্রে
শুধু জ্বলে শূন্যতার শতভঙ্গ রূপ

একাই এসেছি, মনে হয়
একাই এসেছি, যাবো একাই একাই ।
ফেরির অপেক্ষা শুধু
যাত্রীরা যে যার পথ বাধ্য হ'য়ে একত্রে মিলায়
মূলে একা, একাকীত্ব অস্তিত্বের মতো নিরুপায়
রাখে ভাঙা ছাপ শুধু
জীবন-যমুনা স্রোতে নিয়মিত নদীর মতোন ।

চরাচরে চাঁদ জাগে শুধু
নিসর্গের একক নয়ন
য্যানো যাত্রী খেয়াহীন অবিকল আমার মতোন ।

আহ্বান যুদ্ধের জন্য

এই আমি দাঁড়ালাম অস্ত্র হাতে
আসবে কে এসো দেখি সামনে আমার
অসম যুদ্ধের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত
আমার প্রজ্ঞায় প্রেমে জীবন যাপনে।
অস্ত্রের এপাশে দ্যাখো
নক্ষত্রখচিত হাসি হেজাজের
মরুভূ'র ইতিহাস, তপ্ত বালুকণা
খেজুর পাতার ঘর, সাইমুম ঝড়
প্রেমাস্পদের অন্তিম ভাষণ।
অস্ত্রের ওপাশে দ্যাখো
শাপলা শালুক পদ্ম আউশ আমন
আষাঢ়ে শ্রাবণে ভেজা চাষা মাঝি জেলে
আশি হাজারের মতো প্রেমাসক্ত গ্রামের মিনার।

আসবে কে এসো দেখি করো মোকাবেলা
যদি হও সমান সমান।
খাঁটি দুশমন চাই
নির্ভেজাল কালো রক্ত খেলে যায় যার
শরীরের সমস্ত শিরায়—
আমার অজেয় অস্ত্রের অব্যর্থ আঘাতে
জ্বালাবো সেখানে আমি রৌদ্রময় নতুন নয়ন।
দাঁড়ালাম অস্ত্র হাতে জানালাম মুক্ত আহ্বান
সমান্তরাল প্রতিআক্রমণে সিদ্ধহস্ত কে?
অস্ত্রাঘাতে ঝাঁঝরা ক'রে তার বুক, বুকের জমিনে
নির্মাণ ক'রতে চাই বহুদিন বহুকাল পরে
বিশ্বাসের ব্যস্ত বাতিঘর।

বি কে লে

বিকেলে ব'সে থাকা ছাড়া
আর কোনো কাজ না থাকাই দস্তুর
কিন্তু এমন সংসার আমার
ব'সে থাকা আর বিপদে সমর্পিত হওয়ার মধ্যে
একই অর্থ একত্রিত হয়, এখনো
বিশ্রাম বিঘ্নিত হয় একেবারে অঙ্কের নিয়মে ।
অবসরই অনুপস্থিত যেখানে
অবসর ভাতা তো সেখানে বাড়তি ব্যাপার
যতো ছুটি পিছু পিছু
ততোই হারিয়ে যায় আনন্দের চিত্রল হরিণ
ব্যস্ততার গভীর অরণ্যে বার বার.....

কিছুতো বলার ছিলো
ব'লবার প্রয়োজন ছিলো
পঙ্‌ক্তি সাজাবো কিছু সেরকম পরিকল্পনাও ছিলো
দ্রব্যমূল্য নিরোধক গানে
স্বভাব-অভাবজাত যতো দুঃখ জমা হ'য়ে আছে
অ-শ্রুত গল্পের মতো
যতো প্রিয় প্রয়োজন কারাবন্দী যাবজ্জীবন
তাদের সম্পর্কে কিছু মোটামুটি জানাবারও ছিলো
অথচ কর্মের তোড়ে সব ভাসে ভাবস্রোতে
গ্যালোবারের বানের মতোন.....

দিন আর দিনের মতো নয়
নন্দিত কর্মের মতো পবিত্র মর্মের মতো নয়
বিকেলে ব্যাকুল তাই অন্তরাত্মা অন্ধ অন্ধকারে ।
জীবন যখন ভাঙে মর্মনাশা মৃত্যুর মতো বারংবার
তখন ভরসা য্যানো বড় বেশি ভয়ানক দাবি ।
সামনে অনড় অস্তাচল
বিকেলের বুক তবু অগোছালো অবসরহীন ।

বা সা টা ব দ লা তে হ বে

বাসাটা বদলাতে হবে আবার
একস্থানে বেশিদিন থাকা ভালো নয়
বরং এক জায়গায় বেশিদিন
থাকাটাই ঠিক নয়—
এরকম একটা তেজি জেদি ভাব
এক এক বার এক এক ধারায়
আমাকে শাসন করে। আর আমি
জন্মজাত স্বভাব মতোই
এক নিয়ম ভেঙে গড়ে তুলি অন্য নিয়ম
পুরনো আবাস ছেড়ে বারংবার উঠে আসি
নিস্তরঙ্গ নতুন ডেরায়।

সময় নিষ্ঠুর কতো
নীরবে আঘাত হেনে ধ্বংস করে কতো না বসত
বেদখল হয় কতো জনমগ্ন গৃহ
বদলে যায় নেমপ্লেট
সাংসারিক সাজগোজ সবকিছু বদলে যায়
বদলে যায় মানচিত্র, বাড়ির আকার
সময়ের সৌম্যস্রোতে ভেসে চলে ভাটিতেই
ভালো মন্দ আকারের সব ভালোবাসা।

ভেসে যেতে ভয় হয়
চেতনার মূল বৃন্তে কাঁদে
পর্যুদস্ত পরাক্রম, পরাজিত ক্ষোভের মিছিল।

বাসাটা বদলাতে হবে আবার
একস্থানে বহুদিন থাকা ভালো নয়
সাজানো গোছানো ঘরও বেশি ভালো নয়
প্রাত্যহিক সুখ শান্তি তো

আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখতদানকারী সৈনিকের
পাওনা নিরাপত্তার মতো ।
আমি কিন্তু নত নই সেরকম সুখের নিয়মে;
তাই ভাঙি বার বার পুরাতন সুখী গৃহকোণ
বার বার গ'ড়ে তুলি
নতুনের অনিশ্চিত ঘর ।
ভেসে যেতে রাজি নই ব'লে
গৃহ থেকে গৃহান্তরে জারি রাখি আমার গমন ।
বহুবর্ণ বসবাস চাই
কালের কুঠার য্যানো নিচে থাকে নাগালের
পৃথিবীর প্রতি পথে য্যানো
আঁকা থাকে ত্রাণের স্মরণ ।

মনে হয় বহুদিন এক আবাসে আছি
শূন্যতার মতো কষ্ট তাই বুকে কাঁদে
যে রোদন অকারণ অনেকের কাছে—

অ তী তা ক্রা ন্ত উ চ্চা র ণ

ছিলো না গরুর পাল তবুও রাখাল
হিসেবে কেটেছে পুরো বাল্যবেলা, বালক বয়স
বঙ্গের উত্তর দেশে বিরামপুরের কাছাকাছি
সেই শিমুলতলী গ্রাম মৌজা মীর্জাপুর
শিমুল বকুল ফুল আম জাম কাঁঠালের সারি
সেখানে পাহারা থাকে সারাদিন সারারাত ধ'রে
নিকটে সাঁওতাল পাড়া, অদূরে আবাস কিছু কুমোরের
মাটির মসজিদে রোজ সন্ধ্যায় আমপারা পড়া
কখনো স্কুলে থাকে মনোযোগ কখনো আবার
ছিন্ন হয় বিদ্যাভ্যাস, কাটে কাল রাখালের সাথে
কখনো মোষের পিঠে, কখনো দোয়ানো দুধ ছাগলের
ব্রডগেজ রেলপথে কখনো পাথর নিয়ে খেলা
পুরানা পাড়ার বিলে হাবুডুবু সারাদিনমান
পড়ন্ত বেলার রোদে সেই সব সুসজ্জিত স্মৃতি
অনায়াসে ঢোকে ঘরে ভেদ ক'রে বন্ধ বাতায়ন
জীবন পেরিয়ে যাই, দিতে হবে কতো পথ পাড়ি
জানি না (আমি ক্যানো কেউইতো জানে না)
'ভালোবাসা' ব'লে ব'লে গ্যালো কতো উজ্জ্বলিত কাল
তবুও অন্তরে আর্তি পিপাসার মতো বাস করে
জ্বলে পোড়ে মূল গৃহ খোরাকির স্বল্পতায়
তুমুল খরায় বানে অপ্রেমের নিত্য আক্রমণে
যাবার সময় নেই স্মৃতিস্নাত সে অতীতে
সেই শিমুলতলী গ্রামে-মৌজা মীর্জাপুরে
নাগরিক নিয়মে কাটে কর্মব্যস্ত দুষ্কালের দিন
অসমাপ্ত— সবই থাকে অসমাপ্ত ভাড়াটে বাসায়
আশ্চর্য! 'সমাপ্তি' শব্দ জীবনের অভিধানেই নেই
শুরু হয় সহজেই শেষ হয় কোথায় কখন
মৃত্যুতেও শেষ নেই, আছে অন্য সূচনার শুরু
শুধু যাত্রা শুধু যাত্রা অনন্ত সফর পথে

শরীরের ছায়া য্যানো স্মৃতি-বীথি মৌন কোলাহল
বিবাগী মনের মাঝে মনমতো নেই কিছু
মৌন মন অকারণ তবু খোঁজে স্বস্তি
সবকিছু জেনে শুনে বুঝে— এই দুঃখ মানুষের
মোচনের নয়, তবু বারে বারে স্মৃতি-বিস্মৃতির সেই
শ্রমতপ্ত সুখের সভায় বার বার ফিরে আসি
বার বার বাধ্য হই চিরায়ত সুষ্ঠু সমর্পণে ।

ও ই আ কা শে

ওই আকাশে আঁকছো আকার কতোরকম
বিজলি বিভায় কৃষ্ণ আভায় শঙ্কা সুখের
অনেক রঙের মেঘের ভেলায় সকল বেলায়
তোমার কথাই মেঘহীনতায় মেঘের মেলায় ।

ওই আকাশে আকাশ জুড়ে জ্বালাও তারা
সকাল আনো সন্ধ্যা নামাও নিখুঁত লয়ে
লাল হ'য়ে যায় নীল হ'য়ে যায় দৃষ্টিসীমা
দিনরাত্রির আকাশ দেখে সব গরিমা

ক্ষয় হ'য়ে যায় লয় হ'য়ে যায়, অপর পারের
মুক্ত পাখির ডানার মতো আনে আওয়াজ
কাঁদে আকুল মনের খিলান বর্ষা য্যামন
মন হ'য়ে যায় মনের মতো আকাশী মন ।

ওই আকাশের ঝঞ্ঝা-ঝড়ে তোমার স্মরণ
আপনা হতেই হয় মেহমান ব্যাকুল বুকে
ওই আকাশের নীলাভ পথের দূর দেয়ালে
জানার আগেই মন চ'লে যায় কোন্ খেয়ালে ।

বোধ অবোধের তুলি দিয়ে ওই আকাশে
আঁকছো আকাশ মুহুর্মুহু কতো লীলায়—
দেখবো কখন কুটিল জটিল সময় যখন
নগর-নদীর যন্ত্রস্রোতে ভাসায় জীবন?

শেষ সময়ে

শেষ সময়ে ভুলেই যাবো
সুহৃদ স্বজন দূর বা আপন
শেষ সময়ে ভুলেই যাবো
চেনা মাঠ ঘাট লোক লোকালয়—
ছাপোষা ঘর সুখের আলয়।
ঝড় তুফানে ক্রন্দন কার উচ্চরবে
ক'রবে আঘাত নিষ্ফলতায়
উনুনে কার চ'ড়বে হাঁড়ি আশায় আশায়?
মজুদ মালের নাগরদোলায়
কে করে সুখ, অসুখ বাড়ায়
গ্রাম শহরে, চিলেকোঠায়
ভুলেই যাবো শেষ সময়ে।
শেষ সময়ে ভুলেই যাবো কে কোথা যায়
কোন্ কবিতায় কী লেখা হয়
কোন্ গ্রন্থের পাতায় পাতায়
বিষাক্ত সব শব্দাবলী তুলে ফণা
ছোবল মারে সেই কাননে
পুষ্প প্রেমের, প্রেমাস্পদের জ্বলে যেথায়?

শেষ সময়ে ভুলেই যাবো সমর-স্মৃতি
অস্ত্র আমার উঠবে হাতে কোন্ সেনানীর;
ব্যাকুল বকুল মরুর মুকুল কার আননে
নাচবে আবার নতুন ক'রে নতুন রূপে।

ঘ ড়ি

এখনো সঠিক সংজ্ঞা শিখলে না সময়ের
অথচ তুমি চলেছো তো চলেছোই
সময়ের সাথে সাথে হাতে হাত রেখে
পলে পলে পদক্ষেপে মেপে যাচ্ছো অনন্তের পথ ।
মেনে নিয়ে চিরন্তন চলার নিয়ম
চলেছো তো চলেছোই নির্বিরোধী কালস্রোত তুমি
ক্ষণকালও প্রশ্ন হ'য়ে দাঁড়াতে জানো না ।
সময়সঙ্গমসুখী তোমার স্বভাবে শুধু দূর অনন্তের টান
হৃদয়ের ওঠা নামা তালের মতোন
জীবনের বুক চিরে এঁকে যাচ্ছো প্রশ্নহীন পথ
জবাব যেখানে নেই, নেই দর্প অজ্ঞতার মতো
সমর্পণ, শুধু সমর্পণ—
সকল জ্ঞানের শেষে এই-ই বুঝি শেষ উচ্চারণ ।
বৃন্ত থেকে ঝ'রে পড়ে চেতনার
তৃষাদীর্ণ জিজ্ঞাসারা পরিণত ফসলের মতো
ক্যামন সময়সীমা আদি অন্তের আকার প্রকার?
প্রশ্নবোধক চিহ্ন যতো জ্বলে নিভে যায়
মুছে যায় সবকিছু জেগে থাকে শুধু মহাকাল ।
ক্রমশ তলিয়ে যায় খ্যাতি কৃতি শক্তি সত্তা
কবিতার শিরোনাম, সর্বশেষ পঙ্‌ক্তি পসরা—
ভেলার মতোন ভাসি সময়ের সুবিশাল স্রোতে
নিঃশ্বাস নিশ্চিত নয় ব'লে
বিশ্বাসের দ্যুতিমূলে শেষাবধি নিয়েছি ঠিকানা ।
শুধুই মুহূর্ত মাপো পৃষ্ঠদেশ দেয়ালে ঠেকিয়ে
আমিও তেমনই বন্ধু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ে
মাপি রাত্রি মাপি দিন মহাকালে তবু নিরুপায়
সবকিছু মেনে নিয়ে লিখে রাখি তবু কিছু কথা
য্যানো বলে কেউ কোনোদিন
বিশ্বাস জ্বালিয়ে রেখে সঙ্গোপনে বুকের কাননে
চলে গ্যাছে একজন কবি
বাঙলাদেশের মাটি যার প্রিয় জন্মভূমি ছিলো ।

এ কা ন ব্ব ই য়ে র বা ঙ লা দে শ ব ল ছি

একবার উড়ে যাচ্ছে
আর একবার ভেসে যাচ্ছে
পুরোনো পরিধেয়খানি আমার দেহের
আমার ধমনির জনপথগুলো এখন
মিছিল পাল্টা মিছিল
আর নিষ্ফলা রাজনীতির কারবালা ।
স্বভাবে স্বৈরাচারী তবু
আমাকে বলতেই হবে একই মন্ত্র ঃ
গণতন্ত্র গণতন্ত্র...
একবার উড়ে যাচ্ছে লঘুচাপসৃষ্ট ঝড়ো হাওয়ায় টর্নেডোতে
আর একবার ভেসে যাচ্ছে জলোচ্ছ্বাসে অকালবর্ষণের পানিতে
দেহের এই শতচ্ছিন্ন একমাত্র আচ্ছাদনখানি ।
আমার এখন একটি নতুন বস্ত্র একান্তই প্রয়োজন ব'লে
তুলতে চাই এবার কান্নার অধিকারের এমন আওয়াজ
শব্দে যার ডুবে যায় সমস্ত বাজার দর
অসমতা অমমতা স্বৈরস্মৃতিবাহীদের সকল ক্ষমতা ।

উড়ে যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কখনো আবার
হন্তারক হৃৎপিণ্ড থেকে ঝ'রে পড়া
রক্তে যাচ্ছে সিক্ত হ'য়ে
বহুপদভারানত শরীরের বিবর্ণ বসন ।
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল মুখে দিয়ে জনক ও জননী য্যামন
বস্ত্রহীনতার লজ্জায় কেঁদেছিলেন প্রথম পতনে
আবারো কি সেই দশা! দেশবাসী বিশ্ববাসী শোনো
আমারতো এখন নিখাদ তওবার মতো
শ্বেতশুভ্র পরিধেয় চাই ।

তন্দ্রাহত তিমিরের কথা

তন্দ্রাহত তিমিরের কথা
ঘুম নয় জাগরণও নয়
কল্পনা বাস্তব য্যানো অর্ধবৃত্তাকারে
ঘুরে ঘুরে পূর্ণ বৃত্ত হয়
মহাকালে বেছে নেয় নিজ কক্ষপথ—
এমন বোধের বুক আমি চিরে দেখি
তন্দ্রাহত তৃষা, এ যে অবিকল আমার অয়ন।
আনন্দে আহত আমি
কী নিশ্চিন্তে ক'রে আছি নিসর্গের নেতৃত্ব দখল।
জ্বলে মর্মমধ্যমণি তৃষাতুর তুরের মতোন
পেয়েও হারাতে চাই সব কিছু যতো কিছু দামী
নাম ধাম খ্যাতি কৃতি শক্তি সত্তা সুখ।
মহাকালে শুয়ে থাকা চিহ্নহীন অসীম আকাশ
মাটির নীরব গন্ধ
দূরে দৃষ্ট দ্যুতিকণা চন্দ্র তারকার
সমস্ত পিছনে রেখে পূর্ণবৃত্তজয়ী অকিঞ্চন
চেয়ে আছে অপেক্ষায় সময়ের শব্দ শুনে শুনে
এই বুঝি হলো হলো বিরহের ব্যাকরণ জানা
মিলনের অমলিন দূরাগত দুরূহ নিয়মে।
তৃষ্ণাই জীবন য্যানো
মিলনের মূল মর্মবাণী
তন্দ্রাহত তিমিরের বাঁক ধ'রে চলা শুধু চলা
একবার বৃত্তপৃষ্ঠে আর একবার বৃত্তের উদরে
বাধ্যগত বসবাসে ক্ষয় করি সময় জীবন
কোন্ বিবরণে লিখি সে অনিত্য ভাবনার ব্যথা
তন্দ্রাহত তিমিরের কথা।

এ ক দি ন সা রা দি ন

একদিন সারাদিন এভাবেই কেটে গ্যালো
কবিতা কবিতা ক'রে ব'য়ে গ্যালো বেলা
সকাল সায়াহ্ন জুড়ে সময়ের পূর্ণ আয়তন
ভরে গ্যালো অসংসারী শব্দসুখাঘাতে ।
হ'লোনা কোনোই কাজ, য্যানো এস্রাজ এক
শান্ত অশান্ত রাগে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'লো
অপার্থিব অনলাভিমানে, পুরাতন প্রাণে ।
উপমা ক্যামন তার, কীভাবে যে গড়ি শিরোনাম
কল্পনার কল্পবৃত্তে ঘুরে ঘুরে শব্দাতীত সুরে
কেটে গ্যালো সারাদিন, মুছে গ্যালো কবিতার নাম
মুছে গ্যালো আবছায়া আলোর লাগাম ।
য্যানো অশ্ব ক্ষিপ্রগামী অতীতের উৎস থেকে এসে
ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হ'লো আগামীর অচেনা লীলায়
দু'ভাগে বিভক্ত হ'লো চিত্তপট, দু'রকম রঙে
হ'লো আঁকা জীবনের কালো শাদা দু'রকমই ছবি ।

একদিন সারাদিন এভাবেই কেটে গ্যালো
ব্যস্ততার বুকে পষ্ট পদাঘাত এঁকে
ভিন্ন অর্থবাহী কিছু স্বপ্ন কান্না প্রেম নিয়ে
পৃথিবীর আকাশের মানুষের সকল কিছুর
গন্ধে হ'য়ে অর্ধমগ্ন অর্ধসচেতন
কেটে গ্যালো কবিতার কুসুমিত কাল ।

একদিন সারাদিন এভাবেই কেটে গ্যালো
ডুবে গ্যালো মর্মভুক মহাকাল মন
দিনান্তের দীর্ণ সীমানায় ।

ভা লো বা সা বা সি

এখানে জীবন নীল
হয়েছে তুমুল ঘোলা নিশ্বাসের নদীর সলিল
পূর্ণিমার রাতে মরা চাঁদ
আলোর বিরুদ্ধে চলে যায় ।
এখানে বসন্ত বৈরী
প্রতিটি ফাগুন য্যানো আগুনের নীরব সাগর
শিশির নামে না রাতে
গানের পাখির কণ্ঠ খরাদগ্ধ চৈত্রের মতোন ।
এখানে
সৌর সাগরের এই ভাসমান দ্বীপে
চুকেবুকে গ্যালো বুঝি বিনাশের সকল হিসেব?
এ ক্যামন স্খলন
এ ক্যামন প্রেমহীন নষ্ট আচরণ;
হন্তারক এ সভ্যতাকে কে ঠেকাবে কে?
এ প্রশ্নের মুখোমুখি শুধু নীরবতা
মুখে মুখে উচ্চারিত শুধুমাত্র ব্যর্থতার কথা!
এরই মাঝে আরো একজন ডাহুকের ডাক বুকে নিয়ে
তুলেছে আবার পাল সাত সাগরের মগ্ন স্রোতে
জাহাজে সাজানো তার থরে থরে কতো
কুসুমের তেজারত, বুলবুলির গান
তেরো তবকের চাঁদ, দখিনা হাওয়ার হাসাহাসি—
আশা বুকে, ব'লবে আবার দ্বীপবাসী,
'ভালোবাসি'
আমরা শুধুই জানি প্রেম
আমরা শুধুই জানি শুধুমাত্র ভালোবাসাবাসি ।'

ভ্র ম ণ

আমার সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমানা
পুরোপুরি জরিপ ক'রবো ব'লে একদিন
বেরিয়ে পড়লাম গোপনে ।
প্রথমে দৃষ্টির দ্যুতিরেখা ধ'রে হাঁটা দিলাম
চ'লতে চ'লতে চ'লতে
চলা শেষ হ'লো যখন
তখন অবাক হ'য়ে দেখলাম
আদিঅন্তহীন এক অবোধ্য অন্ধত্ব থেকে
শুরু হয়েছে দৃষ্টির দীপ্তি
এগোবার অবকাশ অসম্ভব ব'লে এবার
শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎসের সন্ধানে
শুরু ক'রলাম সফর ।
শেষে দেখি অদ্ভুত বিশাল এক বধিরতা
বিদ্রূপ করছে আমাকে, আমার ভ্রমণেচ্ছাকে ।
অগত্যা চলার গতি পুনরায় ঘুরিয়ে দিতে হ'লো অন্যদিকে ।
সে এক ভ্রমণ বটে, আজব ভ্রমণ
একে একে সবকিছুই দ্যাখা হ'য়ে গেলো । দেখলাম —
আমার ক্ষমতার সীমানামূলে অক্ষমতা
যোগ্যতার শীর্ষদেশে অযোগ্যতা
কথার সূচনাশীর্ষে বাকহীনতা, শুধু নীরবতা
সবশেষে সত্তার সূত্র ধ'রে রওনা দিতে গিয়েই দেখি
অসহ্য অবোধ্য সব কিছু
সকল অহংকার হ'লো বায়বীয় বোধের মতোন
সত্তাহীনতার এক অলৌকিক জমিনকে ভর ক'রে
ডালপালা মেলে আছে আমার অস্তিত্বের এই প্রাণবৃক্ষখানি ।
এ সত্তার সাম্রাজ্য তবে কার?
আমিতো তাহারই প্রেমে নত হ'য়ে আছি বরাবর ।

আ ও য়া জ

ঘরের ভিতরে জেগে ওঠে
যে আওয়াজ
বাইরের কোলাহলে তার
কোন্ কাজ?
ভিতরে ভিতরে নিরবধি
জলস্রোত বয়
জোয়ার ভাটায় তবে আর
কোন্ ক্ষতি হয়
জীবনের ইতিহাস থেকে
যদি শুনি শুধুই কাহিনী
মনে হয় হাহুতাশই য্যানো
বার বার চড়া দামে কিনি
আসল আওয়াজ তবে কারা
ধ'রে রাখে অন্তরের ঘরে
অক্ষরের শরীরেরা ডাকে
অচেনা পাখির মতো স্বরে ।
নীড়ের গভীরে জেগে থাকে
যে আওয়াজ আশ্রয় নামে
মাঠের উড়াল শেষে এসে
সেখানেই বিহঙ্গেরা থামে ।
ইমান আশ্রয়েরই নাম
প্রেমিকের বুকের আওয়াজ
চিরন্তনতায় যাত্রা যার
কোলাহলে তার কোন্ কাজ?

সে এক প্রত্নতাত্ত্বিক

সে এক প্রত্নতাত্ত্বিক মনে হয়
প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতোই বিস্মৃতির বুক দ্যাখা
তার মূল ব্রত ।
সারাক্ষণ খুঁড়ে চ'লে সে অনন্তের অতল জমিন ।
মানুষের কীর্তি নয়, মানুষের মন
তার চোখে রহস্যের মূল বাতায়ন ।
সেখানে অনন্য রূপ শত শহরের
সেখানে বাতাসে ভাসে অতুলন ক্ষরণ রোদন
আসে যায় আশে পাশে
আলো আঁধারের কতো অন্তরাল, কালের প্রবাল
ঘৃণা হিংসা অনুরাগ প্রেম ভালোবাসা
সভ্য অসভ্য শত কোটি মানুষের
সেখানে বসত করে এক সাথে একাকার হ'য়ে
সেখানেই সংঘর্ষ আঁকে আলো অন্ধকার
অবিচ্ছেদী বৈপরীত্যে, বিরোধী মিলনে ।

সে এক প্রত্নতাত্ত্বিক
নিজেরই হৃদয়-পথে অনন্তের মূল মৃত্তিকায়
চলে তার অন্তহীন বিজয়ী খনন;
বিশ্বাসের মতো দৃঢ় তার উদ্দামতা
সে শোনায় বিশ্বাসেরই কথা ।

সে এক প্রত্নতাত্ত্বিক মনে হয়
সে আবার কবিতাও লেখে ।

নি শি যা প ন

শব্দের সুবাস এসে বড় বেশি মাতালে আমাকে
অনিদ্রা ভক্ষণ করে কতো ঘুম গভীর রাতের
মৌনতার কেদারায় ব'সে ব'সে আমি দেখি সব
সুপ্ত শহরের শব্দ পুরাপুরি দখলে আমার ।
অচেনা আবাস থেকে শব্দ এসে করে দাপাদাপি
শীতের পাখির মতো দলে দলে বসায় আসর
নতুন নিসর্গে এক মত্ত হয় মনন চেতন
নীরব পাহাড় হ'য়ে গায়ে মাখি সে রূপালী রোদ
সেই সব শব্দাবলী যার গন্ধে নিদ্রামগ্ন রাত
আড়মোড়া ভেঙে বসে, শোনে প্রেম বুকের বাগানে
আমিও শরিক হয়ে সে সভায় দেখি শেষ রাতে
সহজাত শব্দ সব সত্তা থেকে সহসা উধাও ।
বোধহীন উচ্চারণে অগণিত কথামালা ক্যানো
উথাল-পাথাল করে ভালোবাসা দিতে এসে হায়
চ'লে যায় নিজ দেশে বিচ্ছেদের বাণ হেনে বুকে
জখমের যন্ত্রণায় প্রতি রাত-অন্তে কাঁদে ভোর ।
সূচনা সমাপ্তি সুদ্ধ যে জগত সুবাসিত হ'য়ে
চিরস্থায়ী সুখ নিয়ে প্রতীক্ষায় রত প্রেমিকের
দেয়ালে ঠেকালে পিঠ পরমায়ু তবে তো সেখানে
প্রবেশের অধিকার পায় জানি বিশ্বাসীর দল ।
তবুও অধীর হই মুগ্ধ হই রাত্রির আওয়াজে
পূর্ণিমার মতো হই একবার ভরাট আশায়
পুনরায় ক্ষয় হ'য়ে হতাশায় আনি অন্ধকার—
এভাবেই শুধু রাতে আসে যায় প্রেম অনন্তের ।

সে ই স ফ রে

একলা ঘরের অন্ধকারে শেষ সীমানায়
যেতে কে চায় তবু জানি যেতেই হবে
সে ঘরে নাই চাঁদের আলো তারার দ্যুতি
এক বরাবর উজালা দিন রাত নিশুতি ।

অন্তরে যার লয় দিবসের ভয়ের আলো
মূল জীবনের পূর্ণ কদর যার হৃদয়ে
আঁধার ঘরের একলা রাতে সেই তো সফল
তার আননেই হাসতে পারে সকল কমল ।

সেই সফরে শাদা মেঘের দেহের মতো
যাত্রা আমার ধূপ লোবানের গন্ধ নিয়ে
বিষাদ ব্যথায় পুষ্পপতন বিদায়কালে
চেনা জানা অনুভূতির অন্তরালে ।

সেই সফরে সামান শুধু একটুখানি
খুশবু ক্ষমার হয়তো শেষে পাবোই পাবো
অবিশ্বাসের চিহ্নতো নেই চোখের তারায়
সকল শঙ্কা এক নিমেষেই আশায় হারায় ।

তো মা র স্ম র ণ

ভুলেই তো যাই তোমার কথা আমার কথা
যখন আমার সত্তা জুড়ে তোমার স্মরণ ।
বিস্মৃতি নয় স্মৃতিও নয়, এমন স্মরণ
জীবনও নয় মরণও নয়, এমন মরণ এমন জীবন
সামান আছে এতটুকুই আমার কাছে ।
তুমিই মহান তোমার মোহন উপস্থিতি
আকাশ জুড়ে ভুবন জুড়ে সর্বলোকে
থাকলে মানায় । আর কিছু নয় কোনো কিছু
দয়ার দুয়ার খোলা ব'লেই এতো কিছু ।
কোথায় এমন শক্ত খুঁটি তোমার প্রেমের
কোথায় এমন শুদ্ধ শিকল অটুট আপন
যার আকারে ঝ'লসে ওঠে তোমার অতুল প্রতিকৃতি
আকারবিহীন প্রকারবিহীন অচিন দ্যুতি ।
সাজগোজহীন জলসাঘরে গোপন গোলাপ
শব্দবিহীন চিহ্নবিহীন মধুর আলাপ
মাটির পরে শির ছোঁয়ালে
বাঁধলে দুহাত দাসের মতোন
গাইলে গজল প্রেমের মতোন
তোমার স্মরণ জীবন মরণ সব একাকার ।
ফিরালে মুখ আসর থেকে দগ্ধ দোলায়
আর্তি ওঠে, আবার কখন আসবে জোয়ার
নিছক দয়ার; উচ্চকিত তোমার নকিব
মূল আসরের আয়োজনে হাঁকবে চূড়ায় ।
সেই আলাপন মধুর বচন
হয় না ক্যানো যখন তখন
পল পরিমাণ সময়ও যে সয় না মনে ।
কোন্ নিখিলে কোন্ জগতে এমন আইন
নাই বিরতি নাইকো বিরাম এমন আসর
চোখ জুড়ানো দৃশ্যাবলী চিরকালের সুখ সুবিধা

প্রচলিত সুখের সংজ্ঞা মুছে ফেলে
একাধারে বিলীন করে জীবন মরণ—
করে বরণ রক্তক্ষরণ প্রেমের কারণ।
ভুলেই তো যাই এসব কিছু—
ক্যানো যে হয় যখন তখন এমন স্বভাব
ক্যামন প্রেমের বাক্য দিয়ে আমার কালোয়
আঁকলে কুসুম দিনের দ্যুতি রাতের তারা
ভেবে ভেবে ভাবনা ভুলি
চোখের জলে জ্ব'লে জ্ব'লে মুক্তো তুলি
তবু তো নয় তৃপ্ত ত্যামন য্যামন হ'লে মানায় প্রেমিক
ভুলেই তো যাই এসব কথা
কথার ব্যথা নীরবতা নীরব কথা।
এই দেখি না এইতো দেখি এমন ক্যানো
সোজাসুজি চ'লতে গেলেই কোথায় গড়াই
ভুলেই তো যাই সব কাহিনী ভুলেই তো যাই
ভুলেই তো যাই তোমার কথা আমার কথা
যখন আমার সত্তা জুড়ে তোমার স্মরণ।

অদৃশ্য মুদ্রা

এভাবেই চ'লে যায় সবাই
য্যামন গিয়েছো তুমি চ'লে
শেষ হ'লে বিরহের দুঃখভরা রাত
নতুন দিনের মতো পূবাকাশে জ্বলে এক
নতুন জীবন, আমি হাত রাখি
আমার মূল সম্বল একটি মুদ্রায়
এদিকে ওদিকে যার আনন্দ বেদনা
করে বাস অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়ের মতো।
বৈপরীত্যের স্থায়ী বন্ধনে
সুখ দুঃখ ঘ'ষে ঘ'ষে জ্বালায় আগুন
ঝড়ের রাত্রিতে দ্যায় সাংসারিক আলো গৃহে গৃহে।
এভাবেই একটি একটি যাওয়া
আগামী দিগন্তে আনে গতিমান পথনির্দেশিকা
গদ্যাক্রান্ত জীবনের মাঝপথে য্যানো
ফুটে ওঠে বৃষ্টিসিক্ত সূর্যমুখী ফুল।
এভাবেই ব্যথার জমিনে চলে সুখের আবাদ
তুমি চ'লে গেলে
হাত রাখি অতি সন্তর্পণে
আমার অদৃশ্য মুদ্রার এপিঠে ওপিঠে।

উ ত্ত রা ধি কা রী দে র জ ন্য

.....তারপর
কালের মহলে একদিন
জ্ব'লবে হঠাৎ
জমানো বেদনাগুলো
রক্তবর্ণ শাপলার মতো
ঘুরে গেলে শতাব্দীর শব্দহীন চাকা;
বিস্ময়ের বিপরীতে জমা হবে অনেক কারণ
অকারণ বিশ্বাসের মতো ।
ভাবনা কিসের তবে
অসাফল্যের অন্তরালে অপেক্ষিত ভোরের কপোত
নতুন দিনের গন্ধ আনবেই আনবেই জেনো ।
শতাব্দী সফর শেষে কবি
তোমার আদলে হবে আবিষ্কৃত
আগামী অতীত ।

..... তার পর
কালের শিখরে একদিন
হাসবে হঠাৎ
অচেনা চেতনাগুলো
শিলাখণ্ডে স্বাক্ষরিত হরফের মতো
শেষ হ'লে শতাব্দীর সকল আওয়াজ ।
সান্ত্বনা বন্দনা সব সাম্প্রতিক পথের কাঁকর
স্বপ্রান্তরে পথ চলে তাই এক সংশোধিত কবি
যে রাখে কালের কাঁখে অসুলভ আত্মআয়োজন
উত্তরাধিকারীদের জন্য জমা ।

কী সুন্দর শাসন তোমার

কী সুন্দর শাসন তোমার
কী অনড় সন্তাপ্লাবী প্রেম
সুপ্তির সমুদ্রে ডুবে হারালে বাহির
অন্তর জীবন্ত রাখো জ্যোতির্ময় তোমার স্মরণে ।
জীবনে মরণে মনে কুসুমিত তোমার শাসন
অনায়াসে আনে
অমমতাপীড়িত রাজ্যে জীবনের অন্তর্গত মানে ।
আমাকে জাগাবে ব'লে নিশিশেষে প্রতিটি প্রভাত
নিয়ে আসে নিদ্রা নয় নিদ্রা নয় ডাক
অতলান্ত অন্তরাগ্নি মুহূর্তে শীতল হয়
সমর্পিত সালাতের নিষ্কলুষ শিষ্ট আয়োজনে ।
অভাবে আনত করো আত্মদর্প
বিপদে বিনম্র করো অজ্ঞতার আত্মঘাতী চূড়া
বিশ্বাসের বক্ষ নাচে শুধু তুমি শুধু তুমি নামে
তুমি তুমি — অন্তহীন অনশ্বর তুমি
ভ্রান্তিবিদ্ধ এ আবাসে এমন আপন
কোথায় কখন পায়
মানব মানবী তার বৈদগ্ধের সুস্থ সীমানায় ।
এমন মননসুখ কোথা মিলে
মন-মুদ্রা চলে আর কোন হাটে কোন্ তেজারতে?
আমাকে ক'রেছো ঋদ্ধ
নিসর্গের নেতা ব'লে শুরুতেই দিয়েছো সনদ্
ইন্দ্রিয়ন বিস্মরণ প্রতিবাদী মন্দ আচরণ
সমস্ত সরিয়ে দাও তাই তুমি আপনার হাতে—

প্র শ্নো ত্ত র প র্ব

কী অর্থ নিসর্গে দ্যাখো তুমি?
মানুষের সম্ভাবনা উত্থানের । পতনেরো ।
নিসর্গের নেতা বুঝি তুমি? সাথী কারা?
প্রেমদগ্ধ মানুষেরা অন্ত থেকে অন্তহীনতার ।
তাহলে প্রেমের মানে কী?
প্রেম মানে সেই বহ্নি আরেনি আরেনি
ইতিহাস কাল যাকে নেভাতে পারেনি ।
অন্তরে রেখেছো কাকে ধ'রে?
সেই মূল আলোর নায়ক
যার প্রেমে সরে যায়
ইয়াসরেব্‌ভূমি সহ পৃথিবীর সকল আঁধার ।
কোথায় গন্তব্য — পথিক?
পতনের বিপরীতে অপ্রেমের নিরাময়ে
অবশেষে সে আশ্রয়ে যেখানে অপেক্ষারতা
কুমারী রমণীকুল আয়তআঁখিনি
যেখানে বইছে ধীরে নির্ঝরের সুখস্রোতধারা
যেখানে উপমাহীন
প্রতিশ্রুত দীদারের দিন ।
থামবে না?
না ।
নামবে না?
না ।
কোন্ নামে পরিচিতি চাও? 'কবি'?
না । মানুষ ।
তারপর 'কবি' বলো যদি ইচ্ছে হয় ।

বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন

মা ঝি দে র অ নু জ পু রু ষ

নিরুদ্দেশে নিরন্তর চলে কোন অনিশ্চিত তরী
মাঝি আমি নিরর্গল টানি শুধু নিরুপায় দাঁড়
কে য্যানো ঘোরায় হাল দেখি নাই কোনোদিন তাকে
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ব'য়ে যায় মৌন কাল য্যানো
স্রোতাঘাতে ভাঙে পাড় বিপরীত বুকে জাগে চর
অসরল গতিপথ বার বার বাঁকের আড়াল
চলেনা চোখের পাতা সবকিছু শাদা হ'য়ে আসে
গোপনে গোপনে শুধু ক্ষয় হয় বুকের বাতাস
আমি যে নাবিক এক হালহীন দাঁড়ের শ্রমিক
অনিশ্চিত নাও নিয়ে পুষ্ট করি শ্রান্তির শরীর
কোথায় চ'লেছে ওই নামহীন পাখিদের ঝাঁক
অমন সুন্দর ক্যানো তাদের পাখার কারুকাজ
কোথায় চ'লেছো পাখি পানাহার কোন দূরে হবে
পিপাসাপীড়িত মাঝি আমি এক পানযোগ্য পানি
আমার নদীতে নেই, জলে জ্বলে তরীর শরীর
অচিন তুহিন কোন্ ধ'রে রাখে হৃদয়ের তাপ
বলো হে পাখির দল ভালোবাসা কোন দূরে ফোটে
কোমল ডানার গান গোলাপের কোন বনে বয়
সকল তারার যারা খ'সে পড়ে চিহ্নহীনতায়
সকল পাখির যারা শৃঙ্খলিত শ্রান্তির হাতে
তাদের রোদন কোন ধূসরিত হাহাকারে জানো?
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ মৌনতায় সময় পোহায়
নদীর শরীর ভাঙে জলাঘাতে কাঁপে তরী তৃষা
নাও চলে নদীজলে চলে না চালাই আমি নিজে
জ্ঞানীদের গ্রন্থ খুলে পাই নাই বিবরণ কোনো
তাই বাই নাও নিত্য নিরন্তর অনিশ্চিত নাও ।
বন্দরের বুক থেকে আসে নাই এখনো আওয়াজ
অপেক্ষারা উড়ে উড়ে খুলে ফ্যালে ডানার পালক
দিবসের দীর্ঘ সীমা ঢেকে যায় রাতের চাদরে

নক্ষত্রিত রহস্যের নিচে জ্বলে নিরন্তর নদী—
সীমানা যেখানে নেই সেদিকেই চলি অসহায়।
দু'পাশের দুই তীর নাম তার সুখ দুঃখ বুঝি
কেঁদোনা কখনো মাঝি-মাঝিদের অনুজ পুরুষ—
শ্রুতিভারাতুর বাণী এরকম শুনি মাঝে মাঝে
সামনে অনন্ত শুধু ছলাৎ ছলাৎ জাগে ঢেউ.....

তা র প র

শেষ হ'লো শত পৃষ্ঠা হাজার রঙের
কীভাবে এবার হবে শুরু?
বক্ষপটভূমি দেখি তৃণহীন মাঠের মতোন
বহ্নিভুক বুক পোড়ে শূন্যতার সীমাহীন রোদে
বর্ণহীন গন্ধহীন সবকিছু বোধচিহ্নহীন—
তারপর? কীভাবে এবার হবে শুরু?
কোনোই জবাব নেই প্রশ্নরাও বিবস্ত্র ভীষণ।
নিসর্গের মতো নিরপেক্ষ
ভালোবাসার মতো অশরীরী
আর বিষাদের মতো কিছু তৃষাতুর বাণী
বিস্ময়ের হাত ধ'রে জমা হয় বুকে একে একে।
অচন্দ্রিত শূন্যতায় নিশীথের আকাশ য্যামন
তারাক্ষরে লিখে রাখে বিস্ময়ের অন্তহীন কথা
বিবর্ণ বুকের পত্রে সেরকমই দ্যুতির আঁচড়।
বক্ষবেলাভূমি থেকে কবে মুছে গ্যাছে ফেনা
তরঙ্গের শেষ উচ্ছ্বাসের
বাসনারা ঝ'রে গ্যাছে পাতা ঝরা কোন মওসুমে
ধ্বনি প্রতিধ্বনি যতো খ'সে গ্যাছে শ্রুতি থেকে কবে
স্মৃতিদীপও নিভে গ্যাছে মনে নেই কোথায় কখন।
আমিতো অনন্তযাত্রী অচিনের দূরারোহ পথে—
তারপর? কীভাবে এবার হবে শুরু?
সান্ত্বনার স্বস্তি নেই কোনোকালে প্রেমের নিয়মে
তৃপ্ততার ছোঁয়া সেতো বঞ্চনার অন্য এক নাম—
তাই প্রশ্ন— তারপর? তারপর ক্যামন উড়াল?
না পাওয়া পাখার পাল দুলে ওঠে দ্যুতির ছটায়
না জানা বেদনাগুলো কেঁপে ওঠে চোখের পাতায়
তারপর?— তারপর কী?

ক্লা ন্তি বা হী এ ক জ ন

তুষার ঝ'রছে য্যানো
শরীরের সবকটি অঙ্গশৃঙ্গমূল
ডুবে যায় গুঁড়ো গুঁড়ো ক্লান্তির হিমে
বিশ্রামের গৃহেও নেই ন্যূনতম নিরাপত্তা
স্বস্তির স্বপ্নদের নামে ঝুলে আছে হাজার হুলিয়া
বার বার রাজাকার রাষ্ট্রপৃষ্ঠে সওয়ার এখনো
সন্ত্রাসেরা ঝাঁঝরা করে বার বার স্বদেশের বুক
গণায়ন গণতন্ত্রায়ন
এভাবেই বুঝি জারী হয়?
গর্ভপতনের শব্দে খ'সে খ'সে পড়ে
শ্লোগানের সোমত্ত শরীর
অতএব নেতা নেত্রী তোমাদের কীর্তিকাণ্ড দেখে
এভাবেই বুঝি কেটে যাবে
জনতার জন্মমৃত্যু আশা ভাষা বাসার ভরসা?
নাগরিক নিসর্গনেত্রে নেই কোনো আশার ঝলক
বিশ্বাসের শেষ শিখা কোনোমতে আজো টিকে আছে
নেতা নয় নেত্রী নয় একজন কবির হৃদয়ে ।
তারো দেহ তুষারিত
অবয়ব জুড়ে ঝরে নিরন্তর ক্লান্তির হিম
বরফের বৃষ্টি য্যানো শাদা শাদা হিমেল মউত—
কোথায় চ'লেছো দেশ— কোথায় চ'লেছো দেশবাসী?
আমিতো এখনো দ্যাখো বৃষ্টিবাহী মেঘ নিয়ে লিখি
ক্লান্তির তুষারপাতে মজ্জমান আশ্রয়দ্বীপ
অন্তিমের প্রত্যাদেশ দ্যুতি দ্যায় তবুও কলমে
আমার অক্ষররেখা মিশে গ্যাছে
কোন্ দূরে, জানো?

রি পো র্ট

এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি
জনতা চায়নি তার রিপোর্ট কখনো-কবিরাও নয় ।
স্বতাগিদে ক'রে চলি তদন্তের নিরুত্তাপ কাজ
কয়শ' দিনের মধ্যে এ কাজের শেষ হ'তে হবে
তারো কোনো বাধ্যকতা নেই ।
এক সদস্যের এই তদন্ত কমিটি
নিজ নির্বাচনে তার সদস্য আমিই
ঢিমে তালে নিরাবেগে জেগে জেগে রাতের জমিনে
শব্দের গাঁথুনি গড়ি
যদি বলো পদ্য তাকে— হ'তে পারে সেকথাও ঠিক ।
আনন্দ খোসার নাম
শাঁসে তার বিষাদের স্বাদ
তারপর দ্যাখো তাতে শত শত নিরাকার ক্ষত
মানুষেরা এই নিয়ে কখনোকি হ'তে পারে নাকি
নিরাপদ পদ্যের পাঠক?
খ্যাতি শিকারীর দল বার বার বন্দুকের নল
কীভাবে উঁচিয়ে ধরে
একালের জ্ঞানীগণ মূর্খতার বায়বীয় বেদী
দ্যাখোনা কিভাবে গড়ে—
উপযুক্ত শিরোনামে যথাস্থানে যতিচিহ্ন দিয়ে
সে বিবরণও দিতে ইচ্ছে করি ।
তার সঙ্গে কাননের কাছাকাছি এসে
ফুল ফল তৃণরাজি উদ্ভিদের নিঃসঙ্গ বিলাপ
যা দেখেছি তারো কথা মোটামুটি লিখি ।
প্রতিবেদনের পত্রে এভাবেই কালির আঁচড়
অপার্থিব গন্ধ হ'য়ে ওঠে—
তবুও অতৃপ্ততা ফোটে অন্তহীন পিপাসার পাশে
প্রিয় পাঠক! অশেষ তদন্ততটে
ভাঙে দ্যাখো জলধি অতল ।

চোখের নিরাপত্তা চাই

নয়নের হ্রদ থেকে লবণিত পানির পতন
কখনো গড়ায় যদি মুছে ফেলি নিপুণ নিয়মে
রোদন হৃদয়ে ভালো চোখে তাহা অতি অশোভন
নক্ষত্রের মতো চোখে য্যানো অগ্নি অবিরাম জমে।
এ কবি সহায়হীন দাস এক অনেকের মতো
কিছুই করার নেই শুধু দ্যাখে শোণিতাক্ত ঋতু—
মনের মাঠের বুকে ঝরে যতো দুঃখ অবিরত
তাদের বিরোধী স্রোতে ভাঙে সব বাসনার সেতু।

চোখটা বাঁচাও প্রভু বন্ধ করো রোদনের বান
জলাভ আঁখির মুখে পষ্ট নয় সংসারের ভেদ
নিসর্গ মানুষ মন পার হ'য়ে এলো যে নাদান
ডোবাও রোদনে বুঝি তার তপ্ত অন্তরের ক্লেদ।
নয়ন সরণী করো দর্শনের অতিরিক্ত আঁখি
মনে জল চোখে আঁকি অনন্তের অচিহ্নিত পাখি?

জ খ ম

জখম নামের একটি অনুভূতি
বুকের শূন্যে চূর্ণ চাঁদের মতোন
চ'লছে জ্ব'লছে নিভছে নিয়মিত
নীল প্রতীক্ষার কোথায় দেখা পাই

জখম নামের দুস্থ কুসুমকলি
লাল আগুনের ভয়াল বৃন্তে কাঁদে
খল জলধির শ্রমের স্রোতে য্যানো
অনিশ্চিতির জাহাজ ভেসে যায়

জখম নামের ইতিহাসের পাতা
চোখের জলের কোন্ কাহিনী বলে
বাজছে বুকে সেই কথাটির ডানা
শুনতে পারার মানুষ কোথা পাই

আয়ুর খাঁচায় জন্মজখমখানি
জানায় ডানায় অক্ষমতার তল
কোন কূলে তার তীরের শোভা হবে
নিশ্চয়তার নীড়ের নীলিমায়

চেতন বনের শংকিত কোন ডালে
ফুটলে কুসুম জখম জ্বালা শেষে
হাজার নায়ের পালের প্রখরতা
বিঁধবে চোখের দৃষ্টি সীমানায়

যার জখমের ব্যথার অনুসৃতি
পৌঁছেছে এই ভাটির ঘাটের কাছে
তাঁর স্মরণেই প্রেমের পোড়াপুড়ি
হাজার বছর পরেও ব'য়ে যায় ।

খুঁ জ তে খুঁ জ তে

খুঁজতে খুঁজতে এসে প'ড়লাম কোন্ জায়গায়
মাটির আওয়াজ ভাঙেনাতো আর ঘুমের পাখায়
এ কোন আকাশ নীহারিকা তারা সব যে উধাও
ভেঙে চুরমার সীমানার দাঁড় সময়ের নাও
চোখের পাতায় কেঁপে কেঁপে ওঠে নিরস্তিত্ব
মুছে গ্যালো সব দিকরেখাচিহ্ন এবং দ্বিত্ব
এবং একক সংখ্যার ধ্বনি বহু ব্যাধিবোধ
ভেসে গ্যালো দূরে জীবন মৃত্যুর দায় পরিশোধ
একটু জিরিয়ে নেবো নাকি কোনো বিরতির বুকে
সে আশাও ছাই জ্ব'লছে পালক প্রেম-অসুখে
চার ভাগ থেকে এক ভাগ গ্যালো সাগর ধারায়
এক ভাগ নিলো একাকার রূপ বাতাসের গায়
আর এক অংশ মিশে গ্যালো নীল অনলের তলে
শেষে এসে ধূলো ঝড় হ'য়ে থামে মাটির মহলে
পানি মাটি বায়ু অনলিত স্মৃতি অতীত লিপিকা
সব ফেলে এসে শেষে কী হ'য়েছি শুধু প্রেমশিখা
শত ভাঁজ খুলি আপন গভীরে তবু জটিলতা
তাপে তেতে ওঠে রহস্যের রোদ কথা নীরবতা
খুঁজতে খুঁজতে পথরেখা শেষে বিপদগ্রস্ত
পান্থজনের কতোবার হ'লো সূর্য অস্ত
দ্যুতি অমা জ্ব'লে নিভে যায় সেই এক নিয়মেই
অচেনা আকাশে ক্বচিৎ কখনো খুঁজে পাই খেই
না পাওয়ার মতো চোখে বুকে জ্বলে অশ্রুচিহ্ন
মিলনের নায়ে পাল ওড়াতেই ছিন্ন ভিন্ন
খুঁজতে খুঁজতে বার বার খুঁজি কোন্ কান্নায়
ডুবে গ্যাছে সব পাপের পরিধি প্রেমবন্যায়—

এ ক চি ল তে আ ন ন্দ

এই এক চিলতে আনন্দই অবশিষ্ট র'য়েছে এখনো
হাকিমাবাদ মসজিদের পুবমাঠে পুকুরের পাড়ে
পুরোটা সীমানা দ্যাখা আকাশের— সারারাত ।
ইতিহাসের তাবৎ বিস্ময় য্যানো ওই আকাশেই
সারারাত চোখ মেলে কাঁদে
জ্যোৎস্নার বৃষ্টিতে ভিজি, সিক্ত হই ব্যথিত বর্ষণে শিশিরের
মায়াবী হাতের ছোঁয়া আঁধারের
রাতের শরীরে আনে বহমান বেদনার ভাষা
প্রাণবৃক্ষবৃন্তে পোড়ে অনারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ
বিষ্যুদবারের দিন গত হ'লে এক চিলতে আনন্দটি কাঁদে ।
কখনো বর্ষার ব্যাঙ পুবের ধানের ক্ষেতে ডাকে
সাপের বিপদে তোলে উদ্ধারের ব্যর্থ চিৎকার
পথভোলা প্যাঁচা এসে দেখে যায় ভেণ্ডিক্ষেত, পেঁপেগাছ
গন্ধরাজ, কামিনী কুসুম এবং কৈশোরিক চারা কাঁঠালের—
সিদ্ধিরগঞ্জ সাইলো জ্বলে ছ' কিলোমিটার ব্যবধান থেকে
প্রশান্ত পাখির ঝাঁক উড়ে ওঠে আদমজীতে গোলাগুলি হ'লে
দৃষ্টিসীমা চিরে চিরে উড়ে যায় থাই কিংবা জাপান এয়ার
তারপর আবার সেই কালো আলো ছায়াপথ
এক টুকরো রাতের শরীরে ।
ম'রে গ্যালে মিজমিজি ভুঁইগড় জালকুন্ডি ঘুমের আঘাতে
কতিপয় দরবেশ শুধু নির্ঘুম নদীর স্রোতে ভাসে
আকাশ দ্যাখার নেশা পাল হয় হাল হয় কাল হয় কালান্তরও হয়
অবশেষে হয় কোনো ভগ্নাংশিক আনন্দের রাত্রিচিহ্নরেখা ।
স্মৃতিবিথী থেকে ঝরে ইয়াসরেব্ কাবা ও কেনান
লোহিত জলধি তলে ত্রাণপথ তপ্ত তুর অগ্নিবৃক্ষ কথা
চোখের মাপের সাথে মিলে যায় বাঙলাদেশ মহাকালবোধ—
আবর্তিত আনন্দ এই এক চিলতে অবশিষ্ট র'য়েছে এখনো
প্রথম ছুটির রাতে সপ্তাহান্তে হাকিমাবাদের মাঠে পুকুরের পাড়ে ।

স ম য় স ং বে গ

কাল তুমি কালো নাকি শাদা
রহস্যরঞ্জিত রঙ খেলা করে তোমার ছায়ায়
অবোধ্য বিলাপে জ্বলে অলৌকিক অন্তর তোমার
আমার সত্তাহীনতার শব্দ চিরে চিরে তুমি চ'লে যাও
বিপরীত বোধের পাড় ভেঙে ফ্যালো অপ্রয়াসে
সমতল স্রোত বয় অবিনয়ী তোমার নদীর
ভাটিহীন উজানবিহীন ।
কাল তুমি কালো নাকি আলো
নাকি কোনো বৈপরীত্য-বিরোধী নিষাদ
নিশ্চিত শিকার যার গাণিতিক জীবন যাপন ।
নিসর্গ দিয়েছো মুছে কতোবার
সভ্যতার হাড় মাংস পুড়িয়েছো
অবহ্নিত তোমার শিখায়
উত্থানকে ক'রেছো কতো নিরর্থক নিথর পতন ।
যদিও আসেনি আজো নক্ষত্রে নক্ষত্রে যুদ্ধ
আকাশের ভাঙচুর আগ্নেয় উচ্ছ্বাস ত্রাস সাত সাগরের
তবুও তোমার যাত্রা সেদিকেই অচঞ্চল চলে ।
সকল মানুষ ব্যর্থ বিশ্বাসীরা ছাড়া—
তোমার কসম শেষে এমতনই লেখা আছে দেখি
একমাত্র গ্রন্থটির দ্যুতিময় পবিত্র পাতায় ।
কাল তুমি কালো আলো জ্বালো
তোমার খেয়ার শেষে যখন নোঙর
ফেলবে সমাপ্তিচিহ্ন আমার এপার
তখন তোমার গায়ে বিঁধবে কি স্মৃতির নিশীথ?

নৈঃশব্দ্যকে বলি

আমি দিনকে জ্ঞান বলি। রাতকে প্রেম।
কোলাহলকে প্রয়োজন। আর কবিতা নৈঃশব্দ্যকে।
দহনের নাম বুঝি ভালোবাসা
প্রাপ্তির আসল নাম প্রতারণা নাকি
যন্ত্রস্রোত বেয়ে নামে নাগরিক নিশ্বাসের ধোঁয়া
ধাতব সভ্যতার পায়ে পিষ্ট হয় তৃণগুল্মরাজি।
ধানের ক্ষেতের চিহ্ন মুছে যায়
জাগে কালো রাজপথ বহুতলবিশিষ্ট ভবন
শ্রুতি হন্তারক শব্দে শুরু হয় খনন ক্ষরণ
রক্তিত সময়ে তবে কবিতার কিবা প্রয়োজন?
অনেক গভীর রাতে হঠাৎ কখনো যদি জাগি
যখন চলেনা কোনো আন্তজেলা ট্রাকের বহর
নিশাচারী পুলিশের পদশব্দ, কুকুরের ডাক
গলির কলের কাছে শূন্যতারা ঘোরাফেরা করে
মনে হয় নিস্তব্ধতা হ'য়ে যাবে এখনই কবিতা—
সামান্য সময় বাকী, ভোরের বিলম্ব আর নেই
গলা খাঁকরায় বাস-ফার্মগেট শ্যামলী শ্যামলী
রেলগেটে হুইসেল, গলির কলের কাছে কাশি
প্রত্যুষ প্রার্থিত নয়— এরকম বলে নাকি কেউ
প্রেমপন্থি কবি ছাড়া কোলাহলে ঝ'রে পড়ে যারা।
প্রয়োজনীয় আয়োজন সময়ের পুরো দেহে প্রায়
নৈঃশব্দ্যের রাতটুকু বড় বেশী অপ্রতুল দাহ।
আমি তাই দিনকে জ্ঞান বলি— কাণ্ডজ্ঞান
প্রেম বলি রাত্রিকেই— নৈঃশব্দ্যকে কবিতার প্রাণ।

জা নে না কে উ

জানেনা কেউ কোথায় তোমার অসুখ
হৃদয় তলে কোন্ অষুধের তালাশ
বাঁধলে ক্যানো হাজার বোধের বাঁধন
যাবেই যদি দূর নিলীমার ওপার ।

জানেনা কেউ কোথায় তোমার ক্ষরণ
মরণ মানে জীবন দ্যাখ্যার দুয়ার
জীবন পথে সুখ অসুখের ঢেউয়ে
এই কথাটিই ডোবায় ভাসায় সময় ।

জানেনা কেউ কোথায় তোমার বিরাম
পথের মাঝে পথ হারাবার নেশায়
যখন জ্বলে চাঁদের চুমকি ঝলক
তখন ক্যানো ফের আঁধারের কাঙাল ।

নক্ষত্রহীন বিরামবিহীন সড়ক
ধ'রলে ক্যানো তুর পথিকের মতোন
মন বানালে দূরের অচিন কপোত
ওড়ালে পাল কোন বাতাসের খেয়ায় ।

জানেনা কেউ জানতে চাওয়ার মানুষ
কোথায় পাবে সবাই আপন সীমায়
শুনছে ব'সে পুষ্পপতন বিলাপ
জখম জ্বালা তোমার তীরেই ভাঙুক ।

জানেনা কেউ কোথায় গোপন দরদ
গুমরে কাঁদে গভীর রাতের তলায়
শীত শিশিরে ভিজলে বৃক্ষ বনের
হারানো নীড় পায়কি অবুঝ কপোত?

নে শা গ্র স্ত নি বে দ ন

তোমার নামের নেশা কাটেনা যে কিছুতেই প্রিয়
বাসনার বৃন্ত থেকে ঝ'রে গ্যাছে বহুবিধ ভুল
প্রযুক্তি প্রবৃত্তি বুদ্ধি সব কূলে অবাণিজ্য ভাসে
সত্তার সমস্ত সীমা মত্ত হ'লো তোমার নেশায় ।
শ্রুতি যদি মুছে যায় একবার ওই নাম শুনে
চিরতরে, তবু জানি ধন্য হবে শোনার কারণ
একটি বারের মতো ওই নাম উচ্চারণ ক'রে
বাকশক্তি চিররুদ্ধ হয় যদি তবু রাজী আছি ।

মুহূর্তের পটে যদি একবার দ্যাখা দিয়ে যাও
তারপর দিনভর রাতভর অন্ধ হ'তে পারি
দোজখের শাস্তিশিখা মেনে নিতে কী আপত্তি আছে
তোমার নামের রেখা আঁকো যদি বুকের জখমে
বিনা উচ্চারণে মনে তোমারই নামের নাদ, নবী—
প্রভুপ্রশংসিত তুমি প্রেমমূল প্রেমিক মনের ।

অ চি ন ব স ত

লাগলো বুকে কোন সাগরের হাওয়া
ঢেউ তোলা মেঘ
তুললো আবেগ
খুললো খুশীর মুক্ত আসা যাওয়া ।

উড়াল এবার দূর অচিনের বাঁকে
পাখির মতোন
মন উচাটন
বাধার আড়াল আর কি সামনে থাকে?

মাটির গন্ধ থাক পিছনের ডাঙায়
সফর এবার
অচিন পাথার
ঢেউয়ের পাহাড় শংকা ও ভয় রাঙায় ।

জীবন মরণ এক বরাবর ক'রে
ফিরবো না আর
এই দুনিয়ার
কোনো কোণেই বিষ-মমতার ঘরে ।

সাত সাগরে এবার আসল আবাস
ঝড়ের আকাশ
ঘূর্ণি বাতাস
ফোটায় বজ্রে কোন্ গোলাপের সুবাস?

আর কোনোদিন হয়তো হবেনা ফেরা
প'ড়েছে নোঙর
ঢেউয়ের ভিতর
অচিন বসত অকূল সাগর ঘেরা—

ম গ্ন তা র অ বি না শী বী র

ওই অনলায়নেই যাবো আমি
আমাকে ফেরাতে চাও ক্যানো
হে নিসর্গ নক্ষত্র নদী নাগরিক নগ্ন নিষ্ঠুরতা
আমাকে রেখোনা মনে আর
ওপারেই যাবো আমি
বাধাবিদ্ধ ক'রোনা আমাকে ।
এখানে বেদনা শুধু আকারের প্রতি পরিধিতে
এ নশ্বরিত পরিক্রমণ জুড়ে
নামেনা এমন বৃষ্টি
বর্ষণে ঘর্ষণে যার ভিজে ওঠে মনের জমিন ।
জ্বলে তুর ইশকের প্রেমপুষ্প যে অনলে জ্বলে
তার শিখাগামী আমি
আমাকে ফেরাতে চাও ক্যানো?
যাযাবর যাত্রী কাঁদে যামিনীর প্রতি বন্দী যামে
সত্তার কপাটে ঠোকে
শৃঙ্খলিত চেতনার শির-
নীড় নয় ভীড় নয় আকাশের আসক্তিও নয়
এবার নিয়েছি আমি সে অচিন অনলের পথ
যার প্রান্তরেখা শেষে হেসে ওঠে শিশিরের নিশি
আমাকে আড়াল করো ক্যানো
হে প্রবৃত্তি- হে পৃথিবী-সুহৃদ স্বজন
আমিতো শিখেছি সেই অলৌকিক ওড়ার নিয়ম
এমন পাখির মতো যার নেই আশ্রয় কোনো
বৃক্ষনীড়ে নীলাকাশে কিংবা কোনো প্রান্তরের ঘাসে ।
যাবো আমি নিশ্চিত যাবো
আমাকে থামাতে চাও ক্যানো
নৈসর্গিক জনারণ্য মমতার বিষভেজা ছুরি;
এবার আমার পালে লেগেছে যে ব্যাকুল বাতাস ।
ওপারেই যাবো আমি

ওপারে প্রেমিক দল ভারি
তাঁদের পায়ের চিহ্ন অনুজের বুকে আঁকে ছাপ
দৃষ্টি শ্রুতি অনুভব মুছে যায় চিহ্নহীনতায় ।
ওই অনলায়নেই যাবো আমি
যেখানে আগুন হয় অবিকল পিপাসার পানি
পিপাসার পানি হয় তৃষ্ণার অনন্ত দহন
সে দুঃখের সুখাঘাতে চাই শান্তি শ্রান্তিহীনতার
পথ ছেড়ে দাঁড়াও আমার
হে পৃথিবী পরিজন স্বজন কুজন
হে সসীম গন্ধ রূপ বর্ণ বিভ্রান্তির
আমার আমাকে আমি দ্যাখো
দিয়েছি নতুন নাম— মগ্নতার অবিনাশী বীর ।

এ কো ন বা জা র

এক জায়গায় গিয়ে মিলে গ্যাছে অবশ্যই
অন্ধকার এবং আলোক
সকল পাখির দল মনে হয় সেখানেই বুঝি
পেয়েছিলো প্রথম পালক
সে সূচনায় যেতে হ'লে পাঠ ক'রে নিতে হবে
নিসর্গের সকল আয়াত
দিতে হবে ঐকান্তিক সমাহিত মননের মূলে
জীবনের সকল হায়াত
তাৎক্ষণিকতার তটে ভিড়ে আছে যতো জড় তরী
তেজারত সেখানে কোথায়
বৈভবের বুক থেকে প্রবাহিত যতো নষ্ট নদী
সবগুলো কাঁদে হতাশায়
অতএব হে মানুষ যাবে নাকি গোপন গুহায়
যে আঁধারে প্রথম ঝলক
জ্ব'লেছিলো বাণীরূপে তারপর কালচক্ষুকোণে
পড়ে নাই মুহূর্ত পলক
জ্ঞানের দিবস শেষে রাতে নেমে এলে কালো প্রেম
তারা জ্বলে হাজার হাজার
কৃষ্ণ শুক্ল সব পক্ষ জ্ব'লে নিভে পুনরায় জ্ব'লে
ব'লে ওঠে, এ কোন্ বাজার!

বা গা নে র স ং বা দ

ভুল পুষ্প ফুটে আছে এ বাগানে হাজার হাজার
দু' একটি ব্যতিক্রম বাদে সব ফুল নির্ভুল ভুল
মূল মুখ না দেখেই সৌন্দর্যের বসায় বাজার
কুসুম-কৃষকদল ভুলে যায় অনড় ওকূল ।
সামান্য এগিয়ে গিয়ে কেউ কেউ করে সমর্পণ
আবেগে আহত কেউ, কেউ কেউ মেধার পূজারী
নিরপেক্ষ কাল নাকি ক্ষণবাদীদের দুশমন
কোনো মহাজন গায় প্রদোষিত প্রকৃতির জারী ।

শ্রম কাম ঘাম নাম সবক্ষেত্রে একই পরিণাম
প্রতিবেদকের মতো উড়ু উড়ু একি আচরণ
নিজের নিবাস ভেঙে যার যাত্রা চলে অবিরাম
সেরকম কবি কই যার বাক্যে অমর জীবন?
নভজ নিলীমা মাখা বিশ্বাসের চাষাবাদে কই
ফসলের বর্ণগন্ধ প্রেমতপ্ত সাগর অথই?

ভাঙনের শব্দ

দৃষ্টিগুলো দূরের দিকেই প্রসারিত সকলের
চোখের অর্থও তাই— সামনে তাকাও ।
দ্রষ্টব্যের বিপরীতে চোখ নেই অন্ধ মানুষের
দূরের দূরত্ব নিয়ে মোটামুটি দ্যাখার বলয়
নেই কি নিকটের দিকে দূরত্বের দুর্বিনীত বাধা
নিরালোকে আলো নেই অন্তরের অবয়ব নেই-
কে ব'লেছে এরকম? জরাগ্রস্ত জড়জ্ঞানীকুল?
চন্দ্রসূর্য নক্ষত্রেরা অন্যরূপে যে আকাশে জ্বলে
অচেনা পাখির ডানা যে বাতাসে মেঘের মতন
মেলে ধরে বৃষ্টিবাহী সঙ্গীতের সাঁকো
দেখেছে কে সেরকম অপ্রচল বোধের খনন?
দ্যাখাদেখি দূরের দিকেই
অন্তরের দূর বুঝি নেই
নিজেকে না খুঁজেই ক্যানো বৃত্তের বিস্তারে মন দিলে
কখন তাকাবে তুমি কেন্দ্রমূলে চোখ তুলে
আপন সত্তার স্রোতে মাঝি হবে সওদাগর হবে?
প্রতর্কপ্রবণতা দ্যাখো ডুবে যাচ্ছে কালের কর্দমে
নয়ন তরণী তবু পাবে নাকি প্রত্যুষের পাল?
হে মানুষ তোমার তটে ভাঙে কতো জলের অতল
বসন্ত বাতাস কতো বিশ্বাসের ঢেউ তোলে চোখে
অন্ধ হও বন্ধ করো প্রচলিত দ্যাখার নিয়ম
সম্মুখে পশ্চাতে নয় কিংবা বামে দক্ষিণেও নয়
অস্তিত্বের অতলে দ্যাখো কী সুন্দর দুর্নিরীক্ষ্য দ্যুতি
প্রেমে পোড়া পঙ্‌ক্তি কতো বুকে আনে রাতের শিশির
নন্দিত ব্যথার তোড়ে ভেঙে যায় খ্যাতির শরীর-

ন ভ জ নি ল য় থে কে

প্রবৃত্তির প্ররোচনা মেনে নিয়ে যখন মানুষ
জীবন্ত লাশের মতো নিষ্ফলতা নদীস্রোতে ভাসে
তখন ফোটাতে পারে কোন্ কবি জীবন বচন
যদিনা অন্তর তার অনন্তের মর্মমূল হয় ।
কী বিশাল জটিলতা মিশে আছে মনের অসীমে
কোন কবি বুঝেছে সে রহস্যের অরণ্ডীন মানে
মাটি বৃক্ষ পুষ্প ফল সাগর আকাশ নীল নদী
কাঁপে কার নিরাকার অতুলিত শৃঙ্খলার হাতে!

বাতাসের বিপরীতে হাজার তারার মেলা কই
অশ্রুর আনন্দে ক্যানো লেগে আছে জিঘাংসার ছুরি
ছেঁড়া মেঘে মাখা আছে অবিশ্বাসী বৃষ্টির বিপদ
অন্তিমে প্রেরিত যিনি শোনো তাঁর সরল কথন-
আল্লাহ ছাড়া প্রভু নেই মোহাম্মদ তাঁহার রসূল
এ স্রোতেই অক্ষয়তা প্রত্যুষের প্রকৃতি হ'য়েছে ।

আ ত তা য়ী ন দী

তুমিও সন্ত্রাসী হ'লে হে প্রমত্তা অতীতের
পানিশূন্যতার অস্ত্রে কে সাজালো তোমার শরীর?
আততায়ী নদী তুমি
কাফের উজান থেকে শিখে এলে অসাম্যের নীতি
শস্যহীনতার রক্তে ঢেকে দিলে বিশ্বাসিত বাঙলার মাটি
বিষিত বাতাসে ভারী ক'রে দিলে অন্নদর্পী মানুষের গৃহ
কেড়ে নিলে পলিঋদ্ধ আউশের সবুজ বিস্তার
তাড়ালে জরিনাদের শহরের নষ্টরাজ্যে
বস্তিবিদ্ধ বন্যতায় মিছিলের আবশ্যিক বোধে ।
তোমার তীরের বুকে কর্মতীর্থ গ'ড়েছিলো যারা
বালির বিশাল ঢেউয়ে ভেসে ভেসে সে জনতাজোট
এখন আশ্রয়হীন নাগরিক নগ্ন উপহাসে ।
বাছেত শেখের দল খোয়া ভাঙে, ভুলে যায়
লাউলতা ছাওয়া গৃহ বাছুরের পরিচর্যা গঞ্জগামী পাড়ি
ইলিশের মরশুম জেলে নৌকা নতুন চরের পাট ধান
শিশুদের মক্তব কাশবন মাছরাঙা পাখি
বিপুল স্রোতের পরে পানিহীন অপেক্ষার স্মৃতি ।
হে হন্তারক নদী, আততায়ী, সন্ত্রাসের অজলিত দেহ
হাজার চরের হাড়ে হাহাকার ক্যানো মেনে নিলে?
তোমার গোপন অস্থি ঢেকে দিতে জলের যৌবনে
প্রতিবাদী মানুষেরা যদি হয় অজেয় মিছিল
তখন তুমি কি ফের এ মাটির জীবন হবেনা?

কি ছু দূ র পা শা পা শি হাঁ টি

হতাশার হাত ধ'রেই হাঁটাহাটি ক'রতে হ'চ্ছে আজকাল
স্বপ্নের প্রান্তরে এখন লাগাতার ভূমিধস
বাজেটের বিরসতা দ্রব্যমূল্য মৌমাছির হুল
স্বজনদের খোঁজ খবর নেয়ার ইচ্ছেটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার
স্বদেশেই জ্ব'লছে আগুন
দূর দেশের দিকে আর কখন তাকাবো?
অতঃপর কী উপায় আর
তাবৎ নদীর পানি পৃথিবীর পুরনো দু'চোখেই হ'চ্ছে জমা।
এ আমার দ্যাখারই দোষ
নাহলে ক্যানো শাদা কালো সকল মানুষ
একই সমান্তরালে আসে চোখের সীমায়
ক্যানো বলে মন মুখ সকলেই স্বজন আমার
ক্যানো চিৎকার করি সাবধান সাবধান
এক হও এককত্বে একই প্রেমে হও চিহ্নহীন
অক্ষরপূজারী যতো উন্নাসিক জ্ঞানীদেরে ক্যানো
বার বার ব'লে যাই
জ্ঞানের প্রেমের মূল অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবী।
সেই একই সূচনার রঙ
সেই একই রক্ত মাংস নিয়ে দু'দিকে ক্যানো যে যাত্রা—
তীক্ষ্ম তীব্র চেতনারা শেষে এসে অবসাদে মেশে
নিষ্ফলতার শীর্ষ তুষারিত হতাশায় ভাসে
আপাততঃ এ-ই আছে— অশৃঙ্খল অদীপিত রাত।
হতাশার হাত ধ'রেই হাঁটাহাটি ক'রতে হ'চ্ছে আজকাল
তাই ভালো— কিছুদূর হতাশারই পাশাপাশি হাঁটি
হাহাকারের হাতে হাত রাখি অপেক্ষায় নতুন আশার।

ন গ্ন নী ল ফু ল

কখনো প্রান্তর ছাড়ি পুনর্বার কখনো কানন
কখনো বিদ্যুৎ হই মেঘাশ্রয়ে, কখনো শিশির
ঝড়ের ঝলকরেখা পুরোপুরি মুছে দিতে গিয়ে
কখনো আকাশ আনি কৃষ্ণনীল গভীর নিশির ।
চোখের দিঘীতে জ্বেলে টলমল শ্রাবণের জল
কখনো এগিয়ে যাই অজানিত বহ্নিমানতায়
সাজাই অঙ্গারখণ্ড কুসুমের শরীরের 'পরে
রোদেল পথের বুকে সব অগ্নি তৃণ হ'য়ে যায় ।
কালের নীরব স্রোতে মুহুর্মুহু অনিশ্চিত খেয়া
দুর্বার যাত্রার টানে নিরন্তর ওঠে দুলে দুলে
নাক্ষত্রিক চিহ্নঘেরা দ্যুতিদগ্ধ দিশাহীন পাড়ি
অচেনার কাছাকাছি অবশেষে ভিড়ে যায় ভুলে ।
রাতের চূড়ান্ত নামই অনাবিল আলোকিত দিন
কাঁটার হৃদয়ে ফোটে ভালোবাসা ভেজা নীল ফুল—
যার স্রোত বহমান নিরবধি অবিরাম লয়ে
সে নদীই খুঁজে পায় সাফল্যের সাগর অকূল ।
তাই ছিঁড়ি জড়চিহ্ন যাত্রা করি পিপাসার দিকে
ক্রমশঃ পেরিয়ে যাই তপ্তহিম সব বসবাস
অস্তিত্বের কালো রঙ ডুবে গ্যালে মহামগ্নতায়
শুনি অন্তর্লোক জুড়ে নগ্ন নীল ফুলের বিলাপ ।

আ বা র ভা সা ও না ও

আবার ভাসাও নাও হাই তোলে নিয়মী জীবন
অনিশ্চয়তার স্রোতে ভাসে ওই অলৌকিক পাল
সীমানার কূলে ভাঙে অসীমের জোয়ার মাতাল
ফেনিল সলিলে নীলে বেজে ওঠে বাতাসের বন ।
পদ্মপরিকীর্ণ বিলে কেঁদে ওঠে রাতের ডাহুক
কী ক'রে ঘুমায় বলো অনিকেত প্রেমিকের চোখ
আহত হৃদয়ে যবে দোলে দূর সফরের সুখ
বেনামী বসন্তে ফোটে আনন্দের আহত আলোক ।

ভাসাও আবার তরী তন্দ্রা রাখো গৃহের গতরে
কতোকাল হেলা ক'রে হ'য়ে আছো বিশ্রামের ধোঁকা
প্রান্তর পাহাড় নদী নিশাকাশ জ্ব'লে পুড়ে মরে
তারা জ্বলা রাতে কতো খুলে যায় দ্যুতির ঝরোকা
কদরের রাত কতো হয় কালো কালের কাফন
রক্তিত হৃদয়ে তবু বেজে চলে কিসের কাঁপন?

অ ন লা র ণ্যে কে

কে? কে তুমি এ অনলে চলো
নির্বিকার পথরেখা এঁকে যাও শ্রমের সমাজে
কালো আগুনের অমা ভেদ ক'রে বঙ্গমৃত্তিকায়
গড়ে তোলো দ্যুতির সড়ক
বাবেলের বহ্নিমূলে শিশিরের শান্তিস্রোতধারা
এনেছিলো যে নায়ক
এতোদিন পরে বুঝি হ'লে তুমি তাঁহার অনুগ?
বিশ্বাসের মর্মব্যথা গেঁথে দিতে বঙ্গের বাতাসে
শব্দবৃক্ষরোপণের তাই বুঝি পক্ষে কথা বলো
শব্দের শরীর থেকে মুছে দিতে চাও বুঝি তাই
বিবর্ণ জীবনচিহ্ন পতনের সুখদ বিকার-
তাই কি তুলেছো অন্য চন্দ্রনাও হিমেল নিশীথে
অগণিত অগ্নিনদে, অনলারণ্যে, অগ্নি বসবাসে
অচেনা শিশির নিয়ে ডাহুকের গোপন ডানায়
হিজলে শিমুলে দোলে বিষমাখা বাতাসের ছুরি
ভাসমান মানুষেরা দীর্ঘশ্বাসে ভারী হ'য়ে ওঠে
অবিশ্বাসী রক্তস্রোতে মজ্জমান মুখর সমাজ
কষ্টের কুসুম হ'য়ে এ আগুনে কী নিয়মে বাঁচো?
দোয়েলের দ্যাখা নেই মন অরণ্যে
আদিগন্ত বহ্নিমান আগুনের জ্বলন্ত বাগান
তুমিই শিশির শুধু শব্দপত্রে—
অক্ষরেরা শৃঙ্খলিত চিরায়ত দম্ভোক্তির মতো
পত্রপুষ্পবিবর্জিত বৃক্ষপুঞ্জে লেলিহান শিখা
ত্রাণছাপ রেখে যাও কী নিশ্চিন্তে দহনের বনে—
চোখের আড়াল হ'লে একদিন বহ্নিচিহ্ন নিয়ে
আবার কখনো কেউ হ'তে পারে হয়তো বাবেল—
এ আশায় বুক বেঁধে চলো
কে? কে তুমি অনলে চলো—

অ ক্ষ ম তা

আজ যে জোয়ার বড়ো, শেষ রাতে জাগালে হঠাৎ
ভাটিরোগে এতোদিন ভুগে
নিয়ে এলে বিবাগী জোয়ার
হে অচেনা অনিকেত! বলো— ভালো আছো?
শব্দশ্রম দিই ব'লে
মাঝে মাঝে এরকম এসে
দিয়ে যাও নান্দনিক নাড়া
আনো কোন্ অশ্রুসিক্ত দীপের দহন।
অর্ধ ঘুমে অর্ধজাগরণে
চেতনার বেলাভূমি অক্ষরের বানের তলায়
ডুবে যায় ডুবে ডুবে যায়
নয়নের খিল খুলে
নেমে আসে পরোক্ষ প্রপাত
কঠিন শিলার সাথে ভেসে যায়
তরলিত তীক্ষ্ণ প্রস্তরণ।
জানোতো আমার বাস তন্দ্রাশ্রয়ে
নিদ্রা সেতো মৃত্যুবৃত্তবাসী
বুকের মোহনা দ্যাখো একাকার বৈভবের মতো
ধ'রে আছে গীতল অতল।
শেষ রাতে জাগালে হঠাৎ
আঁধার জোয়ার জলে
তোমার বুকের ছাঁচে মিলে যায় এরকম বাণী
কোথা পাই অসঞ্চয়ী শব্দকর্মী হ'য়ে।
তোমার জোয়ারে ফোটে কর্দমাক্ত নক্ষত্রের ফুল
ওদিকে আকাশে ওঠে অরণ্যানী, মাটি
আলোর অধিক অমা ছায়াস্রোতে ভেঙে ভেঙে পড়ে—
শেষ রাতে জাগালে হঠাৎ
শেখালে নতুন ক'রে হে কবিতা
অক্ষমতা শব্দের বানান।

ন দী গু লো

শাদার সাম্রাজ্য নিয়ে কাশবন নদীর কোমরে
বিশাল কলস হ'য়ে আছে
ছলকে ওঠে শাদা নীর এলোমেলো বাতাসের সাথে
বাঁকা নদী ব'য়ে যায়
বাঙলার বিপুল লীলায়
শরতের কাছাকাছি শীতারম্ভে নীল জলধারা
বিশীর্ণ শরীর নিয়ে ধীর পায়ে ফিরে যায় গৃহে
য্যানো নারী নৈসর্গিক সংসারিণী বঙ্গবক্ষাধারে ।
হাজার পালের ফুল সে-ও শাদা
তেজারতি মানুষের নাও
গঞ্জের গতর থেকে তুলে আনে আয়ের আরাম—
শ্বেতাভ বকের ঝাঁক পানি পাড়ি দিয়ে উড়ে যায়
নতুন চরের দিকে-
মাছরাঙা পাখিরা রিজিক
খুঁজে ফিরে ঢেউ তোলা স্রোতে
পানকৌড়ি চখাচখি চ'লে যায় কাশের আড়ালে
বাতাসের বুক চিরে আঁকে ডানা চলমান চিল
ফেনা জমে শ্বেতশুভ্র পানি ভাঙা তটের সীমায়
শাদা মেঘ ছায়া ফ্যালে মাঝে মাঝে রোদে রেখে পিঠ
হাজার নদীর ছন্দে ভ'রে ওঠে বঙ্গের বৈভব ।
নদীদের কাছে চলো
নদীগুলো অবিকল বিশ্বাসের বেদনার মতো—
কালস্রোতে ভেসে যায় পেছনের ধূসর উজান
তিষ্ঠ কবি স্মৃতিতটে
বয় দ্যাখো প্রেমস্রোত নিরন্তর দরবেশের দেশে ।

দে শ

আনন্দটা তুলে নাও যন্ত্রণাটা থাক
দরোজাটা বন্ধ থাক খুলে রাখো জানালা জীবন
যাবোনা কোথাও আমি এদেশেই মাটির আড়াল
আমার অদৃষ্ট হোক এরকমই বুকের বচন
নির্মেঘ আকাশ দেখি কখনো জলাভ মেঘমালা
চাঁদের উজান ভাটি শিউলিঝরা রাতের রোদন
তারা ঘেরা ছায়াপথ কোটি কোটি দ্যুতির নিশীথ
সবুজ শ্রমের মাঠ খোয়া ভাঙা শহরের রুজি
মনের গোপনে কাঁদে পদ্মা কিংবা তিতাসের তীর ।
নদীর নিশ্বাস বয় অসহায় খাড়া পাড় ঘেঁষে
হিজল শিমুল শাল আম জাম কড়ই কাঁঠাল
অনন্য অরণ্য ধন্য কার জন্য এ মাটির মায়া!
মায়ের আদর স্নেহ এ ভূখণ্ডে এতোই বিপুল
কোথায় বুবুর বাড়ী বায়না ধরে স্নেহের অনুজ
ধলা গাই দুধ দিলে মনে পড়ে সাকিনার কথা
ক'টা আম থাক গাছে শহরালী যদি ফিরে ঈদে
কুটিরের তট ঘেঁষে ভাঙে নিত্য মমতার নদী
এশিয়ার মর্ম য্যানো নবীমগ্ন এই বঙ্গদেশ
এ ভূমির বিশ্বাসীরা মেঘ হয় খরার আকাশে
শালিকের ঝাঁক হয় হেমন্তের শস্যশূন্য মাঠে
উত্তরের হাওয়া হয় নেমে এলে শীতের শিশির
খোরাকীর স্বল্পতায় প্রার্থী হয় তোমার দয়ার
এ মৃত্তিকা সৃজিত যদি তোমা হাতে তবে ক্যানো আর
অন্য কোনোখানে যাবো ডাহুকেরা ডাকেনাকি হেথা?

বিষণ্ন বৃক্ষের অনুযোগ

বলো আমি নই কিনা বিষণ্ন বৃক্ষের মতো একা
অসবুজ আমার পাতায়
বিচ্ছেদী বাতাস ভাঙে— ভেঙে ভেঙে শূন্য শান্ত হয়
রোদ রাত্রি ব'য়ে যায় পালাক্রমে ধূসর শরীরে
কখনো সখনো বৃষ্টি শিশিরের শীতায়িত ছোঁয়া
ধোয়ায় ভেজায় দেহ ইচ্ছেমতো প্রকৃতি নীতিতে
জ্বলে নীল চন্দ্রালোক নিরালম্ব বক্ষদীপাধারে।
বৃন্তচ্যুত ফল পড়ে অক্ষরের মাটিতে তখন
যখন অবোধ্য দোলা ব'য়ে যায় পাতায় পাতায়
প্রহত পঙ্‌ক্তির লাশ জমা হয় কবিতার পাশে
কিছু গন্ধ কিছু রূপ কিছু কিছু আর্ত বক্ষবাণী
বাণীর কাঁপন নিয়ে আসে।
বলো আমি আছি কিনা বৃক্ষের মতোন অনড়
এখানে হাজার লীলা কোন দেশে যাবো বলো আর
বিপুল মানবস্রোতে চলে চাষী হালাল মজুর
মিলাদের রেশ শেষে চোখ মোছে কতোযে মানুষ
পিতার দুলালী নারী নাইয়রের নাও নিয়ে যায়
ধানক্ষেতে হাওয়া দোলে দূরে কাঁদে সাঁঝের আজান—
শতেক বকের ঝাঁক পানিউড়ি চখাচখি চিল
কাঁঠাল হিজল বন মেঘময় কাছের আকাশ
আমাকে ক'রেছে দ্যাখো শিকড়িত বৃক্ষের মতো।
আমার বিষণ্ন প্রেমে বিস্ময়েরা বাতাসের মতো
রোদে রাত্রে আন্দোলিত হয়
পত্র পুষ্প ফল নিয়ে অক্ষরেরা মাঝে মাঝে কাঁদে।
এ বিষণ্ন বৃক্ষটিরে ক্যানো তুমি কবি হ'তে দিলে
ক্যানোইবা বানালে তাকে বক্ষধ্বনি বাঙলাদেশের।

জা নি এ ক জ ন ই

বৃ থা
ক বি তা
এবং জীবন জন্ম মৃত্যু শ্রুতি ও সৃষ্টি ।
ক থা
মৌ ন তা
খোলা নভোপথে অচেনা লীলার শূন্য দৃষ্টি ।
সু খ
অ সু খ
মূল সীমানায় মুছে গিয়ে থামে এক পরিণামে ।
শা দা
অ শা দা
কালস্রোতে মিশে নিরাশায় দোলে নিয়তির নামে ।
ভ য়
বিস্ম য়
ললাটের লিপি লেখা হ'য়েছিলো সেই কবে য্যানো
ক ভু
ম রু ভূ
লু হাওয়ার শেষে এনেছিলো বুঝি মরুদ্যান কোনো ।
ক্যা নো
ই কো নো
বলপেন তবু হরফ জ্বালায় অযথা কাগজে?
মা পা
শি রো পা
পেলে লাভ কিবা অবিশ্বাস যদি মন ও মগজে ।
গো ড়া
অ জোড়া
বুঝলেই যদি জড়যাত্রা তবে থামাও ভ্রষ্ট—
জা নি
এ ক জ ন ই
নিতে পারে কিনে ত্রুটিভরা এই বুকের কষ্ট ।

বি রা ন ব্ব ই

এখন বৃষ্টি ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই আমাদের
দেশটা পুড়ে যাচ্ছে
দাবদাহজাত অস্বস্তিতে ঝ'লসে যাচ্ছে গ্রাম জনপদ শহর
বঙ্গবাসীদের মুখ মরুভূমি মরুভূমি লাগে
ব'য়ে যাচ্ছে বালিঝড় একটানা
এবারও সুরাহা হয়নি ফারাক্কার ব্যাপারটা
পদ্মার পানিপ্রবাহ অনিশ্চিত আগের মতোই
তিনিনি তো এক ঘাতক গোশ্রেষ্ঠকে সামলাতেই বেসামাল
রূপচর্চা না দেশশাসন? কোন্‌টা?

দেশটাতে বৃষ্টি হবে কখন?
মেঘগুলো আর পছন্দ করেনা মনে হয় দেশীয় আকাশ
কখনো হঠাৎ জড়ো হ'লেও খণ্ড খণ্ড ছেঁড়া ছেঁড়া
শতসংখ্যক রাজনৈতিক দলেরা য্যামন চ্যাঁচায় মিছিলে খণ্ড খণ্ড
একাকার হওয়ার শক্তি মাটিতে আকাশে কোনোখানে নেই
মেহেরজান বিবি দুধের বাচ্চাটা নিয়ে বাপের বাড়িতেই
পড়ে থাকে। মাঝ্‌রাতে চাপা স্বরে কাঁদে—
যৌতুকের দুঃস্বপ্নেরা তাড়া করে যখন তখন
আধভাঙা নাওটা যে মেরামত ক'রবে
সে মুরোদটুকুও নেই অছিমুদ্দি মাঝির— উপোস করে
বউবেটিরা। কাজ খুঁজে খুঁজে হন্যে হয় মইজুদ্দি
হামরা বুঝি আর বাঁচমুনা বাহে-দ্যাশে ভাত নাই
রাজধানীতে বেড়ে চলে অন্নসন্ধানী মানুষের ভিড়
এরই মধ্যে চ'লছে অর্ধদিবস, সকাল সন্ধ্যা, লাগাতার
কতো কিসিমের যে হরতাল
দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দয়াগঞ্জ বাজারে সবজি বেচা
বন্ধ ক'রে দ্যায় রজবালীরা—
কলকারখানায় লুটপাট, চিৎকার, দুনিয়ার মজদুর এক হও
আদমজীতে ছাঁটাই— সর্বস্বান্ত হ'য়ে ফিরে আসছে

তাইওয়ান প্রবাসীরা— অনেক সংবাদই ছাপা হ'চ্ছে আজকাল
কোথায় কতো একর জমিতে পুড়ে গ্যালো ফসলের চারা
উৎপাদন ঘাটতির মোটামুটি পরিসংখ্যান দেশবাসী জানে
এই যে খরার চুলায় উলটা পালটা ক'রে ভাজা হ'চ্ছে
দেশটাকে— এর শেষ কোথায়?
সামনে দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে আসছে শীত, শরত
আর হেমন্তের হাহাকার, পোড়া মাঠ— জঠরের খরাতপ্ত ক্ষুধা
কার পাপে পুড়ছে স্বদেশ?
বলোহে বক্তৃতাব্যবসায়ী যতো স্বৈরাচারী গণচারী
মিথ্যাবাদী মওদুদীর দল—

এখন বৃষ্টি ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই আমাদের
চাই বৃষ্টি জান ও মালের নিরাপত্তার মতো
চাই বৃষ্টি শিশুদের মিছিলের মতো
চাই বৃষ্টি ধানের গন্ধের মতো প্রাণের ছন্দের মতো
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি— এরকম গানের মতো
বিশ্বাসিত বুক জুড়ে বৃষ্টিরই বাসনা এখন।

হা ল চি ত্র

নষ্ট মেঘের আনাগোনা আকাশ জুড়ে
বৃষ্টিবিহীন সারাটা দিন যাচ্ছে পুড়ে
গণতান্ত্রিক ঘোল খাওয়াচ্ছে নেত্রী নেতা
রাতের খুনী নাচছে এখন দিন দুপুরে ।

রক্ত য্যানো সস্তা কোনো পুরির হোটেল
বঙ্গবাসীর জীবন জোড়া টুরিষ্ট মোটেল
দেশোদ্ধারে মন দিয়েছে ঘাতক দালাল
সংসারীরা অনিশ্চিতির একতা মেল ।

কে ব'লেছে সোনার বাঙলা গোনায় পোড়ে
হাজার হুজুর ওয়াজ করে লোভের মোড়ে
ব্যবসাপাতি ধর্ম নিয়ে হয়না নাকি
ভাসতে থাকা ধর্মসভার স্রোতের তোড়ে ।

ঘুষখোরদের ঠ্যালায় প'ড়ে সৎ কেরানি
খাচ্ছে ভালোই বাজারদরের ঘোলাপানি
হাসপাতালের লাশের পাশে হাজার ক্লিনিক
শিক্ষালয়ে সন্ত্রাসীদের চোখ রাঙানী ।

হেডলাইনে বউবেটিদের খারাপ খবর
চান্দাবাজী আতশবাজী এক বরাবর
বিউটিশিয়ান স্বপ্নে কমায় সিষ্টেম লস
ককটেল খেল দেখছে পুলিশ নিত্য প্রহর ।

নদীর মধ্যে বুড়ো আঙুল-নষ্টচড়া
বাড়ছে কবির শতেক গোষ্ঠী শব্দেমরা
বুদ্ধিবেপারীদের মাথা ব্যাঙের ছাতা
এইতো দেশের আসল জামা ইস্ত্রি করা ।

আ কা শে র ছা য়া

হয়তো আকাশই বুঝি, কমপক্ষে প্রতিবিম্ব তার—
আকাশেরই । শুয়ে আছি মৃত্তিকায় আঁখি নভমুখী
বিভাবরী, বিষণ্নতা মস্তকের উপাধান য্যানো
প্রহরের পাশাপাশি আমি জড় আরেক প্রহর ।
ও আকাশ! দিনে তুমি হ'য়ে থাকো শুধুই আকাশ
রাতে হও বৈভবিত নক্ষত্রের কম্পমান শোভা
চাঁদের হলুদ হ'য়ে চোখে নামো কখনো কখনো
ছায়া আঁকো রহস্যের নয়নের নগ্ন আয়নায়
আবছা কুয়াশা হও ছায়াপথে বিশাল বিস্ময়ে
আর কী কী হও বলো, জিজ্ঞাসার শরীর শুধায় ।
যাপিত যামিনীগুলো পুস্তকের পৃষ্ঠা হ'য়ে আছে
কোন অধ্যায়ে কী বিষয়, কে রেখেছে তাহার হিসেব?
চোখে ছবি আকাশের বুকে তবে কোথাকার ছায়া
চোখের সরণী তাই বুকে এসে বাসা কী বেঁধেছে?
শায়িত মাঠের বুকে নৈঃশব্দ্যের নিশীথ যখন
কবির শরীর হয়, মনে জ্বলে মনের আকাশ
অশাব্দিক অসীমতা শব্দকল্পে কাঁদেকি তখন
রিক্ততার তৃণপত্রে জমা হ'লে অচিন শিশির ।
আমাকে আকাশ বলো কমপক্ষে নভছায়া বলো
অক্ষরের অন্তে দ্যাখো অনায়ত্ত অনন্তের স্বাদ
মাঝে মাঝে মেঘমালা ভেসে যায় আমার ছায়ায়
এঁকে যায় কবিতার ক্ষতচিত্র অনন্ত ধারায় ।

নী ল চো খ

নীলাভ নিসর্গঘেরা পদ্মা মেঘনা যমুনার পাড়ে
যদিও আমার বাস, পালে লাগে তোমার পায়ের
কোমল অমল হাওয়া— বয় শিষ্ট বিশ্বাসের নাও
সময়ের স্রোতে ভিজে এভাবেই জীবন বেঁধেছি ।
লাউয়ের মাচার পাশে চাল ঝাড়ে এদেশের নারী
ভাতারের ভাত বাড়ে কোলে নিয়ে দুধচোষা শিশু
মিনারে আজান হ'লে কেশ ঢাকে শাড়ীর আঁচলে
মাটিতে বিছিয়ে পাটি মগ্ন হয় তোমার বিধানে ।
ভাষায় আশায় কিংবা গঞ্জগামী তেজারতি নায়
হাটের বৃষভ যানে কিংবা নীল ফসলের ক্ষেতে
সরল শ্রমের ঘামে যে গোপন প্রেমের প্লাবন
ভাসায় বঙ্গের প্রাণ তার কথা হয়নিতো বলা ।
এ আমারই জন্মভূমি মানচিত্র মদীনামথিত
বাহিরে নদীর নীর শ্রাবণের বৃষ্টিবাহী মেঘ
ভিতরে তুরের তৃষা মরুভূর নীলাভ আকাশ
প্রস্তরিত দ্যুতিকেন্দ্র পৃথিবীর প্রথম আলয় ।
তোমার পায়ের ছায়া সুবিস্তৃত সৃষ্টিসীমা জুড়ে
দোয়েল শালিক বক বানমগ্ন হাজার হাওর
বাঁশের বাগান পদ্ম চখাচখি শাপলা ডাহুক
তোমারই কদম থেকে তুলে আনে প্রেমের নিয়ম ।
তোমারই কারণে আছি মাটি পানি মানুষের সাথে
শ্রমসাম্যে এক প্রেমে বেঁধে তুমি দিয়েছো যখন
অনন্তের দেশে ডাকো প্রবাসী আবাস শেষ কবে
অপেক্ষায় কাল যায় নিসর্গের নীল চোখ কাঁদে ।

অরঙিন আর্তনাদ

অনেক রঙের ঢেউ ভেঙে গ্যালে চোখের ডাঙায়
অবশেষে এক রঙ লেগে থাকে দৃষ্টিতট জুড়ে
এক এক জনের দ্যাখা ভিন্ন ভিন্ন মোড়ের মতন
বিভিন্ন বারান্দা তাই মানুষের বিভিন্ন গৃহের ।
রঙরোগাশ্রিত চোখে জ্বলে নিত্য হাজার ঝলক
নেই নিরাময় নেই নিসর্গের নগ্ন সম্মোহনে—
তোমার ক্যামন রঙ এমতন প্রশ্ন করি যদি
রসূল মুসার মতো অন্য কোনো ক্লান্ত কোহেতুরে

শ্রুতির সীমানা সাড়া পায় নাই পাবেনা কখনো
শুধু নিরুপায় সাধ অন্বেষণে মাথা কুটে মরে ।
নিসর্গগ্রন্থের পাঠে কতোদিন দৃষ্টিবিদ্ধ হবো
অমেয় অপেক্ষাগুলো মানেনা যে সময় শাসন
'কী উপায় কী উপায়' নিরুপায় আর্তনাদ কাঁদে
রক্তের রহস্যে নাচে অরঙিন অচিন অনল ।

আ হ ত নী র ব তা

তোমার কথা ব'লবো ব'লে যেই দাঁড়ালাম
সকল ভাষা হারিয়ে গ্যালো সেই নিমেষেই
অক্ষমতার শূন্য নিলয় ভ'রলো ব্যথায়
আশায় জ্বেলে নিষ্ফলতা সেই নিমেষেই ।

তোমার বাণীর জন্য স্মৃতি যেই জাগালাম
শোনার সূত্র ছিন্ন হ'লো সেই সময়েই
ক্যামন করে শুনবো তোমার গোপন বচন
জীবন হ'লো মৃত্যুনিথর এই জীবনেই ।

তোমার পথে চ'লবো ব'লে পা বাড়ালাম
মরুর আগুন লাগলো পায়ে সেই সময়েই
পথ হারানো পথের মাঝে উঠলো রোদন
পথের রেখা মিলিয়ে গ্যালো চলার আগেই ।

তোমার বদন দেখবো ব'লে যেই তাকালাম
দৃষ্টিপাতে নামলো নিশীথ এক নিমেষেই
ভাঙলো মনের দেখতে চাওয়ার ইচ্ছেগুলো
ঝ'রলো চোখের তরল নদী সেই নিমেষেই ।

তোমার প্রেমে জ্ব'লবো ব'লে যেই পোড়ালাম
গোপন অয়ন মলিন বসন গভীর রোদন
ডুকরে উঠে রাতের ডাহুক মনের জলায়
তুললো স্রোতের নীরব জখম সেই নিমেষেই ।

স বু জ গ ম্বু জে যি নি

নিশ্চল নিথর দেহ
শুয়ে আছো মরার মতোন
অথচ তোমার মনে হ'চ্ছে তুমি চ'লছো—
মনে হ'চ্ছে পেরিয়েছো দীর্ঘ পথ প্রজ্ঞার
সাফল্যের স্বেদস্রোতে ভাসিয়েছো সুখের তরণী
জড়তটে ভিড়িয়েছো তেজারতি বৈভবের বোঝা
তবুও জানোনা তুমি জীবনের প্রাকৃতিক পাড়ে
তোমার অথর্ব সত্তা শুয়ে আছে লাশের মতোন।
বায়বীয় স্বপ্নচর্চা প্রবৃত্তির পোড়া গন্ধ হ'য়ে
বাতাস ক'রেছে ভারি
নিদ্রাপ্রতারণা দোলে স্বেচ্ছাঅন্ধ চোখের পাতায়
তবু তুমি তৃপ্ত দেখি শূন্যতার নষ্ট অধিকারে।
হে সভ্যতা ব্যভিচারী
বিশ শতকের বুকে নিয়ে এলে জখ্মি জীবন
কী নামে তোমাকে ডাকি– আততায়ী? আত্মঅত্যাচারী?
অবাঞ্ছিত বিষবৃক্ষ, তোমার শাখায়
ধাড়ি ধাড়ি বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে
নষ্ট কবি দার্শনিক পেণ্টাগনি বিজ্ঞানীর দল
এবং প্রযুক্তিবিদ হন্তারক বুদ্ধিবিক্রেতারা।
তোমাকে থামতে ব'লবো? ক্যানো?
তুমিতো থেমেই আছো, শুয়ে আছো মরার মতোন
দুঃস্বপ্নকে স্বপ্ন ভেবে জড়তাকে প্রাণচিহ্ন ভেবে
আপন আগুনে পুড়ে ক'রে যাচ্ছো আত্মার হনন
জনতার। তোমাকে বলবো, জাগো। ক্যানো?
তুমিতো জেগেই আছো ইচ্ছাঘুম আবরণে ঢেকে—
জানোনাকি ত্রাণপাত্রে ছ'লকে ওঠে কার, বেশুমার
প্রেম প্রজ্ঞা আস্থাচার নিষ্কলুষ আসল নিবাস—
তোমার চোখের ঘোর নিরর্গল ক'রে দ্যাখো দেখি
সবুজ গম্বুজে যিনি তাঁর চেয়ে কে বেশী আপন?

অ দৃ ষ্ট

একাংশ উড়ন্ত পাখি ওড়ে অন্য অনীল আকাশে
দুর্নিরীক্ষ্য মেঘমালা মাঝে মাঝে তার পাশে ভাসে
অন্য অংশ মায়ামাটি কর্মযজ্ঞ সাংসারিক তাপ
এই নিয়ে ইতিহাসে জ'মে ওঠে বিশাল প্রতাপ
ভিতর বাহির যার অনায়ত্ত সম্পদের মতো
প্রবল পতন নিয়ে নিরন্তর নগ্ন যুদ্ধরত
মানুষ কখন তুমি পেয়েছিলে স্বস্তিস্নাত সুখ
দেখেছিলে একসাথে আকাশ মাটির মূল মুখ

এ তোমার অদৃষ্টের অমামগ্ন আলোর লিখন
সকল কারণ করো অকারণ যখন তখন
সংসারের মর্মে আনো অশস্যের ব্যতিক্রমি ঢল
একান্ত গোপনে রাখো যন্ত্রণার নভজ ফসল
রোদনের দীপ জ্বেলে দ্যাখো দূর অনন্তের পথ
মাটিতে যদিও নীড় তবু তুমি অচিন কপোত ।

চ লো যা ই

পরোক্ষ প্রহরে যাই চলো
চলো যাই সময়ের ভাঁজের ভিতর
কলকোলাহল নিয়ে প'ড়ে থাক নষ্ট মানবতা
নিসর্গের আর্তনাদে শ্রুতিস্মৃতি হ'লো ভারাতুর
আনবিক সবকিছু মানবিক বুকের বদলে
শুশ্রূষা চিকিৎসা তার ব্যবস্থার কোন্ পত্রে আছে
চলো যাই খুঁজে পেতে দেখি সে ঠিকানা ।
ছাড়ো কোলাহল চলো ডুবে যাই মগ্নতার মূলে
ভিতরে বাহিরে খরা
যুথবদ্ধ পঙ্গপাল পয়মাল ক'রেছে সকল
সংসারের বিরল ফসল ।
ফাটলের প্রশাখারা বেড়ে চলে মনের মাটিতে
আকাশের কোন্ কোণে কাঁপে
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন চলমান মেঘের মহিমা
চলোনা ওড়াই ফের নিরিন্দ্রিয় হৃদয়ার্তি
প্রার্থনার ভঙ্গিতে ফোটাই
দশটি কমলশিখা দু'হাতের
নিসর্গশরীর থেকে মুছে যাক হলাহল- ক্লান্ত কোলাহল ।
চলো যাই জনান্তিকে পরোক্ষ প্রবাসে চলো যাই
অতল জীবন থেকে চলো আনি পিপাসার পানি
শূন্য বুকে ব'য়ে আনি চলো— অনন্ত নির্ঝরধ্বনি
বহমান বিশ্বাসের বাণী ।

ন ড় লো চো খে র প ল ক

খুললে আবার এ কোন সুখের সড়ক
সব কবিতায় চ'লছে যখন মড়ক
কোন্ কূজনে আনলে এমন সকাল
যার ঝলকে খুললো দু'চোখ স্বকাল
ধাতব জীবন হ'চ্ছে যখন নাপাক
পুষ্প যখন ঝ'রলো ঝড়ে বেবাক
কোন্ সাহসের বলে শত্রু সেনার
রাখলে তপ্ত হৃদয় বেচা কেনার
এমন আঘাত, এই পৃথিবীর বাসায়
আনলে উড়াল সব পাখিদের আশায় ।
ঢাললে সবুজ সকল শুদ্ধ সুখের
জ্বাললে আগুন বাঙলাদেশের বুকের
ঘষলে ইমান বাম পাঁজরের খাঁচায়
যার আদলে বিশ্বাসীদল বাঁচায়
সকল রোদন সব বেদনার পতন
দূর আকাশের মূল জীবনের মতন
খুঁড়লে শরীর সকল ভরাট নদীর
জলের জোয়ার উঠলো হ'য়ে অধীর
স্রোতের মিছিল কোন্ কবিতার ভেলায়
মুক্ত বুকের মগ্ন সফর মেলায়
তোমার কথায় কোন্ জীবনের ঝলক
সব মানুষের নড়লো চোখের পলক ।

জী ব ন বি ধা ন ব ল ছি

সেই অভয়ারণ্য আমি নিসর্গের নিরাপদ সীমা
শিষ্ট শান্ত সরোবর বরাবর শব্দহীন স্বরে
করি করাঘাত কালে সময়ের সকল প্রহরে
কানে নয় জ্ঞানে নয় শুধু বুকে বসাই বসতি
গড়ি লোকালয় শুদ্ধ নির্ভার চিরন্তনতার
আমাকে আঘাত করে দুর্বিনীত বিরোধী যে জন
প্রতিঘাতে সেই হয় প্রিয়জন আপন স্বজন
শুধু উদাসীন যারা অনাগ্রহী হৃদয়বিহীন
কক্ষচ্যুত ব্যর্থতার গ্লানি শুধু তাদের কপালে
এমন অরণ্য আমি সুবাসিত এমন কানন
এমন অভয় আমি প্রদীপিত এমন আলয়
এমন সাগর জল পিপাসার এমন সলিল
প্রেমের জ্ঞানের পথ জ্যোতির্ময় এমনই দলিল ।
এখানে উন্মুক্ত দ্বার বাতায়ন সকল তোরণ
যে চায় যখন চায় আগমন সহজ অবাধ
হেরা হ'তে কতো পথে বিজয়ের অনড় শপথে
কাটালাম কতো কাল তবু আমি কালাতীত রীতি
আমাতে আবাস চাও আমি আলো এমন নবীর
যার বিবরণ দিতে নত হয় সারা পৃথিবীর
খ্যাত কবি বাগ্মীকুল বলে শুধু দরূদ সালাম—
নক্ষত্রে নজর রাখো খোঁজো ত্রুটি নভ-নির্মাণের
গ্রহ গ্রহান্তর দ্যাখো আকাশ পৃথিবী দ্যাখো
দ্যাখো রাত্রি দ্যাখো দিন পরস্পর ক্যামন বিলীন
সুপ্তির চাদর ছেড়ে উঠে বসো পাতো মন শোনো
সমস্ত নিসর্গ জুড়ে অবিরাম কিসের জিকির?

সা ক্ষী না মা

নিসর্গের কাছাকাছি আসি-পুনরায় ।
পুরনো মাটির ঘরে, পেট্রোলের পোড়া গন্ধে
প্রাত্যহিক শ্রমব্যস্ততায়
আবার আরাম খুঁজে মরি
শিশু জায়া স্বজনেরা
ফিরে আসে চোখের সীমায় ।
ঋতুপরিক্রমার মতো এভাবেই ফিরে ফিরে এসে
ভাঁজ ক'রে রেখে দিই বয়সের ধূসর চাদর
আয়ুর আকাশ থেকে
একান্ত গোপনে ঝ'রে যায়
নক্ষত্রের ক্ষতচিহ্ন রোদে কিংবা শিশিরের সাথে ।
ঝ'রে যায় সব মুদ্রা রোজগারের
সবুজ মাঠের ঢেউ ঝ'রে যায়
ঝ'রে যায় একে একে
প্রতারক মন্ত্রীপাড়া সন্ত্রাসন গণতন্ত্রায়ন
ঝ'রে যায় মেধাযুদ্ধ মানুষের বুকের ক্ষরণ ।
আকাশে ওড়ার স্বপ্নে কর্তব্যের কঠিন মায়ায়
এভাবেই যাওয়া আসা নিয়ে
পথের রহস্য হ'য়ে ফুটি
বাঙলাদেশের বুকে বঙ্গাকাশে ফিরে আসি ফিরে যাই—
ব্যথিত ফুলের ভার শিউলিঝরা রাতের আঁধার
চন্দ্রায়িত নক্ষত্রতা পিপাসিত অন্তরের তল
বেত বন বাঁকা নদী ভাঙা ভোর ভোরের ক্ষরণ
সমস্ত পেরিয়ে যাই পতনের রাজসাক্ষী হ'য়ে ।
বলো বঙ্গ, বলো বাঙলাদেশ
মাটি ও আকাশ জুড়ে যাওয়া আসা জারি রাখি কিনা?
নিরন্তর শ্রুতি স্মৃতি সত্তায় তাঁদের বুকের শব্দ শুনি কিনা বলো—
যাঁরা ছিলেন বঙ্গবক্ষে বিশ্বাসের প্রথম দীপন ।

ফি রে এ সো

কোথায় হারালে তুমি বলো
শব্দের ঝোপঝাড় অক্ষরের অলিগলি
কোথাও তো নেই তুমি
দৈনিকের সাহিত্যপাতাগুলো আজকাল
তোমার অনুপস্থিতিতেই ভ'রে ওঠে
সংঘের সরণী জোড়া দুর্বোধ্যতা মুন্ডুমাথাহীন
পদ্যপারিষদের দল হরদম তোমাকে তাড়ায়
শতশ্লোগানের ন্যাড়া মাথা চুয়ে
সতত গড়িয়ে পড়ে একান্ত অভোজ্য কিছু তেল-ঘামওয়েল-
তোমার নামেই দ্যাখো আইল্যান্ডে বটমূলে কারা
জন্ম দ্যায় বহুজাতিক শব্দসন্ত্রাসের
পরিত্যক্ত বাবুইয়ের বাসারা য্যামন
উত্তরের বাতাসে দোলে আশ্রয়ের উপহাস হ'য়ে
তোমার কান্তির নামে সেরকমই আবাসের ফাঁকি ।
কোথায় পালালে তুমি বলো
তোমাকে খুঁজতে গিয়ে চ'ষে ফেলি পদ্যপাড়া যতো দেশে আছে
পদ্মার মতোন চড়া পানির বদলে বালিঝড়
মরন্ত বয়াতীর দল কী আনন্দে কাটছে জাবর
কুফরীকলমধারী নূতনেরা দশকদংশিত
চর্বিতচর্বণচর্চা কতোদিন?
তোমাকে না লিখেই দ্যাখো কতোজন কবি হ'য়ে গ্যালো
ফেব্রুয়ারী ফিরে ফিরে হাই তোলে কালের আড়ালে
গোপন দখিনা হাওয়া বিশ্বাসের ব'য়ে যায় রোজ
পদ্যকষ্টে পোড়ে প্রাণ এ মাটির কতোকাল থেকে
ফিরে এসো হে কবিতা ভেঙে ফ্যালো প্রতীক্ষার পাড়
ফিরে এসো পুষ্প হ'য়ে মেঘ হ'য়ে বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন হ'য়ে...

সা রা ক্ষ ণ স ফ রে ই আ ছি

আমার তো যাওয়া হয় না কোথাও
যাওয়া হয় না মানে প্রচলিত যাওয়ার মতো
যাওয়া নয় আমার, অথচ দ্যাখো
বিরাম-বিশ্রামহীন আমি সারাক্ষণ সফরেই আছি।
গন্তব্যের উল্টো পথে দ্রষ্টব্যের উল্টো পিঠ ধ'রে
জাগতিক যন্ত্রণার আনন্দের মূলোচ্ছেদ ক'রে
দ্যাখো আমি যাচ্ছি ঠিক তোমার তালাশে।
দূরত্বের দিকে নয় নৈকট্যের দুর্নিরীক্ষ্য দিকে
যে পবিত্র অভিসার সেতো শুধু আমার আমার
হয়তো নিকটে আমি আমার ছায়ার
তার চেয়েও তুমি কাছাকাছি।
বাহিরের শেষ আছে, অন্তরের পথ অন্তহীন
সে বাহির পথ ছেড়ে শুধুমাত্র তোমাকেই পেতে
ছেড়েছি নিশ্চিত সুখ, ভুলে গ্যাছি নিজের নিশানা।
আমার তাই যাওয়া হ'লো না কোনোখানে
যাওয়া হ'লোনা মানে সেরকম যাওয়া হ'লোনা
য্যামন মানুষ যায় কতোখানে যায়
যশ-শীর্ষে, সুখের সামগ্রী ভরা সুসজ্জিত গৃহে
যেদিকে দৃষ্টিতে আসে স্বচ্ছ সচ্ছলতা
সেদিকেই যাত্রা করে মানুষের সহজ মিছিল।
ভাটির স্রোতের মতো সবার সফর—
আমি ভাঙি প্রতিকূল ঢেউয়ের আঘাত
আমি ভাঙি আমার উজান।
সত্তার দেয়াল ভাঙি প্রেমাঘাতে
চুর্ণ হ'য়ে ছুটে আসি পূর্ণ হ'তে হে আমার প্রভু
আমি চাই দগ্ধ পরিত্রাণ।
আমারতো যাওয়া হ'লো না কোনোখানে
যাওয়া হ'লোনা মানে যাওয়ার মতো যাওয়া হ'লো না
অথচ দ্যাখো, বিরাম-বিশ্রামহীন আমি
সারাক্ষণ সফরেই আছি।

বাঙলার মতো

অভাবী সংসারই ভালো
শব্দসম্রাটেরা দ্যাখো কী বিপুল অপচয়কারী
অনটনেই টনটন থাকে সংসার
পিপাসার পরিমিত পানি
থাকে কি কখনো কোনো অযথার্থ প্লাবনের তলে?
শব্দের মজুর এক পদ্যপাড়ে বেঁধে আছে ঘর
বাঙলার। বানের আঘাতে তার কতোবার ভেঙেছে ঠিকানা
ভয়াল আষাঢ় শেষে শ্রাবণের অতিবৃষ্টি শেষে
আবার তাহার ডেরা শরতের নদীর কিনারে
প্রাকৃতিক আলো হ'য়ে ফোটে–
বার বার বারংবার বাঙলার ঋতুর বলয়ে
শ্রমজীবী বিশ্বাসীর মতো বসবাসে
আবার জাগিয়ে তোলে মনশূন্যে তারার ঝলক।
সম্পন্ন পদ্যের পাড়া থেকে
একান্ত অপদ্যজাত সবকটি অবহেলা নিয়ে
বঙ্গজ শ্রুতির সূত্রে গেঁথে তোলে বাণীর বাগান।
শ্রুতি দৃষ্টি জুড়ে তার সজিনার ফুল ভরা ডাল
চালতা কদম বৃক্ষ সরিষার মাঠের হলুদ
বাঁধা কপি শান্ত দিঘী পুঁই মাচা গরুর রাখাল
প্রত্যয়ের চিহ্ন হ'য়ে ভাসে।
এ নিসর্গে কৃতজ্ঞতা হ'য়ে
অনন্ত তরণী তার এভাবেই বঙ্গের নোঙর
আপাতত বুকে নিয়ে আছে।
মাঝে মাঝে শব্দদোলা মৌনতার দুয়ার নাড়ায়
শব্দের সম্রাট যারা বিচারের দন্ডহস্তধারী
বাক্যের বিচারে যদি ভুল ক'রে দণ্ডদানই করো
ব'লো কিন্তু স্বল্পশব্দী এ বিশ্বাসী বাঙলারই মতো।

স ম র্পি ত শ ব্দ মা লা

চলো নদীর কাছে যাই
স্রোতের ছন্দে সব নদীদের গায়ে
ছ'লকে ওঠে কার স্মরণের মিছিল
বলো, অদ্যাখা যে তিনিই মহান মানি ।

চলো চাঁদের কাছে যাই
চলো জ্যোৎস্নাধোয়া তারায় চক্ষু রাখি
উঠোন চিরি আকাশ পারের গাঁয়ের
খুলি খণ্ডিত সব সীমার মলিন দুয়ার ।

চলো রাতের কাছে যাই
অন্ধকারের কোন রকমের মানে
তাঁর স্মরণের শিশির নিয়ে ঘুমায়
হিম পৃথিবীর বুকের বিশাল মাঠে ।

চলো দিনের কাছে ফিরি
কাজের কঠিন শিলার ভাঁজে ভাঁজে
মরুর মতোন রোদের ঝলক নিয়ে
তাঁর নিয়মেই শ্রমের আদল আঁকি ।

চলো সকল সীমায় উড়ি
নীল নিবাসে নীলের শূন্যে মিলাই
সকল অন্ত অন্তবিহীনতার
বলো, গোপন বুকে তাঁর বিরহেই জ্বলি ।

চলো জীবনগ্রন্থ খুলি
অবুঝ মনের সকল জখম লেখায়
দাগ দিয়ে যাই লাল কলমের টানে
বলো, সমর্পণের সমান কিছুই নাই ।

জ ল ও অ ন ল ভ রা আঁ খি

কপোত ভেঙেছো কতো পথ
পাখনায় হিম শিম হাওয়া
গতি বুঝি হ'য়ে এলো শ্লথ
তবু দূরে যাওয়া আর যাওয়া—

অনেক আগেই মনে হয়
মেপেছিলে সকল আকাশ
তবু ক্যানো ডানার বলয়
শূন্যতায় করে চাষবাস—

প্রেমশস্য প্রেমের ফসল
এরই নাম তাহলে কি পাওয়া
এরই জন্যে ভুলেছো সকল
শান্ত নীড় দুঃখ ব্যথা ছাওয়া?

কপোত উড়েছো কতো নীলে
কোন্ আকাশের নীল নেশা
নিয়ে বুকে এ উড়াল দিলে
শেখালে আসল মেলামেশা ।

এ নশ্বরে বাঁধো নাই নীড়
চেয়েছিলে অনশ্বর তাঁকে
বুঝেছিলে শুধুই নিবিড়
প্রেম থাকে অনন্তের বাঁকে ।

কে তোমাকে ক'রেছে এমন
আরাম-বিরামহীন পাখি
দিয়েছে এ জীবন ক্যামন
জল ও অনল ভরা আঁখি ।

নীড়ে তার নীল ঢেউ

প্র হ রা ন্ত রি ত প্রা ন্ত রে

এখন দিগন্ত দেখি
ধানক্ষেতে বেনোজল বৃক্ষবুকে পত্রোল্লাস তার সাথে ঝিঁঝিঁর সমাজ
উপরে আকাশ আর উড়ন্ত মেঘের মাতামাতি
এখন এসবই দেখি
গ্রন্থগন্ধ মুছে গ্যাছে
মস্তকের শূন্য তাকে জমে আছে পাথুরে আরাম।
এখন দিগন্তে দেখি তাজা ভোর লাল অস্তাচল
প্রহরান্তরিত প্রান্তরে এ আমার পৃথক প্রবাস।
কবেকার বাল্যবেলা ক্ষয়ে ধুয়ে নুয়ে আছে
স্মৃতিতিথিতটরেখাতলে—
জাগাতে চাইনা আর মাতৃস্মৃতি শিমূলতলীর
ঘাসে ঘাসে ঢেকে যাক আজিমপুরে পিতার কবর
আহত অতীত নিয়ে আমি আর দয়ার্দ্র হবোনা
অনিশ্চয়তাই চাই
শোক সুখ অনন্তেই মানি।
এখন দৃষ্টির দাগে দীর্ণ করি দিকচক্রবাল
ব্যথার নতুন লয়ে এভাবেই সময় চলেছে
রোদনের রাত্রি হয়ে প্রসারিত প্রান্তরের বুকে।
এইতো সেদিনও ছিলো নগরিত নষ্ট অধিবাস
কোলাহল হুটোপুটি যন্ত্রতপ্ত বাধ্যগত শ্বাস
এখন দিগন্ত দেখি দিগন্তের দিকচিহ্ন দেখি
বঙ্গদেশী চক্ষু হয়ে
অচেনা পাখির ঝাঁকে ধানক্ষেতে কদম ছায়ায়।
দূরে দীপ রাত হলে স্বপ্নশোকে মিটি মিটি জ্বলে
আমার বুকের মাঠ ভ'রে যায় ব্যথার হাওয়ায়।
দিগন্তের সম্মোহন আমাকে আবার যদি খোলে
সে নেশায় বিদ্যাবুদ্ধি বইপত্র বন্দী করে হ'য়েছি অসাড়
দৃষ্টিতে দিগন্ত দোলে নিরুত্তর নয়ন নিথর।

প্রা র্থি ত আ র্তি

আমার একটিই কষ্ট জানো তুমি
তোমার জ্ঞানের রেখা ঘিরে আছে অন্তে অনন্তে সবখানে
আমার অদৃষ্টে দিয়ে এই একটি কষ্টের আঁচড়
বলেছো 'মানুষই শ্রেষ্ঠ' অন্য কেউ নয়।
শ্রেষ্ঠ বটে তবু দেখি আনন্দের দায়ভাগে
জড়ো হয়ে আছে সব বৃক্ষরাজি প্রান্তর
পাখি ও পতঙ্গের দল আকাশের সকল তারকা।
মেঘ বৃষ্টি বজ্র ঝড় সিন্ধুস্রোত নির্ঝরিণী নদী—
আকাশ পৃথিবী আর নিসর্গের এপিঠ ওপিঠ
তোমারই নামের নাদে মোহাবিষ্ট জিকির হয়েছে।
বলেছো মানুষই শ্রেষ্ঠ তাই বুঝি বুকে
এনেছো এমন কষ্ট অনারোগ্য বিরহের মতো।
আমার জানার আগে প্রার্থনারও আগে
পরিয়েছো অনুকম্পা-জখমের বিবাগী পোশাক
জানো তুমি তৃপ্তি খুঁজে কোনোদিনও আমরা পাবোনা।
সবাকে নির্বাকে বাঁকে প্রজ্ঞাপিঠে প্রচেষ্টার পেটে—
ঘুরে ফিরে দেখি তাই একটিই আহত আওয়াজ
আর্তনাদে বিচূর্ণিত নিরন্তর নিরুপায় স্বর—
দ্যাখা দাও— দ্যাখা দিবে কবে?

আমার এই একটিই কষ্ট, নষ্ট য্যানো না হয় কখনো।

নি স র্গো ত্ত র নৈঃ শ ব্দ্যে র দি কে

নিসর্গও তলিয়ে যায় নৈঃশব্দ্যের নায়ের মতোন
এমনও সময় আছে যখন
হাঁক ডাক ভুলে যায়
নিশি জাগা ঝিঁঝিঁর সমাজ
একটিও ঝরে না পাতা কাঁঠালের
একটিও পড়ে না পাপড়ি কামিনীর গন্ধরাজের
শিরশির সুনিশির শিশিরেরো শব্দ থেমে যায়
ম্লান চাঁদ নিভে যায়
শূন্যতায় শান্ত হয় নক্ষত্রের মিটি মিটি আভা
জেগে ওঠে অন্য এক বিস্ময়ের নিরাকার দীপ
যেখানে যায় না আলো
অন্ধকারও ভুলে যায় পথ
শুধুই বিস্ময়বোধ অস্তিত্বের মূলে ঝুলে থাকে
বাক্য বন্ধ শব্দ অন্ধ কবিতাও ধোঁয়া হয়ে যায়
তখন রোদন নিয়ে
আমি হই অক্ষমতা
বোধের ওধার থেকে দেখি
জলের বিভক্তি বেয়ে নির্বিকার পাড়ি দেয় কারা
কারা তোলে ভারাভারা মরুময় মোহন কুসুম?

নিসর্গ নৈঃশব্দ্য হয়
শূন্যতাও সরে সরে যায়
আমি চলি মূল নীলে নিসর্গোত্তর নৈঃশব্দ্যের দিকে ।

বা য়ু ভ রা নি শী থে র পা ল

বায়ুভরা রাতের বাদামে
ঢাকা ছিলো বুধবার রাত, গত রাত!
সাঁঝরাত মাঝরাত নিশিরাত—
এভাবেই সারারাত ঝোড়ো হাওয়া
ঘুমকে ক'রেছে নষ্ট
দিয়ে অন্য সবিষণ্ন বাতাসের বিবাগী দাপট
যতই বেড়েছে রাত
ততই ফুলেছে পাল নিশীথের
তারই সাথে বসবাস অমাবৃত পূর্ণ চরাচর
আছাড় খেয়েছে বার বার
বেদনার বিপুল বলয়ে
চুরমার হ'য়েছে ভেঙে নশ্বরিত মোহের মাস্তুল
অনিশ্চয়তার তোড়ে দুলেছে বোধের তরী
নিয়ে পাল নিশীথের
অলৌকিক ক্ষ্যাপা বায়ু ভরা।
শোঁ শোঁ শাঁ শাঁ শব্দ ভেঙে
সাঁঝরাতে মাঝরাতে
নিশিরাতে গতকাল রাতে—
শিখিয়েছে নিখুঁত পঠন
অনন্তের। বলোহে মানুষ বলো নিসর্গিত নিনির্বাণ কবি
তুমিও কি একদিন এরকম বিষাদ হবে না
নিঃশ্বাসের অন্তিম তটে
নিরুপায় নিশীথের মতো—
বায়ু ভরা পাল তুমি। হাল নও। মহাকাল নও।

জ ল ছ বি

সব কিছু বলা হয় নাই
তাই
আষাঢ়ের এ নিশীথে ধরেছি কলম
প্রাচীন ক্ষতের বুকে যদি এ মলম
আনে উপশম । কিছু কথা বাঁধা পড়ে যায়
অঝোর ধারার সাথে এ রাতের সিক্ত কবিতায়
জানি নিরাময় নাই বাক্যবন্ধে
বাণী ছন্দে
পুরনো পিপাসা সেই পিপাসাই র'য়ে যাবে শেষে
গদ্যগাত্রে বারে বারে এসে
কেটে যাবে দিন
বিষাদের স্বাদ হবে বক্ষের অনল অচিন
বারে বারে বৃত্তাকারে
চারিধারে
ছড়াবে বেদনাবোধ কূলছাড়া তরীর মতোন
মগ্নতায় মিশে যাবে অনুত্তীর্ণ সকল কথন
বঙ্গবৃন্তে ভরসার বাণী
অসীম বরষা হয়ে আমি কবি পুনরায় আনি
শ্রাবণ আসার আগে মূল কথা বলা যদি যেতো
অন্তরের বৃক্ষ যদি আরো কিছু ডালপালা পেতো
এইতো হয়েছি দ্যাখো অনন্তের সুষ্ঠু যোগাযোগ
ভুলে গেছি শোক
হয়ে আছি হু হু করা হাওয়া ভরা বনের বিজন
বৃষ্টিপাতে কেঁদে ওঠে অশ্রুছোঁয়া কিসের কূজন
জেগে আছো? কবি—
সত্যিকার নাকি স্বপ্ন— এযে দেখি ছবি । জলছবি ।

প্র য়ো জ নী য় সা ন্ত্ব না

আবার শহরে আসি । আসতেই হয়
ঘাসের ঘুমন্ত রাজ্য যে প্রান্তরে শুয়ে থাকে রোদে
হু হু হাওয়া বয়ে যায় শালিকের ঝাঁক উড়ে যায়
সন্ধ্যা থেকে সারারাত পুবে জ্বলে মিটিমিটি বাতি
পেরিয়ে প্রহর কালো নিশীথের শেষ সীমানায়
শাদা ভোর নেমে আসে আমাদের আপন ডেরায়
নিসর্গিত সে সাগর ছেড়ে এসে মাছের মতোন
উঠেছি নাটোর প্রেসে তপ্ততার ধাতব ডাঙায়
কাজের কঠিন চাকা না ঘোরালে মতিঝিলে এসে
সংসারের নিত্যকার উনুনের কী উপায় হবে
থাকনা কচুরীপানা রাজহাঁস চোখের আড়ালে
আপাতত কর্মী হও ছুটি শেষে যাবেতো চলেই ।
ঘামে ভেজা পরিধেয় খুলে রেখে হবেই শীতল
বাঙলার বুকের ঘ্রাণ রেখেছোতো তোমার ঘরেই ।

অ ক্ষ রে র প রে র অ ক্ষ র

দ্যাখোনা আমাকে ভেঙে কতোবার সহজে ছুঁয়েছি
অচেনা অজানা ঢেউ নীলোত্তীর্ণ নভের মতন
নিয়েছি নিস্তব্ধতা তুলে ক্ষ'য়ে যাওয়া বুকের ডাঙায়
আমাকে কাঁদায় কাল নির্ধারিত বিকাল সকাল ।

দ্যাখোনা কীভাবে এঁকে পুনঃ মুছি প্রেমের প্রহার
ব্যথা ও বিস্ময় নিয়ে অক্ষরের শরীর সাজাই
আমি উপকূল নীল অসীমতা যেখানে ভেঙেছে
বেদনাবাহিত বাণী আমি আনি যতোটুকু জানি ।

আমাকে ক'রেছো বুঝি বাঙলাদেশী বুকের সমান
আমার কলমে তাই কলমিলতা কাঁঠালের কথা
ভাদ্রের ভরা নদী চরাঞ্চলে কাশের নিরালা
আমার সত্তার সাথে এক বস্ত্রে সময় কাটায় ।

কবে কোন কেয়াবন মুকুলিত আমের কানন
মাতাল লেবুর ফুল ধানকেশে সিঁথি কাটা পথ
আখক্ষেত অড়োহর পানিফল পানের বরজ
আমাকে দিয়েছে ছুঁড়ে কালকণ্ঠে আশংকার স্রোতে ।

শিশির নিশির চোখে এঁকে রাখে শোকের কাজল
পদ্মভরা পুষ্করিণী মেলে ধরে পুস্তকের পাতা
পাঠ করে সমকাল পিঠ রেখে মহা-ইতিহাসে
স্বাক্ষরের শেষে নামে অক্ষরের পরের অক্ষর ।

ন দী

অস্থিরতা পেরিয়েছি, আমি এখন
নিরপেক্ষ নদীর মতোন ।
দু'কূলে মৃত্তিকা নিয়ে ফসলের অন্তঃসত্ত্বা নিয়ে
ব'য়ে চলি নিরবধি
আগামী অতীত চিহ্ন হ'য়ে–
অখণ্ড অম্বর দ্যাখো মুখ দ্যাখে আমার তরলে
নিসর্গের নীতিমালা কার্যকর করেছি বলেই
আমার স্রোতের ধ্বনি উজানে অ-উজানে সবখানে ।
মেঘ বৃষ্টি ঘূর্নিঝড় অস্তাচল উদয়ের ঢল
একই সাথে নামে নীল নিরুদ্বিগ্ন ঢেউয়ের মাথায়-
ভাঙে পানি কল্লোলিত ক্ষরণে রোদনে ক্ষণে ক্ষণে ।
পলির বিস্তার বাড়ে দু'কূলের তৃষিত মাটিতে
নিরপেক্ষ নদী চলে ভেঙে ফেলে সকল আকার ।
এখন সবার আমি সকলের আপন স্বজন
আমাতে আঘাত করো ভাগ করো যতই শরীর
অবিভক্ত জলগতি জীবনের মতোই নিটোল ।
অস্থিরতা চারিধারে অচঞ্চল আমার অক্ষর
নদী হয়ে বয়ে যায় মানুষের চরাচর চিরে–
দিকের দীপিত দিন মহাকালে মলিন বিলীন
নিরপেক্ষ নদী দ্যাখো ঋতুত্তোর রুমাল ওড়ায়—

ব য়ে যা ও বি বা গী বা তা স

বাতাস বন্ধ হয়োনা
তোমারই আবৃত্তি শুনি আজ
পড়ে থাক সকল কবিতা
বন্ধ বই খুলবোনা শব্দ বাক্য অক্ষরেরা থাক
ব্যথিত বুকের কষ্ট অলিখিত ভাষা হতে পারে
একমাত্র তোমার সীমায় ।
সকল উপমা উহ্য হতে পারে
উৎপ্রেক্ষার প্রেক্ষাপটে সে-ও মুছে যেতে পারে
ভেসে যেতে পারে সব ছন্দাছন্দ
অতীত আগামী আর সমসময়ের ।
হু হু হাওয়া বয়ে যাও আজ শুনি তোমার জিকির
এই মহামধ্যজুনে তুমি হলে জলাভ জখম
ধাতব জীবন ঘিরে এনে দিলে স্নাতপুত প্রাণ ।
বন্ধ তুমি হয়োনা বাতাস
তোমারই নেতৃত্বে আজ বৃষ্টি হোক ঝড় হোক
সব লোক জানুক জীবন
কোথা থেকে শুরু হয়ে অনিশ্চিত কোথায় চলেছে ।
যাক । সবই ভেসে যাক
শুধু থাক
ভেজা কাক বৃষ্টিসিক্ত গবাদিপশুরা ।
কদম ফুলের রাজ্য ভিজে যাক
ভিজে যাক জারুল জাম গন্ধরাজ সুপারির সারি ।
আর একটু অধীর হও ওহে হাওয়া
অনিশ্চিতে আমাকে ওড়াও
তোমার সমান হয়ে ক্ষতি আজ করে যাই কিছু
বৈভবের বৈদগ্ধের নিয়মিত অফিস পাড়ার ।

বাতাস বন্ধ হয়োনা
বিবাগী স্বভাবে হয়ে ব্যতিব্যস্ত বয়ে যাও জোরে
দরবেশের দেশে হও এ কবির বক্ষবন্দী কথা
বাঙলার বিষাদ বলো কী নিয়মে অক্ষরিত করি ।

না প্রশ্ন না উত্তর

ক্লান্তির সমস্ত স্বেদ ধুয়ে ফেলি
মেঘে ঢাকা রাত্রি এলে প্রবাসিত বিরল প্রহরে।
জেগে থাকা দৃষ্টি ছুঁয়ে মৃদু মৃদু বৃষ্টিপাত নামে
পুবের জানালা খুলি
মুক্ত করি কখনো দরোজা
অচঞ্চল নিঃসঙ্গতা এমনই বাদল রাতে য্যানো
আমারই বুকের মতো অনন্তের চরাচর হয়
দৃষ্টিতে বৃষ্টির ফোঁটা রহস্যের ঋতুচক্র হয়ে
অচেনা আগল খুলে দ্যায়
বিপন্ন বৈদগ্ধ দেখি বৈভবের অপব্যাখ্যা দেখি
নগ্ন নির্ঝরিণী য্যানো বুক চেরে মেঘলা রাতের
অনন্তের পরমাণু পীতাভ প্রপাত হয়ে নামে—
না প্রশ্ন। না উত্তর। এরকমই জীবনের মানে।
সারাটা বছর ঘামি
চিত্ত চিন্তা তপ্ত হয়ে নিরন্তর আমাকে পোড়ায়
নিসর্গের নীরবতা যুথবদ্ধ সংসারের রীতি
অনড় নিগড় নিয়ে গিলে খায় আয়ুর আহার।
নিশীথের মেঘমালা ঘনঘোর বৃষ্টিপাত হাওয়া
আমাকে নেভাতে পারে শুধু।
নিঃসঙ্গতাই নিসর্গনিয়ম—
জলাভ যামিনী তাই আমাকে অতল থেকে খোলে
সত্তার সীমানা পাড়ে এ প্রবাসে বিরল প্রহরে।

বি মূ র্ত নৃ প তি তু মি

কীযে হও মাঝে মাঝে- বোঝা যায় না ।
ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠো অকারণে
ভিতরে চৌচির হও— না পৃথক প্রদাহ হও
বোঝা যায় না ।
বিমূর্ত বেদনা নিয়ে জন্ম থেকে না জন্মপূর্ব থেকে
তোমারই সত্তার স্রোতে ভেসে ভেসে শেষে
যাত্রা করো অস্পর্শিত অব্যক্ত অতলে
তার বর্ণ গন্ধ রূপ শব্দোত্তর বাণী
বোঝা যায় না ।
তবু কোন নিশিপাশে অসম আঁধারে
বুঝে শুনে গৃহবন্দী হও
শব্দ হও শ্রুতির অতীতে
বোঝা যায় না ।
আঘাত আত্মস্থ ক'রে নিসর্গের নিকট দূরের
বুকের গোপনে আঁকো আশ্চর্যবোধক চিহ্ন
সীমাহীন তুলনাবিহীন—
সহজে গুছিয়ে নাও সময়ের ধ্রুপদী ধরন
মানে তার কোনখানে প্রাণে না অপ্রাণে
বোঝা যায় না ।
শোকের শিশিরে তুমি বিমূর্ততা অবিনশ্বরতার
ক্যানো হও নৃনিলয়ে অবিনাশী দুঃখের অক্ষর
বোঝা যায় না ।
বিমূর্ত নৃপতি তুমি রাজ্যহীন আত্মোত্তীর্ণ দেশে
কীভাবে হয়েছো হাওয়া বর্ণহীন নীলের পালের
বোঝা যায় না ।

আ ড়া ল

একান্ত আড়াল চাই রাত্রি চাই রাতের মতোন
অমাবৃত করে দাও অন্তরের এধার ওধার
ঢেকে দাও অক্ষমতা স্খলন সকল পতন
সীমানার পাপাচারে ভরে গ্যাছে আপন আধার ।

প্রবল আড়াল চাই য্যানো কেউ দ্যাখেনা আমাকে
এমনিতে কুঁকড়ে আছি অনুতাপে সসীমতা পাপে
আমাকে কুয়াশা ক'রে রেখে দাও অনুগ্রহের বাঁকে
প্রেমে ভয়ে সমর্পণে নিরন্তর এ অস্তিত্ব কাঁপে ।

তুমি আমি এই ভালো বাকী সব হোক আবরণ
আকাশ পৃথিবী গ্রহ ভাঁজ করে রেখে দাও দূরে
প্রেমের প্রকৃত ক্ষণে দাও মৃত্যু কাফন দাফন
তোমাকে তাওয়াফ ক'রে ডুবে যাই নিশরীরী নূরে ।

আমাকে আড়াল দাও সীমাহীন তোমার ক্ষমার
আরোগ্যের অভিলাষী আমি প্রভু আমার অমার ।

ত্রি ভু জ শ ত্রু তা

রাত্রি, বাতাস আর নৈঃশব্দ্য
বহু পুরাতন শত্রুতা এদের সঙ্গে
এরা আমার অনেক নিদ্রাকে নিহত করেছে।
বলেছে-ঘুমের জন্য মাটির ভিতরবাড়ীটাই ভালো
এখন বরং জাগো। খোলো জানালা
এবং দরোজা। দাঁড়াও অথবা বসে থাকো
কিংবা শুয়ে শুয়ে গুণতে থাকো
অবোধ্য অনুভবগুলো আর গেঁথে রাখো
অবাক সুতোর মালায় আত্মার আলয়ে।

রাত্রি বলে, দ্যাখো আমি ঋতুভেদে কতোকিছু বলি
অ-আক্ষরিক অভিভাষণে
শিশিরের সংরাগে, কুয়াশার কুণ্ডলিতে
ঘনঘোর মেঘে মেঘে ধান কাটা হয়ে যাওয়া মাঠে
চোখের পাতার ভাঁজে জমা করো আমার আরক।

বায়ু কহে বুনো কোনো কাননের অমসৃণ বাস
আমিইতো বয়ে আনি কৃষ্ণপক্ষে শুক্লপক্ষে
নিশ্বাসে বিশ্বাসে আর নিকষিত নিগুঢ় নিলয়ে
ধীর হই তীর হই চরাচরে চলাচল করি
পাল তুলি রাত্রিস্রোতে অলৌকিক নায়ের মতোন
শ্রুতির সকল পাড়ে এঁকে রাখো আমার নোঙর।

নাদান নৈঃশব্দ্য চায় হয়ে যাই আমিও অবুঝ
প্রথাপিষ্ট প্রজ্ঞাচার ছিন্ন করে মুছে ফেলে সকল প্রলাপ
মগ্নচঞ্চু দিয়ে য্যানো খুঁটে খাই নক্ষত্রের কণা
রহস্যের রক্ত দিয়ে লিখে রাখি বুকের বিলাপ।

তিন শত্রুর ঐকজোট আমাকে পাথর করে রাখে
নগ্ন চোখে মগ্ন মনে ভাঙনের ভিতর পাড়ায়—

এ ই ম ধ্য রা ত্রি প টে

ঘরের চেয়েও ভালো বারান্দার নিথরতা একক নিশীথ
এই বৃষ্টি এই দৃষ্টি সৃষ্টিতত্ত্ব নিঃসঙ্গতা মৃদু মৃদু শীত
চট্টগ্রাম শহরের কোণে 'হুরবাগে' দিনশেষে পুরো এক রাত
আধো ঘুমে জাগরণে বয়ে গ্যালো শুন্‌শান্‌ সময় প্রপাত
মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া শুরু করে নারিকেল গাছের লড়াই
নিঃসঙ্গতা জ্বাল দিয়ে তপ্ত করে অতীতের স্মৃতির কড়াই
দীর্ঘ রোগে ভুগে ভুগে মরে যাবে নওগাঁর লাকীর খশম
এইমতো শংকা নিয়ে খাড়া হয় শরীরের সকল পশম
জড়ো করে দেখি সব জর জর স্মৃতিগুলো ভাসে ডোবে ভাসে
জখমে জখমে হ'য়ে জরাজীর্ণ নিদ্রাহীন নিশীথের পাশে
প্রেমিকজনের মনে সব দুঃখ জমা হয় এ তাদের উপযুক্ত সাজা
বিধবা বোনের ম্লান মুখ ঈদ শেষে শোকাতুর পিতার জানাজা
বাঙলার মনের বৃষ্টি বুকে নিয়ে কাব্য সব হয়েছে কাতর
এই মধ্যরাত্রিপটে খেলা করে বিষণ্নতা জিকিরের বিবাগী আতর ।

আ ত্ম অ তৃ প্তি র খ স ড়া

মুখস্থ করিনি কোনোকিছু
কাগজীলেবুর ফুল বাল্যবেলা রাখালের খেলা
কলমিলতার ঢেউ জননীর শাড়ীর আঁচল
কোনোটাই মুখস্থ নেই
জমা রাখা আছে সব অন্তরস্থ অবস্থান জুড়ে
সকল নিসর্গ আর অনৈসর্গিক অনুভবগুলো
একাকার ক'রে নিয়ে যাই
নিথর নৈঃশব্দ্য ঘেরা আন্তরিক আস্থাশ্রয়ে—
আমাকে আবৃত্তি করে নিসর্গের সকল ঝলক
মেঘ হাওয়া ছাওয়া রাত্রি পৃথিবীর পোড়া পথ
স্বদেশের সকল সড়ক
স্মৃতিরীতি ইতিহাস কাশ বাঁশ কদলী কানন
মুখস্থ করিনি কিছু কোনো কাল ঋতুভরা পাল ।
পিঞ্জরে যদিও বদ্ধ সত্যিকার স্বাধীনতা তবু
আমাতে অবাক হয়ে ওড়ে
কুলায় যদিও কায়া ডানা তবু অপার আকাশ
প্রথাবদ্ধ প্রত্যুষের পালে দোলে আত্মার আহার
সমস্তই সহজে চলে
য্যামন নীরব নদী গতিময় সরল তরল
নিরবধি স্রোতে আঁকে জীবনের অতল আকার ।
মুখস্থ করিনি তাই কোনোটাই
এঁকেছি বুকের বনে ভাঁটফুল পারুল বকুল
সমাজ সংসার গৃহ শিশু পশু প্রাণী
লাউ ঝাউ চামঘাস মাঠ ঘাট ঘরের কপাট
স্বদেশী শব্দের মতো ছায়াঘন শেকড় বাকড় ।
মুখস্থবিলাসী নই আত্মস্থই আমার নিয়ম
ব্যথার পরের ব্যথা এভাবেই ভাঁজ করে রাখি
নীলাকাশে, নিশিরাতে, নৃনিসর্গে, তৃপ্তিহীনতায় ।

হ য়ে আ ছি নী র ব নি থ র

কোনোকিছু রাখি নাই সব হ'য়ে গ্যাছে নীল
অলৌকিক তোমার কদম
আর কিছু বাকী নাই সত্তার সকল সীমা
হয়ে আছে তোমার তিয়াস
অনেক আশার ভিড়ে নিরাকার নীড় জুড়ে
নিরুপায় অসার জীবন
ক্ষণেক ক্ষুধার জন্য ব্যতিব্যস্ত বিপর্যস্ত
হবেনাকো আর কোনোদিন
আমার আঁধার জুড়ে জ্বেলে রেখে ব'সে আছি
প্রতীক্ষার প্রহত প্রদীপ
নিশ্চয় নয়ন হবে পরিপূর্ণ প্রশ্নাকীর্ণ
দীদারের জবাবে জমাট
এখন একক মনে একাকারে অনাকারে
প্রেমভারে অকূল পাথারে
কোনোকিছু ঢাকি নাই অবারিত অমাভারে
হ'য়ে আছি নীরব নিথর ।

বৃষ্টির মানে

কতোরকম করে যে বৃষ্টিপাত হয়
এ প্রান্তরে না এলে কোনোদিন দ্যাখাই হতোনা।
পুকুরে বৃষ্টির তীর বিদ্ধ হলে হাজার হাজার
শুরু হয় হীরের নাচন
দাঁড়িয়ে কতোযে দেখি দক্ষিণের দরোজায়
প্রায় পনেরো ফুট উঁচু ইউক্যালিপটাস গাছ দুটো—
দুটো বড় তার সাথে একশত শিশু মেহগনি।
একটি সজিনা গাছ দেখিয়েছে প্রাথমিক ফুল
মেলেছে নতুন পাতা কড়ইয়ের সেগুনের
বড় হতে চায় দ্রুত সদ্য আনা কৃষ্ণচূড়াটিও।
সব গাছ ভিজে যায় ভিজে যায় নতুন আবাস
ভিজে যায় উঁচুমাথা নারিকেল কিশোরবয়সী।
ছাগলের বাগে পাওয়া থোঁতামুখো ভেণ্ডির বাগানে
একটি বিশাল কাক ভিজছে।
জানালা খুলেই দেখি
একটি নিঃসঙ্গ বক ধানহীন ধানের জমিতে
ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দাঁড়াচ্ছে কখনো
বুঝিবা বুঝতে চায় বৃষ্টির সৃষ্টিতত্ত্ব
এমন বেদনাবহ আনন্দের বিবরণ জানে
এমন কোথায় কে বা কারা?
আঠারো হাজার সৃষ্টি নির্বাক
বৃষ্টির বিশাল ছুরি বাঙলার নিরাকার বুকে
অনন্ত রোদন থেকে ছন্দ নিয়ে বৃষ্টি ঝরে বুঝি
আমাদের চেতনায় বেদনায় ভাবনায় মননের গায়।
তুমিতো অক্ষম কবি। বলো নাই বলতে পারো নাই
নিসর্গের বৃষ্টিপানে আকাশের মেঘজ বলয়ে
সিক্ত হওয়া ছাড়া আর
বোধগম্য বাক্য আছে কিনা।

আঁখির আকাশে মেঘ

তেমন রহস্য নয় গূঢ় কিছু নয়
এ আমার বাঙলার বরষার ব্যথিত বয়ান।
সারাদিন বৃষ্টি শেষে এলো ওই এশার আজান
তবুও বিরতি নেই—
নওগাঁর মেহমান শহরের অতিথিরা
অনেকেই চলে গ্যাছে কাদা বৃষ্টি মাথায় নিয়েই
আসরের কিয়ৎ পরেই
শুধু হাকিমাবাদবাসী জনা কয়
এশার পরেও দ্যাখে বৃষ্টি জল ঝোড়ো হাওয়া
থেমে থেমে বেড়ে বেড়ে যায়।
এখানে জুটেছে কিছু সংসারিত অসংসারী লোক
ছাপোষা গৃহস্থ কিছু দূরদেশী দরবেশ কিছু
ঢাকা কুমিল্লা নোয়াখালী
বঙ্গের উত্তর থেকে বিরামপুর রংপুর জামালপুর
নিকটের মনোহরদী সোনারগাঁ
দিল্লীর মানুষও কিছু এসেছিলো গ্যালো মহফিলে।
মনে হয় যারা নয় বুদ্ধিমান স্রোতের মতোন
তাদেরই মিলনভূমি এ বিরান বিলের উপর
বছর তিনেক ধরে আবাদীর উজানে চলেছে।
মৌনতায় মজ্জমান এরা বুঝি প্রকৃত প্রত্যাশা
হৃদয়ের বংশধর সেই শাদা ত্রাণের সিঁড়ির
কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি ভেঙে ফেলে যারা তুলেছিলো
বিশ্বাসিত বঙ্গের মিনার।
মৌনতার অক্ষরে এরা ফুটিয়েছে বঙ্গবক্ষবাণী
এই ঘোর বরষায় রোদনের ঋতুর ধারায়।
তেমন রহস্য নয় গূঢ় কিছু নয়
বাঙলার বিষণ্ন বৃষ্টি সোজা তবু শিথিল জটিল
বরষার সীমানায় অবিরল অশ্রুপাত দেখে
মেঘে মেঘে ভিজে যায় অপেক্ষিত আঁখির আকাশ।

আ ষা ঢ় স্য অ নু ভ ব নি য়ে

চড়ুই পাখির বাসা ভিজে গ্যাছে
শালিকেরা ছত্রভঙ্গ ফিঙ্গে দোয়েল কেউ নেই
মোরগ উঠেছে ডেকে দুর্যোগের দুস্থ রাতে
পর্যুদস্ত ঘোলা ভোরে
তবু থামে নাই
বিরামবিহীন বৃষ্টি ক্ষিপ্ত হাওয়া কৃষ্ণ মেঘ বিশাল ভয়াল।
বৃষ্টির নির্মম ঘায়ে ম'রে ঝ'রে গ্যাছে
প্রথম জবার ফুল
নিরপরাধ তিনটি গোলাপ
স্থলপদ্মের ঘাড় ভেঙে গ্যাছে হাওয়ার থাপ্পড়ে
থেঁতলে গ্যাছে হলদে ফুল কুমড়ার
এদিক ওদিক হয়ে পড়ে আছে ঘিয়ে রঙা ঢেঁড়স কুসুম
যতিহীন বুনোবৃষ্টি বার বার খেয়েছে আছাড়
দরোজায় জানালায় বারান্দায় কলের তলায়
ঝোড়োবৃষ্টিচিহ্ন নিয়ে
ভিজে গ্যাছে লুনার হেঁশেল।
শিশুরা দাওয়ায় বন্দী
শাসনে শাসনে নাজেহাল
বৃষ্টির বিস্ময় দ্যাখে। কী জানি কী মানে-
আনে। শিশুদের মনের খিলানে।
ভিজে গ্যাছে সব ভিজে গ্যাছে
মাঠের সকল ঘাস মেঠো পথ গরুর গোয়াল
কাঁচা বাজারের গলি সবজিভরা ভ্যানগাড়ী
কসাইয়ের ছেলা গরু, মুদিখানা— সব ভিজে গ্যাছে
শুধু জেগে আছে এক অস্থানীয় অনুভব
সূর্যহীন মরা ভোরে আষাঢ়ের অসীম আকাশে।
তবু কাম্য— বৃষ্টি হোক ঝড় হোক
বিপর্যস্ত হোকনা নিয়ম
নিরুপায় মানুষেরা একটু জানুক আজ
এ আসলে প্রবাস জীবন।

ব র্ষা র ম্ভে র ক বি তা

তবুও বিরতি নেই । একটানা পাঁচদিন হলো—
বজ্র ছিলো কিছু কিছু শুরুর সময়ে
তারপর বুনো হাওয়া
করেছিলো দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি
বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির তোড়ে তারপর হলো একাকার
হাওয়া ঝড় ছাড়া ছাড়া দূরাকাশে মেঘের কুয়াশা
ফজরের পরে দেখি ছাইরঙা আকাশের তলে
এদিকে ওদিকে থামে
দিশাহীন দিনারম্ভ
অচঞ্চল চরাচর জুড়ে ।
পুব মাঠ ডুবে গ্যাছে
রূপারঙ পানির তলায়
ঘরের কাছেই য্যানো
চোখে দোলে সীমিত সাগর ।
পাখিদের সংসার বিপর্যস্ত
কর্মব্যস্ত সংসারীরা ভাবতে থাকে বেরুবে কীভাবে?
সেগুন গাছের চারা নুয়ে আছে
পূর্ব দক্ষিণ কোণে পুকুরের
ভিজে খুশী কচুর দঙ্গল ।
পাড়ের সকল ঘাস দীর্ঘ যারা অন্যদের চেয়ে
তাদের লাবণ্য ঘেঁসে একটু পরেই
নেমে যাবে গৃহবন্দী রাজহাঁস দুটো
লুধুয়া নামের গ্রাম নোয়াখালী থেকে
দু'মাসের বেশী হলো এ নিবাসে অধিবাসী তারা ।
বৃষ্টির বিরতি নেই
থামার লক্ষণ নেই ঝোড়োবৃষ্টি অবিরল ঝরে
শহরে নগরে গ্রামে প্রসারিত প্রান্তরের 'পরে
মেঘে মোড়া বাঙলাদেশ কী সুন্দর বিষাদ হয়েছে
ঘোলা আলো ঘিরে ঝরে আল্লাহ্‌র অপার আষাঢ় ।

তারপর হবো বিনাশন

কিছুটা থিতিয়ে এলো বুনোবৃষ্টি
একটি পাখির ঝাঁক উড়ে এলো আমাদের দিকে
আবার মিলিয়ে গেলো
বরষাবাহিত বুনো বিহঙ্গেরা
দক্ষিণের সোনালী খামারে ।
বেশী দ্যাখা লেখার দেয়াল
ছ'ফুট দূরের এই পুকুরের ঝিরি ঝিরি ঢেউয়ের আঁচড়
প্রতিদিন দৃষ্টিবিদ্ধ হয়
অথচ এখনো দ্যাখা বাকী আছে জলে যারা থাকে
তেলাপিয়া চিংড়ি টাকি ট্যাংরা শিং সকল মাছের
সংসারের কী হাল হয়েছে ।
বালিশের দেড় ফুট দূরে
জানালার পাল্লা খুলে ক্বচিৎ যখন দেখি
গন্ধরাজ গাছ জুড়ে পরিশ্রমী পিঁপড়ার আবাস
মনে হয় বেশ আছি প্রাণীদের প্রান্তর নিয়ে ।
গভীর নিশীথে দেখি আলো জ্বেলে
কালো পিপীলিকাগুলো করে মিটশেফে খাদ্যের সন্ধান
দু'একটা ব্যাঙের বাচ্চা লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়
দরোজাটা খোলা পেলে দক্ষিণের
শুঁয়োপোকা ঘুঘরিপোকা নিশাচর ইঁদুর বেড়াল
তারাও কখনো দেখে যায়
একজন সংসারীর প্রান্তরের প্রাণজ আবাস ।
চড়ুইয়ের বাসা আছে টিকটিকিও আছে
আরো আছে মোরগেরা প্রজাপতি ফড়িঙের পাল
প্রতিবেশী উদ বেজি গুঁইসাপ শেয়াল জোনাক
এ সমস্ত মাছ গাছ প্রাণী পাখি পিপীলিকা নিয়ে
গড়েছি একত্রে দ্যাখো বৃহত্তর বঙ্গের সংসার ।
যখন বরষা আসে ভিজে যাই আমরা সকলে
দু'দিন এভাবে যাবে তারপর হবো বিনাশন
আমরা সহজে বুঝি 'নশ্বরতা' অদৃষ্টের লেখা ।

কী অ বা ক দো লে

ভাসমান অসমান আসমান এমন অরূপ
ক্যানোযে আমাকে ঘিরে ধীরে ধীরে চলাচল করে
আত্মার সাম্রাজ্য থেকে শরীরের সবাক সীমানা
ডুবে যায় নিরুপায় সুপ্তিস্নাত অবল আভায়
আমার অমায় এসে জ্ব'লে ওঠে তোমার কুসুম
গন্ধে ডুবে যায় সব অবক্ষয় অপচয় ভয়
বধির শিশির নিয়ে নামে নীল কালোত্তর কথা
শ্রবণে শ্রাবণ আনে ঝিরিঝিরি কবিতার ঢেউ
দৃষ্টি জুড়ে সৃষ্টিস্রোত ভাঙে যতো পুরাতন পাড়
নদীর নন্দিত ঢেউয়ে ফুটে ওঠে অক্ষয় উজান
ভাষা হয় ভালোবাসা মনমতো মেঘের মতন
বৃষ্টি হবে? হতে পারে। কাব্যগুচ্ছ এখানে তাকাও—
অকূল দু'কূল জুড়ে জীবনের জ্যোতির্ময় ডানা
ভাসমান অসমান আসমানে কী অবাক দোলে!

নিদ্রাহীন শ্রাবণের রাতে

নিসর্গের নৃত্য তুমি ছন্দাচ্ছন্ন
নিখিলের তুমিই রাগিণী
ফকির কবির ঘরে দোচালায়
নতুন টিনের পিঠে ছুঁড়ে মারো ন' কোটি কাঁকর
তোমাকে অমান্য করে এরকম নিরাবেগী চোখ
আমার কপালে কবে ছিলো?
রূপ যতো রাতে খোলো
ঝর ঝর থর থর তর তর তোমার প্রপাত
আমার নিদ্রারা যায় কোন ঠায়
শুরু হলে তোমার নুপুর।
বিদ্যুতের বিদ্রূপে নও চঞ্চলিত
সহজে নিভিয়ে দাও অগ্নির অস্থির হানা
বাঙলার বিশাল বুক তুমিই ভাসাও কেঁদে
আষাঢ় শ্রাবণ এলে ঘুরে ঘুরে বছরে বছরে
বুকটা হালকা হলে শেষে
ভেসে যাও কোন দূর দেশে
তারপর অপেক্ষায় থাকে এ বঙ্গের বিশাল আকাশ।
আকাশের দুঃখধারা মৃত্তিকার অধীর পিয়াস
অরণ্যের অগ্রযাত্রা নদীর শরীর
তোমাতেই একাকার হয়।
খরার প্রবৃত্তি পুণ্য হয়ে যায়
তোমার সকাশে এলে। সূত্র তুমি প্রাণদূত তুমি
উত্তমের অধমের উপর নিচের
সত্যিই সুন্দর তুমি বৃষ্টিফুল সৃষ্টি তুমি তাঁর
যাঁর গুণগান গেয়ে এ অধমও কবিতা বানায়।
কোনোদিন ভালোবাসি নাই
কৃত্রিমের নৃত্যগীত যন্ত্রজাত শব্দের কৌশল
তাইতো তোমাকে দেখি জীবনের অপার ধারায়
টিনের নতুন চালে উন্মাতাল বাতাসের বুকে—
ছন্দ তুমি অকৃত্রিম নিদ্রাহীন শ্রাবণের রাতে।

দুঃসহ মেঘ

আকাশের পাড়া জুড়ে ঘনকালো মেঘের মহিমা
সারাদিন সারারাত রিমঝিম বৃষ্টিপাত ঝরে
অরণ্য অনন্য হয় ভেজা গাছে পত্রসুখ হাসে
অংকুরিত হয় ব্যথা আমার আড়াল থেকে এসে
গোপন শোকের ক্ষত ধোঁয়াটে ধূসর রঙ নিয়ে
আকাশের মেঘ হয়ে পুনঃ ঝরে অঝোর ধারায় ।
ক্যানোযে এমন কষ্ট, মনে হয় মানব জীবন
অনন্তের মেঘলিপি অনন্তেই আবার বিলয়
একান্ত অদৃষ্ট তার বৃষ্টিপাত, বাদল-বেদনা
বানে ভাসা গৃহায়ন অকারণ মায়ার বাঁধন
সাঁঝের সকল চিহ্ন নিশীথের নিতল কাজল
জখমজড়ানো দিন সময়ের সুখদ প্রহার ।

আকাশে আশ্চর্য ঢেউ বৃষ্টি দ্যাখে দুস্থ চরাচর
তোমার সকাশ কবে, দুঃসহ যে মেঘের আঘাত ।

ভে সে যা ই

নামলো আকাশী ঢল
মেঘের মহিমা নিয়ে মত্ত হলো তপ্ত চরাচর
মানুষের বসবাস কর্মঘর্ম
বিপর্যস্ত বনরাজি
জনপদ, জনপথ, জনারণ্য গতির দাপট
হলো শুধু ঘোলাবৃষ্টি অবিরল উতরোল ঢল
বাঙলার বিশাল বুকে নেমে এলো দামাল শ্রাবণ।
গ্রামে গঞ্জে নদীতটে
কারখানার নিয়মিত তাপে
তরল ত্রাসের মতো নেমে এলো আকাশের হ্রদ।
সবুজ উত্থান নিয়ে লণ্ডভণ্ড বৃষ্টিপাত নামে
ঘাসে কাশে বেতে বাঁশে
ধানে বনে নদীর জীবনে।

এভাবেই দিন গ্যালো
নিষ্‌দীপ নিলয় হলো নিদ্রাঘোর
ওদিকে মাতাল হলো জলচর প্রাণীর সমাজ
এভাবেই ধুয়ে যাওয়া ডুবে যাওয়া ভিজে ভেসে যাওয়া
অদৃষ্টের অমোঘতা বুঝি
মানুষের পাখিদের আকাশের সকল লোকের।
কবির কলম কেঁপে যায়
সকল সান্ত্বনা নিয়ে নেমে আসে অসীম শ্রাবণ
ঋদ্ধ হয় রীতিনীতি
বৃষ্টির বিপুল লীলায়।
বলো দেখি কে এমন শ্রাবণ নামায়
বুকের ব্যথার মতো বিষাদিত আনন্দের মতো
তাঁহারই স্মরণ নিয়ে হয়ে যাই তরলোত্তাল তরী
ভেসে যাই শ্রাবণের স্রোতে।

এ বিষণ্ন দেশে

প্রেম ওই প্রান্তরেই প্রয়োজন অন্য সবখানে
ঝিঁঝিঁর ঝলক দিয়ে কান ভরা চোখ ভরা নীলে
আঁধারে আঁধার নিয়ে সেজে থাকে রাতের শরীর
নক্ষত্রের দ্যুতি নিয়ে শিশিরেরা সারারাত ঝরে
হাকিমাবাদের মাঠে গাছে ঘাসে পুকুরের পাড়ে
পেয়ারাপাতার পিঠে সবজিক্ষেতে মসজিদের চালে
প্রেমের অপর মানে সৃজনের গূঢ় অভিধানে
নীরবে ঘুমিয়ে থাকে অক্ষরের পরের অক্ষরে
সকল মেঘের মোড়ে বাতাসের সকল পাড়ায়
কী বেদনা জেগে ওঠে তার অর্থ এ বিষণ্ন দেশে
শিখে যদি নিতে পারো তবে ধন্য তোমার জীবন
ভাই ভগ্নি বন্ধু বধূ মাতা পিতা এ প্রেমের নাম—
আপনজনের ঢেউ এতোবেশী কোনখানে বয়
কোথায় প্রেমের মতো কথা কয় দরূদ আজান?

বুকের বিস্ময়ে বৃষ্টি

আজও বৃষ্টি হলো ।
গতকাল রাত থেকে আজ সারাদিন
থেমে থেমে ছেড়ে ছেড়ে জোরে ধীরে ধীরে জোরে
পথে ঘাটে মাঠে বাটে
ভিজে গ্যালো প্রয়োজন, শ্রমের মানুষ
এবং বিরহী কিছু মানুষেরা
এখানের, হাকিমাবাদের ।
কতোবার ভিজে গ্যালো আহার্য তৈরীতে ব্যস্ত রান্নাঘর
ওয়াহিদের বউয়ের আর ওপাড়ার হোমায়রার মা'র ।
পুব মাঠে বেড়ে গ্যালো বেনোজল
লম্বা ঘাসের ডগা ডুবু ডুবু
খামারের পুষ্করিণী গলাগলা
বৃষ্টি ঢেউ ঢেউ বৃষ্টি ঝোড়োঝাপটা হাজার প্রকার
পানির প্রান্তরে ভাসে শতচ্ছিন্ন স্বপ্নাচ্ছন্ন বোধ
সিদ্ধিরগঞ্জের সাইলো মিজমিজি ঢাকা পড়ে যায়
সুবিশাল বৃষ্টিবৃত্তে
কোন চিত্তে এখন বলোতো
সংসারের ডাল চাল তেল নুন হিসেব মিলাবো
নিষ্ফল অমল এই পরিসর কতোটুকু আর
পোড় খাওয়া প্রলেপনে
সংসারের অনড় সীমায়?
বৃষ্টির আহলাদে সিক্ত গাছ মাছ পুষ্করিণী পাখি
এই নিয়ে কিছুকাল থাকি
বাঙলাদেশে বৃষ্টি হোক ভিজে যাক বুকের বিস্ময় .....

জেনো আমি বার বার হবো

না আসুক শরত শীত বসন্তের উদাসী বাতাস
আষাঢ় শ্রাবণই ভালো
মেঘে মেঘে অন্ধ হোক আকাশের সুবিশাল চোখ
আমার শোকের মতো আকাশের রোদন ঝরুক ।
বরষাবিকুলি আমি ভালোবাসি
ভালোবাসি বানে ভাসা মাঠ
ভালোবাসি ভেজা পাখি ভালোবাসি মেঘে ভেজা আঁখি
বরষা আমার বুকে মেঘাবৃত প্রবাসের সুখ ।
অনন্ত বাদল যার এ জীবন
শরতের সুন্দরতা কী নিয়মে তাহাকে ভোলায়?
অভেজা সকল ঋতু
শীতল শ্রাবণ শুধু সান্ত্বনার জলাভ আরাম
মেঘ বৃষ্টি ঘোলা আলো শান্তি আনে আমার জখমে
মনে হয় আমি য্যানো মহাকালে শুধু বর্ষাকাল ।
বাঙলার আকাশে মেঘ বেশী তাই
আমি ভালোবাসি
শোকের প্রপাত মাখা এদেশের হৃদয় শরীর ।
যখন আমার যাওয়া ঝ'রে যাবে
য্যামন শ্রাবণ ঝরে বৃষ্টিধোয়া কুয়াশার মতো
তখন শরত হোক সুসম্পন্ন
শীত হোক শিরোনাম বসন্তের
হেমন্তের পুরো দেহ ভরে যাক শস্যের সুবাসে
আমার বাণীর সাথে আমি য্যানো অবিরল ঝরি
বিরহী বৃষ্টির মতো চক্রাকার সকল ঋতুতে
না আসুক শরত শীত বসন্ত হেমন্ত যতো ঋতু
জেনো আমি বার বার হবো, সজল শোকের স্মৃতি
আষাঢ়ের মেঘে মেঘে শ্রাবণের অঝোর ধারায়—

চকিতে একাকী হই

নিভে গ্যালো প্রখর দুপুর ।
এক পাল ক্ষ্যাপা মেঘে কালো হয়ে গ্যালো
আকাশের পুরো পেট
এধার ওধার চারিধার ।
সন্ধ্যা হলো মনে হলো— উবে গ্যালো দুপুর কোথায়
জানালার ঘোলা কাঁচে নেমে এলো ঝিরি ঝিরি সুখ
ঘোলা হয়ে এলো ঘুম শুক্রবারের জুম্আর পরের ।
ঘোলা হলো বারান্দা ঘর ঘোলা হলো পুকুরের ঢেউ ।
মনটা এমন হলো ক্যানো
কী উপমা হতে পারে মনের এখন
দুপুরের সাথে সাথে শব্দরাও নিভে গ্যালো বুঝি
বিশাল ভয়াল ওই মেঘে ঢাকা নভের ওধারে ।
এধারে শুধুই শূন্য-ম্লান চরাচর
ভাঙলো আকাশসিন্ধু বিপর্যস্ত বৃষ্টিপাত হয়ে—

একটি উদাসী পাখি ক্যানো এলো
শীর্ণ শুষ্ক বাঁশের ডগায়?
হলো ক্যানো নিরাশ্রয়ী সুখ?
ম্লান চোখে রাত্রি তার এই ভর দুপুরের বেলা
আমরাও তো এমনই হই
ভেজা পাখিটির মতো নিরুপায় নিঃসঙ্গতা হই ।
প্রাচীন প্রদাহ ঘেরা সংসারের ভরাট উঠানে
চকিতে একাকী হই
অদৃষ্টের বৃষ্টিধোয়া এরকম শ্রাবণের মতো—
হই ঘোলা কালো শোক রোদনের অচিন ভূলোক
হঠাৎ দুপুর হলে নির্বাপিত—

অচ্ছেদ্য সহচর

সকলক্ষণিক সহচর তুমি
তোমার কোলে, কাঁখে এবং কাছাকাছি আছি
জন্ম থেকে জরায়ন থেকে।
যদি যুদ্ধ করি, পালাই— পালাতে চাই
তবু থাকি তোমার সীমায়।
ক্ষোভ অনুযোগ অভিমান আর্তি ও রোদন
যতই করিনা ক্যানো, পরাজয় কপালের লেখা।
একান্ত আস্তিক যারা কিংবা যারা নাস্তিক নিখুঁত
সবাই সময় হলে মেনে নেয় তোমার নিয়ম।
সমস্তক্ষণিক সঙ্গী! তোমার নিঃশব্দতা দিয়ে ঢেকে দাও সকল আওয়াজ
তোমাকে ভয় করা, ভালোবাসা, ঘৃণা করা— একই কথা।
তুমি আমার কন্যাকে কাঁদাও
ঝাঁঝরা করো বুবুর বুকের প্রেমভার
আপাদমস্তক করো শোকাকুলা মাতাকে—
পিতাকে পাথর। দুস্থ ও এতিম করো পাপহীন শিশুর সমাজ
তারপরেও ক্যানো ভালোবাসা, ভয়
আর ঘৃণার কথা ওঠে?
আমিতো বিশ্বাসে বন্দী নিমজ্জিত অনন্তের প্রেমে
তুমি পারাপার শুধু অন্য কিছু নও।
হে অবিচ্ছেদ্য অনড় অন্ধ সহচর— হে মৃত্যু!
মনে হয় মনে নেই তোমার
আমরা যখন হবো অক্ষয়তা অন্তহীন ওপার জীবনে
তখন তোমার স্থায়ী মৃত্যু
নির্ধারিত হয়েই রয়েছে।

পা থ র, না চা পা কা ন্না

ফুলে গ্যাছে পৃথিবীর পা। ক্ষয়ে গ্যাছে জুতো—
৩৬৫ দিনের পথ পরিক্রমণ
৩৬৫, তারপর ৩৬৫, তারপরও ৩৬৫— এভাবে।
তদুপরি ২৪ ঘন্টার আত্মঘূর্ণন তো আছেই
বাধ্য হয়েই বহন করতে হচ্ছে কখনো বুকে কখনো পিঠে
রোদ চাঁদ ক্ষয়িষ্ণু জ্যোৎস্না অন্ধকার
কবিতা দর্শন বিজ্ঞানের অমেয় উপকরণ
আর ইথারিত ইতিহাস মহাসময়ের
অগণিত অস্ত্রোপচারের চিহ্ন তার মাজায় মাথায়
আর মাঝে মাঝে হার্টস্ট্রোক
বসনিয়ায় কাশ্মীরে সোমালিয়ায়।
অযুত নিযুত প্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে চলেছে আমাদের এই নিবাসন
৩৬৫ দিন/২৪ ঘন্টা— এই অনড় নিয়মে
প্রকৃতই পরিশ্রান্ত এই পান্থপৃথিবী আজ
কাঙ্ক্ষিত অক্সিজেনের খোঁজে এখনই তার
মনে হয়ে বেরিয়ে পড়া দরকার
অন্য কোনো গ্যালাক্সির দিকে—
কিন্তু নিরুপায় পা ফোলা পৃথিবী চলে নিরন্তর
বিপুল বঞ্চনা নিয়ে হিংসাশীল মানুষের সাথে।
পরিক্রমণ ক্রমানুসরণ ক্রমঘূর্ণন
মহাকালিক নৈঃশব্দ্য চিরে পদযাত্রা পথযাত্রা চলে
আমাদের শ্রান্ত পৃথিবীর।
আমাদের একান্ত ভালোবাসার এই ঘূর্ণায়মান
গোলকটিকে বুকে চেপে ধরে
এখন তবে আমি কী হবো? পাথর, না চাপা কান্না?

কি ছু ক্ষ ণে র জ ন্য

পাঁচশ' কোটি মুখ যদি আমরা
একসঙ্গে বন্ধ ক'রতে পারতাম
কিছুক্ষণের জন্য
আর আমাদের ধাতব যন্ত্রপাতিগুলোকেও
থামিয়ে দিতে পারতাম তার সাথে
তবে ক্যামন হতো?
শুধু শোনতাম পাখির আওয়াজ
স্রোতের মরমী শব্দ— নদীর
সময়ের, সত্তার
নৈঃশব্দ্যই তো তখন একমাত্র শব্দ হয়ে
এক নিখিল নিঃসীম নীরবতা হয়ে
আমাদেরকে জানিয়ে দিতো সূচনা ও সমাপ্তির তত্ত্ব
জীবনের মূল মানে
কানে কানে—
মনে হয় আমরা তখন সহজেই বুঝে ফেলতাম
নক্ষত্রের পরিভাষা
বৃক্ষের বিলাপ
আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের নিগূঢ় কলাকৌশল
যদি পাঁচশ' কোটি কোলাহল আমরা
হতে পারতাম মৌনতার জমাট পাথর
কিছুক্ষণের জন্য—

এ কা ই এ সে ছি

সাথে কোনো লোকজন নেই । একাই এসেছি ।
মোসাহেব বা ইজম অথবা গোষ্ঠীগৌরব
কোনোকিছুই নেই আমার
আমার সঙ্গে শুধু আমার সাহসী একাকীত্ব
আর এরকম অক্ষয় এক বাণী আছে
যার উচ্চারণে তোমাদের নাস্তিকতা অশ্লীলতা শ্লেষ
আর প্রসাধনসর্বস্ব পঙ্‌ক্তিগুলো
নিমেষেই নিভে যেতে পারে ।
অস্বীকারের পর স্বীকার— কথাটি তোমরাও জানো
কিন্তু মানো না । কারণ তোমরা
ক্ষণবাদী ক্ষণক্ষিপ্ত ক্ষণের অধীন । বলো—
সূর্যসমর্পণ ছাড়া কবে ফোটে পূর্ণ চন্দ্রোদয়?
আমি সেই সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিধারীর প্রতিনিধি
এবং সেই সঙ্গে বিপর্যয়ী বৃষ্টিপাত
খরাক্ষিপ্ত এই বাঙলায়—
একাই এসেছি । সাথে কোনো পারিষদ নেই ।
তোমরা আমাকে সহজে স্বীকার করবেনা জানি
যশাসনে যারা বসে আছো, দ্যাখো
সৃষ্টিশোকের চিরন্তনতায় আমার নাক্ষত্রিক অক্ষরগুলো
কতো অবাধ, অপার, দুর্বার ।
দ্যাখো, অনন্ত রোদনের অঙ্গে আমি কতো সহজে গেঁথে দিতে পারি
তোমাকে আমাকে, ছিন্ন ভিন্ন সকল বসতকে ।
এর পরও কি মনো করো অক্ষত থাকবে তোমাদের
প্রচারের পুরু প্রলেপ । খ্যাতির পলস্তারা ।
সাথে কোনো কোলাহল নেই । একাই এসেছি ।
হে নন্দনতাত্ত্বিক নিষ্পত্র বৃক্ষের সমাজ!
দ্যাখো, আমার অক্ষয় একাকীত্বের সিঁড়ি বেয়ে
নেমে এসেছে কী সুন্দর ওই অক্ষরবৃত্তিক পঙ্‌ক্তিটি—
অমানুষ কবিকুল ভেঙে ফ্যালে আসল সড়ক ।

স্বী কৃ তি

ধরা যাক আমিই আবাস
জানালাদরোজাহীন ছাদহীন
এখন আমার তবে বিভঙ্গের কোনো দায় নেই
যতই পুড়িনা ক্যানো পোড়া রোদে
রাত এলে সব মুছে যাবে
মুছে যাবে স্বেদ খেদ শ্রান্তি ভ্রান্তি শোক
আমার সত্তার মাঠে ঝ'রে ঝ'রে পড়বে শিশির
নক্ষত্রের সংখ্যা গুণে কেটে যাবে পাণ্ডুর প্রহর ।
ধরা যাক আমিই নিবাস
দরোজাজানালাহীন আবরণহীন
এখন আমার তবে নেই কোনো আপন আড়াল ।
আমাকে দয়ার দায়ে বেঁধেছে সে অসীম রোদন
তবু কি আমাকে আরো অপেক্ষার কাছে যেতে হবে?
ধরা যাক আমিই প্রবাস
প্রহরে প্রহরে তাই খ'সে পড়ে প্রাচীন পালক
না গৃহ না অরণ্য তাই বুঝি
অজানা অবলা বাণী শিশিরের মতো
ফোঁটা ফোঁটা জমা করে অন্তর্মগ্ন অক্ষরের গায়ে ।
ধরা যাক আমিই কবিতা
আমিই স্বাক্ষর শেষ আদ্যাক্ষরে তাঁরই অনুগ্রহ ।
ধরা যাক কবিও আমিই
কৃতজ্ঞতার কণ্ঠ পাই য্যানো তাঁহার দয়ায় ।

মু খ দ্যা খো বু কে

বুকে এসো বুক মেলে আছি
হে মোর আকাশহারা সহোদর সহোদরা ।
একটি উদর থেকে জীবনেরা ডাল মেলে দিয়ে
ফুটিয়েছে কোটি কোটি গৃহ
একটি পিতার পায়ে মিলেমিশে একাকার দ্যাখো
এশিয়া ইউরোপ আর সিন্ধুঘেরা সকল বসত—
বুকে এসো বুক খুলে আছি
আমরা সকলে যদি মূলে গিয়ে সহোদর সহোদরা হই
তবে ক্যানো দ্বিধা ধাঁধাঁ
তবে ক্যানো রক্তারক্তি খেলা?
একাত্ম এ আত্মাটিকে বিভক্তির বিপথ করেছি
কতো পাপে । বিধবা করেছি কতো প্রেমচ্ছায়া
এতিম করেছি কতো স্বপ্নের শোভন ঊষা
খাদ্যের খবর নিয়ে খুঁজি নাই স্বজনের ঘর—
আমাদের আশ্রয়ের জীবনের কথা তবু শুনবোনা ক্যানো?
বুকে এসো বুকই আশ্রয়
শুধু মেধা বুদ্ধিযুদ্ধে শান দেয়া সমরাস্ত্র হয়
বিশ্বাস বুকেই থাকে দাহ যার এপারে ওপারে
ভ্রষ্টতাবিরোধী সূত্রে গেঁথে রাখে জীবন অমর ।
বুকে এসো বুক পেতে আছি
প্রত্যাদিষ্ট শেষ বৃন্তে শেষ যিনি তাঁহার ধারায়—
হে মোর কবিতাহারা নিরাশ্রয়ী কোটি ভাই বোন
আমরা আবার এসো আমাদের প্রবাস ভাসাই
দিকহীন চিহ্নহীন অমলিন সৌরভের স্রোতে—
বুকে এসো মুখ দ্যাখো বুকে
আমরা অনন্তযাত্রী
তাঁরই প্রেমে বিরহী সবাই—

সো জা ক বি তা

আমাদের অনেক কষ্ট ।
আয় রোজগারের কষ্ট অসুখ বিসুখের কষ্ট
বয়স্কা মেয়ের বিয়ে না হওয়ার কষ্ট
যৌতুক না দিতে পারলে তালাক পাওয়ার কষ্ট
অকালে বিধবা হওয়ার কষ্ট
এতিম বাচ্চাদের শুকনো মুখের দিকে তাকানোর কষ্ট
অন্নকষ্ট বস্ত্রকষ্ট মায়া মহব্বতের কষ্ট–
আমাদের এতো আত্মীয় দেশ ভরা দুনিয়া ভরা
হে আমাদের স্বজনেরা! আমরাওতো তোমাদেরই মতো
এক বংশ এক রক্ত
স্বজন কি কখনো কারো শত্রু হতে পারে?
ক্যানো জরিনা বেগম বলে—
হামাক কেউ দ্যাখেনা বা । হামার কেউ নাই
ক্যানো ঘোমটায় মুখ ঢেকে রহিমা বেওয়া কয়—
এতিম বাচ্চা দু'টার লাই দোয়া কইরবেন হুজুর-খাওন জোটেনা
ক্যানো বস্ত্রহীন শীতার্ত রাতে কাঁপে করমালী আলেকচান
হামিদুদ্দি জাহানারা মনোয়ারা কুলসুম
ঘাটে ভেড়া স্টীমারে উঠে পড়ে ক্যানো প্রায়-উলঙ্গ আতংকিত
শিশুরা কয়, ভয় নাগেরে ।
ক্যানো ভয় ক্যানো দ্বিধা ক্যানো সন্দেহ । ক্যানো অবিশ্বাস ।
ক্যানো অবহেলা । ক্যানো নিষ্ঠুর এই অনাত্মীয়তা?
আমরা হাসপাতালের বারান্দায় পড়ে থাকি
আর ট্রাকচাপা পড়লে রক্তাক্ত রাস্তায়
আমাদের কষ্টের কোনো লেখাজোখা নেই ।
নিঃশ্বাসের শেষ সীমানা স্বপ্নের সমস্ত আকাশ
কষ্ট, কষ্ট আর কষ্টে ভরা কোলাহল, অবিরল—
হে আমাদের পাঁচশ' কোটি স্বজন, বলো
স্বজনশোষিত রাত কবে পাবে পুবের ঝলক?

তো মা র তি রো ধা নে

ঝড়ে উড়ে গ্যালে ঘর নিরাশ্রয় জনতা য্যামন
হতবাক হয়ে দ্যাখে পৃথিবীর অসহায় রূপ
ফেলে আসা কাফেলার যাত্রীদল হয়েছে ত্যামন
তোমার বিরহে বন্ধু, শত বুক ভস্মীভূত ধূপ ।

স্মৃতির সাগরে দুলে বেদনার অনিশ্চিত তরী
কতোবার যাত্রা করে কতোবার খোঁজে আশ্রয়
দিকচিহ্ন মুছে ফেলে যায় কতো দিন বিভাবরী
বিরান বাগানে হয় শুধু দুঃখ ব্যথা সঞ্চয় ।

জানি এই যাওয়া আসা অদৃষ্টের চিরন্তন রীতি
য্যামন গিয়েছো তুমি সেরকম যায় সকলেই
রোদনের রূপে জ্বলে অগণিত সেতারার স্মৃতি
বিরহে মিলনে ঘেরা জীবনের মূল মানে এ-ই ।

বাঙলার ইমাম তুমি, হে মাশুক মোর্শেদ মহান
যে বেদনা দিলে মনে তাই নিয়ে চলি ক্রমাগত
কে পথিক পথ চাও, কে প্রেমিক পিপাসিত প্রাণ
ডাক দিয়ে যাই এসো প্রেমপথে হই অবনত ।

তাঁর রূপে মত্ত হই যাঁর তুল্য নাই কোনোখানে
এসো ধরি রসুলের রক্তরাঙা সেই শুভপথ
মোর্শেদের কাছে আছে অনন্ত সে জীবনের মানে
যে জীবনে ম্যালে ডানা শান্তির সকল কপোত ।

বে দ না র বি দে হী ছা য়া য়

সবাইকে অচেনা লাগে
এমনকি এই এখন 'আমি' নামের যে অবয়বটি
কবিতা লিখছে— তাকেও ।
আমি তবে কার সঙ্গে থাকি
কার আশায় অপেক্ষায় বয়ে যায়
জীবনের বেলা ।
পৃথক প্রান্তরে এসে প্রথাপুষ্ট পোশাক ধুয়েছি
অন্তরঙ্গ সাগর সলিলে
মেঘে ও অমেঘে মোড়া অস্তিত্বের জানাজা চলেছে
ক্রমশঃ অতল থেকে আরো বেশী অচেনা অতলে ।
অচেনা অচেনা সবকিছু
অক্ষরের উঁকিঝুঁকি ভীতি ভয় বিস্ময়
বেদনার আঁকাবাঁকা ঢেউ
এমন অনন্য বন্য অমাচ্ছন্ন হয়েছে ক্যানোযে—
মানে তার জানে কেউ এমতন কোথায় মানুষ?
যে কথা কাননে নেই কবিতার
আমি বুঝি সেরকম অন্য কোনো ব্যতিক্রম হবো ।
চেনা জানা চেতনারা সুন্দরের শাশ্বত পসরা
সরে যাও । অচেনার অভ্যন্তরে ডুব দিয়ে আমি একবার
নীড় ভাঙা সুনিবিড় মৌনতম আশ্রয় হবো
বেদনার বিদেহী ছায়ায় ।
সবাইকে অচেনা লাগে
যাকিছু দেখেছি এতকাল
সংসারের গুরুভার জীবনের বিপুল আঁধার
খ্যাতির খাঁচায় বন্দী কারুকর্ম অবিদ্রোহ যাপিত কালের
বিচূর্ণ বালুকা হয়ে ভ'রে তোলে নদীর নিতল
কোন স্রোতে এবার ভাসান?

ও ড়া শে ষ

ওড়া শেষ । পাখি ফিরে আসে
দিনরাত্রি শোভমান পরিচিত সময়ের পাশে
নভজ শস্যের চাষ মাটিতেই আসলে মানায়
আঁধারেই ফোটে আলো জ্ব'লে ওঠে কানায় কানায়
ওড়া শেষ । সকল সীমানা দ্যাখা শেষ
সমর্পণে পরিপূর্ণ সন্দেহের সকল প্রদেশ
আকার প্রকার সব নিরাকারে নীরব নিথর
বিরোধের বনরাজি এতোদিনে কূজন কাতর
প্রতর্কপরিধি থামে বিশ্বাসের পায়ের ধূলায়
ফিরেছে প্রহত পাখি এতোদিনে আপন কুলায়
মিশে গ্যাছে সাধারণ্যে সুখে দুঃখে সরল জীবনে
সবিষণ্ন বিধিলিপি মেনে নিয়ে গৃহাঙ্গনে মনে ।
ওড়া শেষ । পাখি জ্বলে নিরন্তর অনলে ও জলে
মত্তডানা ঝ'রে যায় পূর্ণ প্রেমে আস্থার অতলে
এখন অপার সিন্ধু পাখি পান করে বিন্দু জল
চঞ্চুপুটে তৃষ্ণা তবু দ্যাখে চেয়ে স্রোতের অতল
শেষ নেই সমুদ্রের পিপাসাও বিরামবিহীন
এভাবেই আয়ু দ্যাখে রাত শেষে হাহাকার দিন
ওড়া শেষ । পাখি পায় মৃত্তিকার আপন আবাস
নীড়ে তার নীল ঢেউ-সমর্পণ, আকাশের চাষ
মানবতা পেয়েছোকি এ পাখির নীড়ের ঠিকানা
একদিক জানা তার অন্যদিক শুধুই অজানা
আলো অমা কিছু নয় সমর্পিত তাহার গোড়ায়
বাহিরে সংসারী সাজ অসংসার ভিতরে পোড়ায় ।

চোখের প্রশ্ন

অস্তিত্বের অতীতে এসে দেখি
নাস্তিমগ্ন সূচনার বোঁটা
সেখানেই অ-দৃষ্ট শেকড়
বোধের অবোধের আর প্রাণের টানের ।
আহৃদয় জমে আছে অর্থহীন অজর ক্ষরণ
অ-শ্রমের লক্ষাধিক ঋতু—
আমাকে অস্তিত্ব দিয়ে দূরে ক্যানো ঠেলে দিলে বলো?
কোনোকিছু না হলেই হই সন্নিধান একান্ত তোমার ।
অস্তিত্বের অতীতে এসে দেখি
অস্পর্শিত অপসৃত দ্যুতি
অনিরীক্ষ্য অব্যক্তব্য নিরাধার নিরাকার সূরে
হঠাৎ মোহিত করে দশদিক দিকের অতীত
দল ম্যালে অনলের ফুল—
এইমতো প্রেমাচারে আমি হই পোড়ানো পাহাড়
তোমারই প্রশ্রয়ে যার আদি আছে অবশেষ কোনোদিন নেই ।

অস্তিত্বের অতীতে এসে বলি
চোখের কিনারে ভাঙে বিস্ময়ের অমল বাদল
নিরশ্রু নয়নে তবু মরুভূমি ঝিকিমিকি জ্বলে
বলো, আমি কাঁদবো কখন?

সীমান্ত প্রহরী সব সরে যাও

ন দী ও ব ট গা ছ

নীরোগ নদীর তটে স্থির দাঁড়িয়ে আছে বটগাছ,
এদিকে ক্যানো য্যানো আর স্নানার্থীরা আসতে চায় না
অথচ একজন বৈভববিদ্বিষ্ট কবি এখান থেকেই
ছড়িয়ে দিচ্ছে কবিতার প্রশ্বাসগুলোকে
দেশে, বিশ্বে, মানুষের মেধার পাড়ায় ।
প্রেম ও প্রত্যয়জাত নিরাপত্তার অভাবেই তো আমরা
হুমড়ি খেয়ে পড়ছি এ ওর গায়ে, আর
আত্মীয়দের আহার দিয়ে বানাচ্ছি ষড়যন্ত্রের শ্বেতভবন ।
আসল কথাটা মনে থাকছে না কারো
একজনকে হত্যা না করলেও একদিন সে মরে যাবে
হন্তারকও একদিন একই শূন্যে কবরিত হবে
তাহলে আবার যুদ্ধ ক্যানো? সত্তার সংহার ক্যানো?
আসলে আমাদের দরকার এমন নদী
যার রয়েছে নীরোগ নীরতরঙ্গ
পাশাপাশি আশ্রয়ের অক্ষয়াক্ত বটবৃক্ষচ্ছায়া
বটগাছতো কেবল আশ্রয় নয়— আড়ালও ।
অন্ধকারগুলোকে ঢেকে ফেলতে চাইলে
বটবৃক্ষের আড়ালও যে চাই
আমাদেরকে সেখান থেকেই ডাক দেয়া হচ্ছে
ওই অনন্ত সংরাগের সলিলতরঙ্গশোভিত নদীতট আর
বটবৃক্ষের আশ্রয়, আড়াল, মগ্নতা—
এ সমস্ত প্রকৃত শিল্পসম্মত বিষয়গুলোই
আমাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেয় ।

ঠাহর হচ্ছে না

বক্তৃতা, কবিতা কোনোকিছুই করা সম্ভব নয়
নিজেকে নিজের কাছে নিয়ে এলে।
বৃত্তটা গুঁটিয়ে নিলে
দৃষ্টিগ্রাহ্য থাকে না কিছুই।
কেন্দ্রাকর্ষণ বড়ই বিপজ্জনক ব্যাপার
কেন্দ্রকষ্ট বিবরণহীন।
এদিকে শিউলি ফুটে ঝ'রে যাচ্ছে
ঘাসের শিশির নিয়ে জেগে থাকছে
দুঃখভেজা শরতের রাত
জ্যোৎস্নার অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে প্রিয় গৃহ, প্রান্তর
কেন্দ্রস্থিত আমি শুধু বোধের নির্যাসগুলোকে
মৌনতার মধ্যে কবরস্থ ক'রে চলেছি সময়ের প্রতিচ্ছায়ারূপে।
প্রসারণ হয়তো হবে— পুনঃপ্রসারণ
তখন নির্যাসগুলো কোন নাম নিয়ে যে বেরুবে
কবিতা, বক্তৃতা নাকি আটপৌরে সংলাপ— কে জানে?
বুদ্ধির পাত্রগুলোর ঢাকনা আমি খুলেই রেখেছি
প্রত্যয়, প্রতিভা, প্রেম— কোনটা যে ধরা দ্যায়
সময়ের আর্তনাদ, ইথারের বক্ষব্যাধি—
অনেককিছুইতো একসাথে জমা হয়ে গ্যালো
প্রত্যুষে প্রপাত এলে রৌদ্রের
বিবরণের যোগ্য হয়ে সেগুলো কি জেগে উঠবে আবার
নাকি কোটি কোটি ঘটনার মতো এখনকার সঞ্চয়গুলোও
হারিয়ে যাবে কৃষ্ণগহ্বরের রহস্যের মতো—
ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।

কী ক র বো

কী করবো? আমি যে আর কোনোকিছুকেই ত্যামন
প্রতিপত্তিশীল দেখতে পাচ্ছি না। পুষ্পের চিরায়ত সুবাস
পাখির শিল্পসম্মত সঙ্গীত, নদীর স্রোতস্পৃষ্ট চঞ্চলতা
কোনোকিছুই আর বিবশ করতে পারছে না আমাকে।
শিশির সংরাগচ্যুত, জ্যোৎস্নার বৃষ্টিপাতবিদ্ধ অনুভবকেও
ক্যামন বাসি বাসি লাগে। মনে হয় সকলের সৌগন্ধশিখা
আমার বিষণ্ন আত্মার নীল নিঃশ্বাসে নিভে যাচ্ছে
আহত অন্তরে কিন্তু সন্ত্রাসের চিহ্ন নেই, রক্তপাত নেই
শুধু এক অগ্নিগিরি দাহমগ্ন বৃত্তের মতোন
চোখ ও চরাচর জুড়ে রেখে যাচ্ছে শূন্যতার ফেনা।
সকল নদীর নীর কিরকম বাষ্প হয়ে আছে—
বসন্ত বাতাসহীন। সব ঋতু পাশাপাশি শুয়ে আছে
মরার মতোন। কী করবো? এখন যে আমাকেই
বানানো হচ্ছে মহাকাশ আর মহাপৃথিবীর
চরমতম নির্যাস। সত্তার স্বেদবিন্দু দিয়ে গোলানো হচ্ছে
নতুনতম রঙ— সর্বশেষ কবিতাটি নির্মাণের জন্য।
নিসর্গের সকল মোড়ে, মহল্লায়, নক্ষত্রের জটলায়
এখন আমাকে নিয়েই বাদানুবাদ, বিতর্ক— কী করবো?

ছিন্ন হও শব্দসূত্র

উড়ছি পুড়ছি উঠছি নামছি
এরকমই এখন জীবন
পথ নেই। পথচিহ্ন নেই। এবার দৃষ্টির যাত্রা—
চক্ষুহীন দ্রষ্টব্যবিহীন।
প্রশাখা শাখারা নেই কাণ্ড নেই
মূল নেই, জ্বলে শুধু মূল প্রতিচ্ছায়া
এভাবেই উঠছি নামছি উড়ছি পুড়ছি
আর মাঝে মাঝে খুঁড়ছি অদৃশ্য চৈতন্যকে
বৃত্তোত্তীর্ণ আমাকে।
আমার প্রতিচিত্রিত চোখ এখন সন্তর্পণে
অতলিত গোপনে সতত সন্তরণরত—
হে আমার দূরতম প্রতিবেদক—কলম
আপাতত স্থগিত হও
অপেক্ষিত করো
অভিলাষকে।
তোমার মাটিতে যদি নামি পুনর্বার
তোমার তটের কাছে আবার কখনো যদি আসি
তখন আমার দগ্ধমান প্রজ্ঞা প্রেমে
ভস্ম হয়ো পবিত্র ওই পাহাড়টির মতো—
উড়ন্ত ডুবন্ত আমি অন্তহীন তোমার তিয়াস
পুনরায় যোগ্য করে নেবো। যদি পারি।
উড়ছি পুড়ছি ডুবছি উঠছি, অবিশ্রামী—
আপাতত ছিন্ন হও শব্দসূত্র
এরকমই এখন জীবন।

নোঙর নিষিদ্ধ কিন্তু

নোঙর নিষিদ্ধ ক'রে চলো
ফিরবার পথ নেই
প্রকৃত পথিক বুঝি পশ্চাতের কথা মনে রাখে?
প্রজ্ঞার বশ্যতা নয় আবেগের অধীনতা নয়
দুধার দাঁড়িয়ে থাক ছুঁয়ে দিতে জলের অতল
দেখুক দুপাড় থেকে কবিসহ সকল মানুষ
পালে দোলে তরণীর কিরকম জটিল বিরাগ
অকুলীন অকালীন নিশিদিন সৃজনরঙীন।
শব্দের ভাসান তুমি কখনো চেয়ো না য্যানো
আবেগে বিচারে আশ্রয়
দুই পাড় ভাঙো গড়ো বাঁক নাও হাজার হাজার
দীপিত দূরত্বে রাখো নোঙরের বিপরীত মোহ
প্রেরণা, শ্রমের দেহে পড়ুক অজানা পলি
তুমি চলো তোমার মতোন।
নোঙর নিষিদ্ধ কিন্তু
নিশ্চয় নিশ্চিত জেনো যতিপাতে নিরাময় নেই
কেননা কবিতা তুমি অবিকল কবির প্রাণন
অক্ষরের প্রশ্রয়ে ফোটে এভাবেই পথ ও পথিক।
বিচারী শুভার্থী শোনো, দ্যাখ্যা পাওয়া এক কথা নয়
তীরের তীক্ষ্ণতা ছেড়ে এসো, ভাসো, চলো—
তোমাদের আমাদের সকলের এরকমই পথ।
হে আমার শব্দতরী অনন্তের অবুঝ জিজ্ঞাসা
চলো। নোঙর নিষিদ্ধ ক'রে চলো—

প থ

উপাসনাবিহীন কোনো জীবন নেই
সমর্পণ ছাড়া কারো কোনো সময়াতিপাত হয় না
হতে পারে না।
কেউ পূজক অক্ষরের। য্যামন কবিরা।
কেউ প্রজ্ঞার। য্যামন বিজ্ঞানীরা।
কেউ জটিলতার। য্যামন দার্শনিকগণ।
লোভের উপাসক যারা তাদের নাম শোষক
প্রতারণাপূজায় নিবেদিতপ্রাণ রাজাকারের দল
গণতন্ত্রের পূজামন্ডপে হৈ চৈ করছে
এমপি মিনিষ্টারের গোষ্ঠী
কুটিলতাই কুটনীতিকদের সার্বক্ষণিক প্রভু
এরকম প্রায় সকলেই বিভিন্ন প্রকারে আকারে
উপাসনারত। হিংসার পূজকেরা এভাবেই
উপাসনা বেছে নিয়েছে মারণাস্ত্রের, আনবিক বোমার
আর নাস্তিকেরা যে শূন্যতার উপাসক
তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?
সকলেই আত্মবৃত্তবাসী। অথচ
মানুষ জানেনা আত্মঅতিক্রমণ ছাড়া মুক্তি নেই।
পৌত্তলিকতাপ্রভাবিত মানুষ
আপন আকাঙ্ক্ষার আকারকে নিরন্তর
সেজদা করছে দ্যাখো কীভাবে
প্রজ্ঞা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, সৌন্দর্যচেতনা দিয়ে—
আত্মার রহস্যে আছে আত্মমুক্তি
একথাই কি মানবতার উপেক্ষাপ্রবণ শ্রুতিতে
বার বার লেপন ক'রে দেননি
আমাদের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষেরা?

বে লা ভূ মি

য্যানো আমি বেলাভূমি
তোমার দয়ার ঢেউ বার বার এসে
আমাকে ডুবিয়ে দেয়
আমাকে তো স্পর্শই করতে পারে না অকৃতজ্ঞতার শুকনো বালি
বিস্মৃতির বেহায়া বাতাস ।
য্যানো আমি সৈকত শুষ্কতার, শূন্যতার
তোমার প্রেমের স্রোতে বার বার দুলে দুলে ওঠে
আমার আঁধার যতো হাওয়া ভরা পালের মায়ায়
কী ক'রে ফেরাবো মন তুমি ছাড়া অন্য কোনোদিকে?
য্যানো আমি উপকূল, তোমার অসীম ছুঁয়ে আছি
আপন অস্তিত্বতটে শুধু ভাঙে তরঙ্গ তোমার ।
আমিতো পাপের পাড়
ধোয়াও ভেজাও তুমি য্যামন ধোয়ানো হয় মরদেহ
জানাজার শোকের ছায়ায় ।
বেলা যায়— বেলাভূমি একদিন ডুবে যাবে দেখো
সমাপ্তিচিহ্নের মতো । তখন আশ্রয় দিও । ক্ষমা দিও ।
মুছে দিও পিছনের পাড় ।

বি শ্রা ম মৃ ত্তি কা র না ম

এরকমই রয়ে গেলাম । ক্যামন য্যানো অন্যরকম । কারো মতো না হয়ে—
মনে হয় এটা আমার জন্মগত সমস্যাই হবে
দৃষ্টিপাতের সামনে দেখি নিজেকে
দ্রষ্টব্য যা কিছু— সবই থাকে আপন আড়ালে
দেখবার মতো কিছু কি আর অবশিষ্ট থাকে, দৃষ্টিকে পেরিয়ে এলে?
শ্রুতির ব্যাপারটাও সেরকমই
আওয়াজের সীমানার বাইরে পাই আমাকে, যখন শুনতে চাই—
এ সমস্ত কারণেই দ্যাখ্যার এবং শোনার ব্যাপারটা
ঠিকমতো সম্পন্ন হয়নি আমার । যার ফলে বুদ্ধিটাও
পুরোপুরি পেকে ওঠেনি ওই সকল রোবটসদৃশ
বুদ্ধিজীবীদের মতো । তাই প্রতিষ্ঠা, উপার্জন আর
খ্যাতিমানতা— এখনো অগোছালো হয়ে আছে ।
আগাগোড়া এরকমই রয়ে গেলাম
থাকতেও চাই এরকম, দ্রষ্টব্যের আওতাতীত
শ্রুতির সীমানাতীত, বোধের বলায়াতীত ।
এভাবেই আমি একটানা অ-দৃষ্ট, অশ্রুত আর
অবোধ্য সম্পদসম্ভারের কাছে সংরক্ষণ ক'রে রেখেছি সত্তাকে ।
তাঁর অনুগ্রহের আয়না ছাড়া এখন আমি আর কিছুই দেখি না ।
ফুল, পাখি, মাটি ও নক্ষত্র— সমস্ত নিসর্গ সেখানে ছায়া ফ্যালে ।
এভাবে অসংখ্য প্রতিবিম্বিত বৈভবের মাধ্যমে
অপসারিত ক'রে চলেছি যাবতীয় যবনিকার জড়ত্বকে
যার আড়ালে জমে ওঠে অহমিকার ধূলোবালি, শ্যাওলা
আর মরচেধরা মেধার অসুখ
প্রকৃত প্রেমের কাছে এরকমই অঙ্গীকার ছিলো ।
আমি সেই কৃত প্রতিশ্রুতির পরিচর্যা করতে করতে
এতোদূর এসেছি— আমাকে বিশ্রামের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না
বলা হচ্ছে, চলো— বিশ্রাম তো মৃত্তিকার নাম ।

হে হৃদয়

চোখের সকল নদীইতো তুমি নিজের নিবিড়ে টেনে নিয়েছো
হে হৃদয়! ভালোই করেছো। কেউ আর বুঝতে পারবে না
নিরন্তর রোদনবিদ্ধ আমি। অসুখী আজীবন।
এভাবেই তুমি হ্রদ হয়েছো অতল অশ্রুর
পাড় ভাঙছো। প্রসারিত হচ্ছো। কেবলই প্রসারিত হচ্ছো।
শোষক হৃদয়! অশ্রুর শোষণে তুমি এতোবেশি
মগ্ন হও ক্যানো? আমার দৃষ্টিকে তুমি কী দেখাতে চাও?
জীবনের ধূসর গ্লানি অসিক্ত, অমেয়
এসব দেখাবো ব'লে জলজ আড়ালগুলো সরিয়েছো?
সময়ের লোনা ঢেউয়ে ডুবে গ্যাছে চোখের ফসল
অশ্রুর দুর্ভিক্ষে পুড়ে মরে গ্যাছে সুষমার মানে
তাইতো আমি আর ঠিকমতো সৌন্দর্য খুঁজে পাচ্ছি না
পূর্ণিমার, নক্ষত্রের, অরণ্যের, শিশিরের—
আপনজনেরা কতো চ'লে গ্যালো। যাচ্ছে। যাবে।
সকলেই যাবে। প্রাণী পাখি মুছে যাবে।
ডুবে যাবে সংসারের স্বাদ
দিনান্তে ঝ'রবে ফুল সকালের
শুধুই দেখবে চোখ আর তুমি জমাবে প্লাবন
অতল জলধি হয়ে— এ ক্যামন আচরণ?
হে আমার হৃদয় হ্রদ! নিস্তরঙ্গ তোমার তরলে
ছায়া ফ্যালে অসীমতা, রহস্যের সকল আকাশ—
আমি দেখি বিস্ময়েরা একা একা কথা কয়, কাঁদে।

সংক্ষিপ্ত ভাষণ

শুনুন পৃথিবীর মানুষ! শুনুন সবাই
একটি জরুরি বক্তব্য আছে আমার
সমাজ সংসার আর ইতিবৃত্ত ঘেঁটেঘুঁটে
মেধায় মননে আর অন্তর্চক্রে ডুবে ভেসে
পুড়ে জ্ব'লে গ'লে গ'লে বুঝেছি মূল ব্যাপারটা—
আমরা সকলেই অসুখী ।
দুঃখের ধারালো হাওয়া সবাই সেবন করি
এ ব্যাপারে আমরা সবাই সমান—
মাওলানা রুমী কিংবা শার্ল বোদলেয়ার
গ্যালিলিও অথবা অতীশ দীপংকর
পার্থক্য এই—ভুল ট্রেনে উঠে পড়ি কেউ কেউ
গন্তব্যচিন্তা না ক'রেই ।
শুনুন মানুষেরা! এই ব্যাপারেই বক্তব্য আমার
যন্ত্রণা যতই হোক আত্মহত্যা তো নিরাময় নয়
পথ্য নয় শুঁড়িখানা সত্য নয় চটুল প্রমোদ ।
তৃষিত হৃদয় যাঁর প্রেম নিয়ে নিরন্তর কাঁদে
তাঁহারই বিচ্ছেদ ব্যথা আমাদের আহত আত্মায় ।
এ জীবন আবরণ, এ আবাস ছেড়ে যেতে হবে
মরণের মানে নেই, জীবনের শরীরে তাকান
এসেছি যেখান থেকে সেখানেই যদি যেতে হয়
কবি ও অকবি তবে একই রীতি মেনে নেবে কিনা?
আমার আপনাদের—শুনুন—একই কষ্ট
পথ্য ব্যবস্থাপত্র একই ।
দেখুন পুষ্পের পতনাপেক্ষা, নক্ষত্রের নিভন্ত বিস্ময়—

দি ন যা প ন

ক্যানো যে কুয়াশা হয় সবকিছু
সায়াহ্ন সকাল রাত্রি দ্বিপ্রহর কালের বহর
বৃষ্টিপাত খরা মারী গ্রীষ্ম শীত বিরূপ সময়
সবকিছু ঝাপসা হয় সাম্প্রতিক কবিতার মতো
দৃষ্টিকে আহত করে ধোঁয়াটে ধূসর কিছু আলো
পাণ্ডুর পরিধি জুড়ে শ্রব্য শুধু শব্দের জঞ্জাল
আওয়াজের বুক চিরে খুঁজি তার অপর কিনার
অসংখ্য নদীর নীর অগণিত সূর্যরশ্মি
অনেক চাঁদের ঢেউ নক্ষত্রের নিশুতি নৃত্য
কুয়াশার কষ্ট হয়ে দুরূহ দীপের মতো জ্বলে
দেখি চিরচেনা গৃহ অজানা আকাশ হয়ে আছে
কষ্টের বিশাল পাখি সে আঁধারে দিয়েছে উড়াল
বৃক্ষের বৈভব হোক মেঘ হোক গ্রন্থ হোক সংসার হোক
সবকিছু ঘোলা হয়ে আমাকে রহস্য ক'রে তোলে
অবোধ্য ইথারে ওঠে নোঙর ভাঙার শব্দ
এভাবেই জাগি, ভাঙি, ডুবে যাই কুয়াশায়
সংসারে সময় যায় এরকমই ক্ষান্তিহীন, রাত্রিদিন—

অ কৃ ত জ্ঞ ন ই

চোখ দিয়েছো— দেখলাম সবকিছু
আকাশ নক্ষত্র বৃক্ষ সমুদ্রের সমর্পিত ঢেউ
দেখলাম রাত্রিদিন, ভাইবোন সুহৃদ স্বজন
সব দেখবো অথচ তোমাকে দেখতে পাবো না
তবে চোখ দিয়ে আর কী হবে?

কান দিয়েছো— শুনলাম সবকিছু
নদীর নিক্কন, পাখি ও পতঙ্গের জিকির
শুনলাম সুন্দর সব শ্রুতিযোগ্য ব্যথিত আওয়াজ
সব শুনবো তবু তোমার কথা শুনতে পাবো না
তবে কান দিয়ে আর কী হবে?

পা দিয়েছো— হাঁটলাম পৃথিবীর পথে
জীবনের উজানে নিসর্গের উল্টোপিঠে রহস্যে অরহস্যে
পৌঁছলাম সবখানে, সব চেনায় অচেনায়
দূরে নিকটে যাবো আসবো অথচ তোমাকে পাবো না
তবে পথ চলে আর কী হবে?

তবুও অকৃতজ্ঞ নই— সেতো শুধু একটি কারণেই
বুক দিয়েছো। সে বুকে ধারণ করি প্রেম
তুমি যাকে মনে করো—গ্রহণীয়।

শো কা হ ত

আমাকে কাঁদাও ক্যানো, কাল
বারে বারে ঘুরে ঘুরে আনো রাত্রি, শোকের সকাল
নির্ঘুম নিশীথব্যাপী অশ্রুহীন প্রহত প্রপাত
আমাতে উত্থিত করো, হেনে যাও পুরনো আঘাত
বাঙলার গুল্ম তরু ধানক্ষেত নদী বিল খাল
দুঃখের তরণী বুঝি আমি যার ছিন্নভিন্ন পাল
চিরবিরহীর দেশ বাঙলাদেশ আমার মতোন
নীরব আঘাতে হয় চিরন্তন রোদন বেদন
বুকে ব্যথা চোখে শোক জ্বলি যার জন্য নিশিদিন
কোনোদিন শোধ দিতে পারিবো না সেই প্রেমঋণ
শরীরে ফেরে না প্রাণ মনে হয় ফিরিবে না আর
আত্মাকে নিয়েছে বেঁধে সেই শুদ্ধ সবুজ মাজার
হে কাল, ব্যথিত কাল তুমিও বিরহী বুঝি তাই
আমার বিরহে এসে হয়ে আছো শোকের সানাই ।

ফি রে এ সে

এখন আমি তীরবিদ্ধ পাখি । বল্লমবিদ্ধ হরিণ ।
হার্পুনবিদ্ধ তিমি । এক অতুলনীয় ও অসহনীয় আগুনে
পুড়ে যাচ্ছে আমার সত্তার শাখা প্রশাখা এবং সড়কগুলো ।
সুখের হৃদয়, আনন্দের অন্তর, মিলনের মনমন্ত্র
এতো বেদনার— আগে বুঝিনি ।
অনন্তের অনুরাগ শুধু ভস্ম ক'রে দিতে পারে
ভস্মীভূত অঙ্গারে পুড়ি । ভিতরে ভিতরে মরি ।
ম'রে বাঁচি । বেঁচে মরি । নিশিদিন । নিরন্তর ।
আমার যে আর কিছুই ভালো লাগে না হে সংসার—
হে পৃথিবী, মহাপৃথিবী— আমার কষ্টের ভাগী
সুখ দুঃখ কেউ নয়—শত্রু বন্ধু পরিজন সকলেই এখন সমান ।
যে বিরহ মেনে নিলে নিভে যায় নিয়মী জীবন
আমার অদৃষ্ট তাই অনুক্ষণ আচমন করে ।
আমার আকাশ জুড়ে বৃষ্টিহীন মেঘের ক্ষরণ
নিশ্চিতির রৌদ্র বুঝি আমি আর কখনো পাবো না—
হায়! ক্যানো যে তাঁর পায়ের কাছে গিয়েছিলাম
দূরের দরূদ বুঝি এর চেয়ে ভালো ছিলো—

বাঙলায় এশিয়ায় পৃথিবীতে

কী ক'রে সৃষ্টি হবে গোলাপ। বৃষ্টিতে। আগের মতো।
বাতাসে বারুদ ওড়ে
বৃষ্টিতে বারুদ ঝরে, গর্ভ পোড়ে মৃত্তিকার
বৃক্ষবীজও প্রজননহীন
কী ক'রে জারিত হবে শব্দশোভা
কী ক'রে কুঁড়ির চোখে শিশিরিত স্বাগতম ছোঁবে
সুবাসিত শরতে শীতে, বাঙলায়। এশিয়ায়। পৃথিবীতে।
নগরায়নের উদরে যাচ্ছে ধানক্ষেত
উদাসী বাতাসে ভাসে মহুয়াবিহীন খরা
অপঅভিমানে দোলে যুঁইশাখা
মিশেছে গানের সাথে চতুষ্পদিক চিৎকার
বারুদের বৃষ্টিপাতে সৃষ্টি কবে হয়েছে গোলাপ?
মানবতা বোবা তুমি
কবিতা তোমার শত্রু এ সময়ে
পাপজ আনন্দে যদি ডুবে যায় মনীষারা
কে ফোটাবে আলোর গোলাপ?
সৎ নাস্তিক আর অসৎ আস্তিক
প্রাণহীন দেহ আর দেহহীন প্রাণ
এমন অপূর্ণ মাঠে কে ফোটাবে প্রাণজ গোলাপ
আমাদের এ সময়ে
বাঙলায়। এশিয়ায়। পৃথিবীতে।

নিষ্কাব্য বিষয়ক

না ওজনে আসে, না আকারে ।
দৃষ্টিতে দেয় না ধরা, জমাট মৌনতা ছাড়া
শ্রুতিরাও পায় না আওয়াজ
আমার আমাকে যদি পুরোপুরি ডুবুরি বানাই
কেবল তখনই দেখি অন্য চোখে
পরতে পরতে রাখা বিদেহী অভিভাবনাগুলো
অন্যরকম পারদের মতো ভাসছে, ডুবছে, দুলছে
সেখানে শুধুই আমি অন্য কারো যাওয়া আসা নেই ।
অনুগৃহীত পরিবেদনাগুলোও সেরকম—
না অশ্রুতে মেশে না আর্তনাদে
অক্ষরে পাতে না পাটি, চিত্রায়নে একান্ত অনীহ
অজ্বলিত নিঃসঙ্গতায় টলছে, চলছে আর বলছে
এমন অচেনা কথা যার কোনো বর্ণমালা নেই ।
অভিভাবনা ও পরিবেদনাগুলো আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে
গভীরতম জখমগুলোকে পাহারা দিচ্ছে
অবিশ্বাস্য সে ধনাগারে একসাথে মিলেমিশে আছে
স্মৃতিদের নির্যাস— কনকচম্পক আর কলমিলতা
এতিমের অন্নকষ্ট, অভুক্ত বিধবা নারী, নীড়হীন পাখির শাবক
নিরাকার অমাভার বিচূর্ণিত বিষের পাথার
আকাশে আকাশে তোলা বিস্ময়ের লক্ষ কোটি পাল ।
এবার কবিতাকে আমি কোনদিকে স্পর্শ নিতে বলবো
প্রজ্ঞার ধারালো ধনাগারে, না প্রেরণার অমেয় রহস্যে?

বা ঙ লা দে শ

এক অনিশ্চিত নদীতে জাল ফেলে মাছ তুলে আনা
বাঙলার কবিতা এখন এরকম ।
মাঠের সবুজকে পেঁচিয়ে ধরেছে গ্রিডলাইনের টাওয়ার, তার—
কুশ্রী চরেরা জমিয়ে চলেছে নদীর শরীরে মেদ
মাটি ভরাট হচ্ছে, ফ্যাক্টরি বিল্ডিং উঠছে
খোয়া ভাঙা শব্দের সুর নিয়ে বেজে চলেছে
উন্নয়নের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত— একটানা ।
বুবুদের স্বপ্নের সংসার এখন মুহ্যমান, ম্লান
প্রবাসী স্বামীদের শোকে ।
গার্মেন্টসের শ্রমশেষে বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে ঘরে ফেরা
কীটনাশক আর ট্রাক্টরের সামরিকশাসনসুলভ
ব্যবহার দেখে পালিয়েছে মাছের মিছিল
কীট, কুসুম আর কবিতা মুছে যাচ্ছে
বহমান বাঙলাদেশ থেকে ।
এখন তাই বসে থাকতে হচ্ছে
অনিশ্চিত বিলে খালে নদীজলে জাল ফেলে—
কীযে হলো? ঋতুগুলোকেও আর
আলাদা ক'রে সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না পুরোপুরি ।
কারখানা মহাশয়েরা আর অভিজাত বহুতলবিশিষ্ট ভবনেরা
এখন দয়া ক'রে বসবেন ঋতুদের কোমল শরীরে—
উন্নয়নের বলাৎকার চলবেই ।
ধনধান্যে পুষ্পে ভরা বর্তমানে অর্ধমরা
এক অনিশ্চিত বঙ্গবোধের নদীতে জাল ফেলে
জীবনের শব্দমৎস তুলে আনা—সহজ কথা?
কবিরা কী লিখবেন? নীল ও নিখিলপ্রেমে
মগ্নময়ী মায়াময়ী ঋতুময়ী বাঙলাদেশ
এখন তো আগের মতো নেই ।

শেষ খেয়া এখনো ছাড়ে নি

ভাসতে ভাসতে এতোদূর এসেছো
ডুবতে ডুবতেও ডোবোনি। নিশ্চিহ্ন হ'তে হ'তেও বেঁচে গিয়েছো
বহুবার। অথচ এখনো শিখলে না সোজাপথ।
প্রজ্ঞা পেয়ে হয়েছো অহংকার, আস্ফালন
আর যখন পেয়েছো প্রেম, তখন করেছো পূজা
গাছকে, পাথরকে, বিগ্রহকে
সম্মান, স্বীকৃতি, উপাসনা—পার্থক্য বোঝোনি এ সমস্ত শব্দের
সবকিছু মিলিয়ে গুলিয়ে হয়েছো অপমান প্রকৃত প্রতীতির
হে মূর্খ মানবতা! এখনো তোমার প্রশ্রয়ে সেই পুরনো অসুখ
এখনো পূজাঅর্চনায় ম'জে আছো
প্রবৃত্তির, প্রযুক্তির, ব্যভিচারের, ব্যতিব্যস্ততার
গড়েছো নতুন করে আধুনিক বুদ্ধিমান বেদী।
দ্যুতিদগ্ধ মানুষেরা আর তাঁদের আকাশী পুস্তকগুলো না পেলে
অনেক আগেই যে তুমি মৃত্যুবরণ করতে
সে কথাতো এখনো চাপা দিয়ে রেখেছো
উপেক্ষা নামের পাথরগুলো দিয়ে।
দ্যাখো, আকাশ আর পৃথিবীর সৃজনশৈলী
বৃত্তগতি দিবস এবং রাত্রির
প্রাণী, পাখি—নিসর্গায়ন, নৃ-রহস্যের, নদীর, বৃক্ষের—
একই সুরে বলে যায় পবিত্র সে প্রভুত্বের কথা।
প্রত্যয়ের পথিকেরা দেখিয়েছেন সহজ সড়ক
অবিভাজ্য সেই পথে ডান বাম কখনো থাকে না।
এখানে পথের সাথে মিশে আছে সকল শেকড়
মানবতা ! মানো কথা। শেষ খেয়া এখনো ছাড়েনি।

ক য়ে ক টি প ঙ্‌ক্তি র জ ন্য

আমাকে সাহায্য করো
আমি আমার অক্ষমতাকে হত্যা করতে চাই
গোপন নিপুণ একটি ছোরা দাও
আমার আমাকে আমি চিরি, ছিঁড়ি, ফাড়ি ।
আমি আমার অহমিকাকে হত্যা করবো
বাকহীনতাকে করবো মৃতের কফিন
মাত্র একটি কবিতার জন্য ।
আমিতো আজীবন প্রভু তোমাতেই জ্ব'লেছি পুড়েছি
সমর্পণের সৌগন্ধে ডুব দিয়ে
আত্মার সেজদার শব্দ তুমিইতো করেছো শ্রবণ
সত্তার রক্তের সুর কে শুনেছে তুমি ছাড়া আর?
যে বলে 'নাস্তিক আমি' তারই সত্তা বিরুদ্ধ প্রমাণ
সকল অস্তিত্ব নিত্য তোমারই মহিমা নিয়ে নাচে
যে জানে না দর্প তার নিশ্চিত নিরাময়হীন—
তোমার অনুগ্রহের গায়ে ধার দেয়া একটি অস্ত্র দাও
নীরবে নিহত করি অশক্তিকে
হই শংকা, প্রেমবাণী উদাসীন সকল মনের
শব্দঅহংকারে যারা চাপা প'ড়ে গোঙানিকে কাব্যচর্চা বলে
সহজে দুফাঁক করি তাহাদের খ্যাতির মাকাল ।
আমাকে সাহায্য করো
তোমার দয়ায় দানে আহৃদয় দ্রবীভূত হয়ে
হত্যা করি অসাহসকে
মাত্র ক'টি পঙ্‌ক্তি লিখে হয়ে যাই মুগ্ধ অবসর ।

শী তা ত ং কে র স ম্মু খে

শীতের দেরী নেই । একরকম বিস্ময় ও বিষণ্নতা নিয়ে
অমোঘ অদৃষ্টের মতো নেমে আসে হিম হাওয়া
কুয়াশা পড়ে খুব খণ্ডিত দিগন্ত জুড়ে
প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা য্যানো ফিস ফিস ক'রে
ঠাণ্ডা কথা বলে আমাদের প্রান্তরে, ঘরে ।
অনেক বিলম্বে বোনা ধানের মাঠে
দীঘির গায়ে লেগে থাকা একান্ত অনুচ্চ সমমাপের তরঙ্গে
সারারাত প্রায় বৃষ্টির মতো কুয়াশাপাত
প্রায় নির্জীব ঘাস, ডুমুর, মহুয়া, দেবদারু
আগাম লাগানো শীতপুষ্পের চারা
প্রচণ্ড কুয়াশাপাতের আড়ালে প্রায় হারিয়েই ফ্যালে
দূরনক্ষত্রের ঠাণ্ডা দ্যুতি, কে য্যানো বিছিয়ে রাখে
আমাদের জীবনদেহে বিভঙ্গিত বিষাদের ঘ্রাণ ।
উদয়াচল ও অস্তাচলের জংশনে বার বার ট্রেনবদল
কোথায় যাচ্ছি? এ সময়টা মাধবীলতার ঝাড়ে
উপচে পড়ে ফুলের জোয়ার । মওসুমি ফুলগুলো
ফুটবো ফুটবো করে— ধরলা ও তিস্তা নদীর পাড়ের
মানুষগুলোর জন্য মনটা ক্যামন য্যানো হয়ে যায় ।
শীতবস্ত্রের অভাবে এবারও সেখানে মানুষ মরবে নিশ্চয়
ফসলের ফলন ভালো নয় ।
শীতচিন্তা, অন্নচিন্তা—শিশিরের সংরাগন মুছে যায়
নিস্তরঙ্গ হিমবাহে ভ'রে যায় দেশ, দেহ, মন—
কোথায় চলেছি আমরা হে হিমেল শিশির!
শীতের সংকট নিয়ে, অস্তিত্বের দাবিদাওয়া নিয়ে—

চাঁ দা বা জ

আধুনিকেরাও অনাধুনিক হয়ে যাচ্ছেন দ্রুত
উত্তরাধুনিক শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে যেখানে সেখানে
তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই — অনাধুনিক, আধুনিক
উত্তরাধুনিক— অতীত বর্তমান ভবিষ্যত
তার মানেই খণ্ডিত কালচেতনা—
খণ্ড খণ্ড। ভণ্ডদের পোয়াবারো বিলাস
অসহিষ্ণু ও গুঁতোগুতির সভ্যতায় এরকমই আওয়াজ এখন
হারাম হরতাল করতে এখন হুজুরেরাও এগিয়ে আসছেন
ন্যায় অন্যায় অশ্লীলতা সবকিছুই এখন
করতে হবে বোমাবাজি আর
মিছিলের মাধ্যমে— কায়রোতে কী হলো?
ব্যভিচারকে বৈধ করতে হবে— গর্ভপাতকেও
জরায়ুর স্বাধীনতার পক্ষে ধেড়ে ধেড়ে আঁতেলরাও
মিছিল করেছে। রাজনীতির বুড়ো আঙুল চুষছে
কবিরা, আর শব্দের এ্যানাটমি পাঠকে বলছে কবিতা
লাশকে নিয়েই জল্পনা, জটলা, বিদ্যাপ্রদর্শন
কিন্তু আমরাতো জীবনের মাটিতে দাঁড়ানো
বিস্মৃত বিস্মিত কিছু শব্দসম্ভার চেয়েছিলাম
জন্মতো মহাকালিক নিয়মেই দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে
ফুলের, জ্যোৎস্নার, মানুষের—
আধুনিক, উত্তরাধুনিক, তার পরের আধুনিক
কী লাভ এসব ব'লে— কবিতার গায়ে চাঁদমারি ক'রে
এসব তো আসলে হঠাৎ বোমাবাজির মতো ব্যাপার
সবাই সন্ত্রস্ত হলো কিছুক্ষণ—হৈ চৈ করলো— এই আর কি
আসলে পেশাদার চাঁদাবাজেরা চাঁদা না পেলে যা করে
বৈধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে— শিল্পের সঙ্গে এখন
সেরকমই কবিতাবাজি চলছে।

শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খল

আকর্ষণ মানে কষ্ট। ওদিকে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ।
আমার আপাদমস্তক বিকর্ষণপ্রবণতার মধ্যেও
ভালোবাসা কীভাবে য্যানো ঢুকে পড়েছে মনে হয়
প্রান্তরের প্রাণীগুলোর জন্য, উদ্ভিদগুলোর জন্য
পদ্ম, কচুরিপানা এবং কলমিলতার জন্য
স্বেদসিক্ত মানুষদের জন্য, যারা শতসংগ্রামের মধ্যেও
এখনো আঁকড়ে ধ'রে আছে মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তানদের
যৌতুকযন্ত্রণায় পোড়া বুবুদের, কন্যাদের।
তাদের স্মৃতি ও সন্তাপ অদ্যাবধি আমাকে পোড়ায়।
জানি, আমার এ ভালোবাসায় তাদের কোনো উপকার হয় না।
ক্যানো হবে? ভালোবাসা কি ভাত না কাপড়?
হে আমার জীবনদাতা আল্লাহ্!
আমিতো তোমার সৃজনসৌন্দর্যকে এবং
বিপর্যয়তাড়িত মানুষদেরকে ভালোবাসার ব্যাপারে
অতিরিক্ততাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি নিতান্ত অবুঝের মতো।
শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খল— আমার ভালোবাসা
আমার আপন যারা, তাদের সকাশ ছেড়ে চলে যাবো
এ সমস্ত কথা ভেবে কষ্ট পাই—

ক্ষ র ণে র এ পি টা ফ

কষ্টের কথা ছাড়া এখন আর কোনো কবিতা লেখা যাবে না
শ্রমজ রাত্রি আর ঝাঁঝালো দিন
এরকম তীক্ষ্ণতম তেষ্টাকে লালন করেই কালাতিপাত
পরাপরাক্রমের সমকামী চক্ষুতে আশ্রয় নিয়েছে মানবতা
জনক্ষীতি নাকি সমস্যা— জনহিংসা নয়
সমুদ্রের নোনা ফেনাকে শাসন করছে
এমফিবিয়ান যুদ্ধজাহাজ
নক্ষত্রকাননের দিকে নজর নিবদ্ধ ক'রবার মতো সময় কই?
এদিকে জাতিসংঘের আণ্ডা-বাচ্চারা অনর্গল উচ্চারণ করছে
মানবতার মন্ত্র । কবিতা এখন ক্যামন ক'রে পালাবে
ষড়যন্ত্রের আক্রমণ থেকে । রাজাকারিত জিঘাংসা থেকে—
নাপাক নাস্তিকতা থেকে
গুলিবিদ্ধ হয়নি, বোমাবিমুক্ত— এমন শব্দাবলী কোথায়?
পৃথিবীর সকল ভাষাই সন্ত্রস্ত
পরিবারের মতো প্রকৃত প্রেমকে আর পরিচর্যা করতে চায় না
স্বাধীনতাপ্রবণ নারীরা, শিশুদের কী হবে—
কী আর হবে । পশুশাবকেরাও তো খেয়ে দেয়ে
বড়ো হয়— জন্মশাসন, জন্মসমস্যা—
মানুষের জন্ম অনভিপ্রেত এখন
প্রযুক্তির কাছে, প্রজ্ঞার কাছে, পরাশক্তির কাছে ।
নিভন্ত রাত্রি, জ্বলন্ত দিন
এ সকলকিছু নিয়েই এখন আমাদের আধুনিক, উত্তরাধুনিক
ইত্যাকার মরণোন্মুখ শিল্পকর্ম—
আর ওদিকে পরিত্রাণের পারাবত ডেকে চলেছে একটানা—

শো ক মি ছি ল

পৃথিবী কোনোদিনই পরিগ্রহ করেনি আনন্দের রূপ
দেখুন না প্রতিটি ফুল ঝ'রে যাবার জন্যই জন্মায়
প্রতিটি নদী হারিয়ে যাবার জন্য
প্রতিটি সূর্যোদয়ও তেমনি রাতের পায়ে নত হবার জন্য
উত্থান পতনের জন্য
জীবন মৃত্যুর জন্য
অর্জন অবলোপনের জন্য
সৃষ্টির সকল উদাহরণ এরকমই মুছে যাবার জন্য ।
দেখুন প্রতিটি মানুষ কী বাধ্যগতভাবে বহন করে চলেছে
বিচ্ছেদের জানাজা, একজনের জন্য একজন
একজনের জন্য অনেকজন
অনেকজনের জন্য একজন
'সুখ' শিশুতোষবিদ্যা, আর 'শোক' প্রজ্ঞার পরিণত অনুভব
দেখুন আমরা সকলেই সকলের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি—
নিরুপায় মানবতা! দুঃখ ও দহনের ডালপালাগুলো মেলে দিয়ে
কোন সুখ পেয়েছো শরণদ্বীপ থেকে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে
মিসিসিপির উপকূলে, ভলগায়, গঙ্গায়, হোয়াংহোতে
একবার মুখে মাখছো রৌদ্ররশ্মি, আর একবার ঠাণ্ডা আলো নক্ষত্রের
এভাবেই বেড়ে চলেছে কোটি কোটি দুঃখের বসত । নিরন্তর ।
এ মিছিল শেষ হবে । আমরা এক হবো ।
তারপর কে কোথায় যাবো—

রোদনের অরৌদ্রিক ধ্বনি

কোথাও কিছু কি হচ্ছে? কোনো রোদন
কিংবা রোদনের কোনো আয়োজন?
প্রাত্যহিকতাপ্রবণতার ধোঁয়াটে আকাশে
নিঃশব্দ নক্ষত্রপাতের সংবাদ
সময়ের মৃত্তিকায় সবুজাভ পত্রোত্থান?
বিচূর্ণ বুকের কোণে জ্যোৎস্নার আওয়াজ নিয়ে
ফুটেছে কি সে কথাটি, রোদনরহিত রাত্রি নিরুত্তর সমাধির মতো?
কবি! কাঁদো ক্যানো? তোমার কি দায় বলো
বেভুল মিছিল কি ফেরে একাকী প্রয়াসে?
জটিলাক্ত অক্ষয়তায়— দ্যাখো না অসাড় হয়ে আছে
সম্ভাব্য ফুলের গন্ধ, অনাগত শিশুদের ভ্রূণ ।
এমন উৎকর্ণ ক্যানো? শুনতে চাও কোন কণ্ঠ?
শোণিতাশ্রু ঝরে কিনা জানতে চেয়ে চেয়ে
কতো দীর্ঘ অপেক্ষা হয়েছো
তবু ক্যানো শ্রুতি হয়ে আছো এখনো আগের মতো
কবে থেকে ধ'রে আছো একটিই পোড়ানো জীবন
রোদনরহস্য ভরা আসা যাওয়া পথের ছায়ায় ।
কোথায়— কিছুইতো নেই । কেউ নেই ।
সাথী চাও? তাই কি তুলেছো প্রশ্ন সবিষণ্ন
কোথাওকি হচ্ছে কিছু? রোদনের অরৌদ্রিক ধ্বনি—

দূরবর্তী গন্ধ

একটি দূরবর্তী গন্ধ ছাড়া অন্য কিছু নয়
আমাদের সকল কবিতা।
কাগজ—কলম— কালি কেউ পারে না
ওই কবিতাটিকে ধারণ করতে
যার পরে আর কোনো কবিতা লেখা সম্ভব নয়।
অতএব একই সঙ্গে চলে
প্রচেষ্টা-অক্ষমতা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতো পালাক্রমে
প্রচেষ্টার দিবস। অক্ষমতার রাত্রি।
অর্থময় অর্থহীন শব্দগুলো একে একে জমা হয়ে শেষে
খ্যাতি হয়, কৃতি হয়, আয়ত্তের বাইরে থাকে চাওয়া পাওয়া—
কবিতা কি তবে অক্ষমতার রূপসী বিবরণ
অনিরাময়ী ক্ষতের মলম, শব্দনেশা—
অন্তহীন অক্ষরায়ন, অনুক্তব্য পরিপ্লাবন
আসলে কবিতা বুঝি সেরকম খড়কুটো
বিফল জেনেও যাকে আঁকড়ে ধরে ডুবন্ত মানুষ
এ আমাদের মানুষের পিপাসার মহাইতিহাস
অবোধ্য অন্তরজাত অচরিতার্থ ব্যর্থ অভিলাষ
কবিতার কাছাকাছি তবু আছি আমরা এখনো।

পা রি নি

আমি আমার অন্তরবয়বকে কতিপয় শব্দের সমান্তরালে
দাঁড় করাতে চেয়েছিলাম । পারিনি ।
বিষণ্ন সময়াতিপাতকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম
বাণীর আদলে । তাও পারিনি ।
দুঃখগুলোকে দেখতে চেয়েছিলাম অশ্রুতপূর্ব উপমায়
অক্ষরগুলোকে ভেঙেচুরে জোড়াতালি দিয়ে
পেতে চেয়েছিলাম স্থাপত্যকর্মের ধ্রুপদী ধরণ
সে আশাও পূরণ হয়নি আমার
কবে হবে? কবে সৃজনের সৌম্যশান্ত নির্মোহ নিয়মে
আমাকে শোনাতে পারবো ওই মগ্ন এলিজির মতো
সকল আত্মার সাথে যার হয় পূর্ণ যোগাযোগ ।
ডুকরে ওঠা হাহাকারে কবে পাবো শব্দসংযোজনা
সূচনা সমাপ্তি যাতে মূল মর্মে সমর্পিত হয় ।
'জানিনা' পুরনো কথা আমিতো নতুনতর
উপমা উৎপ্রেক্ষা চাই । আমার সকল প্রাণ, ত্রাণ, অভিমান
একান্তে করেছি জমা— কোন শব্দে রাখি সেই কথা ।
চেয়েছিলাম । পাইনি । ভেবেছিলাম । হয়নি ।
ক'কোটি আঘাত পেলে রক্ত অশ্রু শব্দ হয়ে ফোটে
হৃদয়ে হৃদয়ে চলে অসীমের আলাপন
সে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া শব্দগুচ্ছ গর্ভবতী হলে
হয়তোবা জন্ম নেবে কবিতার অক্ষয়তা
বিরহব্যথিত কিছু কথা ।
আমি আমার হৃদয়াশ্রুকে সেরকমই দুর্নিরীক্ষ্য কিছু রোদনে
প্রতিচিত্রিত করতে চেয়েছিলাম । পারিনি ।
ভেবেছিলাম মহাকালের সমকাল হবো । তা-ও পারিনি ।

আ র এ ক টু অ পে ক্ষা ক রো

অপেক্ষাগুলোকে গুঁড়ো ক'রে পরীক্ষা করেছি
চিত্তচাঞ্চল্যের কোনো জীবাণু সেখানে নেই
অধৈর্য হবার সাহস তো উবে গেছে অনেক আগেই
ধৈর্য সংরক্ষণের একটা অনুশীলন চলছিলো মোটামুটি
এখন তা-ও নেই ।
নিস্তরঙ্গ প্রতীক্ষাগুলোকে এখন প্রেমের মতোই প্রিয় মনে হচ্ছে
এভাবেই আমাকে দাঁড় করানো হচ্ছে সুন্দরের সমান্তরালে
বানানো হচ্ছে সুকুমারবৃত্তির প্রকৃতআধুনিক প্রতীক
যারা তাদের করোটিতে কান্তিময় কুটিলতা পোষে
ইচ্ছেমতো কবিতার গায়ে লাগিয়ে দেয় কূটগন্ধি পারফিউম
তাদেরকে মুছে ফেলবার জন্য ।
কবিতারাও সশস্ত্র এখন
হিংসার ককটেল, বিদ্বেষের কাটা রাইফেল
শ্লেষ, শ্লীলতাহীনতা আর অবিশ্বাসের চাইনিজ কুড়াল
এখন দেদার ব্যবহৃত হচ্ছে নন্দনতাত্ত্বিকতার রাজপথে
এসব শিল্পিত অসভ্যতাকে বধ করতে হলে
আমাকে তো হতেই হবে অতীতের গোশত, বর্তমানের চামড়া
আর ভবিষ্যতের জীবন্ত হৃদয়—একসাথে ।
অপেক্ষা ওই মহাজাগতিক শব্দস্পর্শের জন্যই
আমাকে এখন ওই নিখুঁত নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে তৈরী
তরণীটির মাঝি বানানো হচ্ছে
প্রেমের পাল, রহস্যের বৈঠা, বিচ্ছেদের বাতাস—
এ সবই এখন আমার জীবন, পৃথিবী ও আবিষ্কার—
সুতরাং পবিত্র হও হে আমার অনন্যনিরপেক্ষ অপেক্ষা!
আর একটু অপেক্ষা করো ।

পা খি টি

ডানায় অসংখ্য আকাশের গন্ধ
বাতাসে দুলছে সংকটাপন্ন এবং নিষিক্ত নীড়
পাড় ভাঙা তরঙ্গাঘাতের মুখে এখন দিনাতিপাত পাখিটির
আশ্রয়ের অনিশ্চিতি পাথর ক'রে রেখেছে পাখিটিকে
নির্মম মাটির কাছাকাছি।
কুয়াশার জলজ প্রলেপে আচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত
চারপাশে উড়ছে স্মৃতির নক্ষত্ররাজি, নীহারিকা, উল্কাস্পর্শ
বুকে শুধু ব্যথাদীর্ণ দীপ— জ্বলছে।
তবুও উড়াল তার নীড় থেকে নীড়ান্তরে
অস্পর্শিত অন্তরের দিকে খুলে দিচ্ছে মগ্নতার খিল।
একান্ত স্থির চঞ্চু। পানাহার ওই দুর্জ্ঞেয় বৃক্ষের ফল
আর রহস্যের উপনদী— যার রূপ গন্ধ নেই, রঙ নেই।
রাত্রি যায় না দিন আসে, দিন যায় না রাত্রি আসে
ঠাহর হয় না। তার কান্না তারই বুকে কাঁদে
এটাই তো সঠিক কথা— যার ব্যথা সে-ই বোঝে
অন্য কেউ নয়।
নিজের নিগূঢ় নীড়ে অনেক আগেই
আত্মহত্যা করেছিলো পাখিটি
জীবনের অবোধ্য প্রজ্ঞা, অনিঃশেষ, অনির্দেশ্য—
প্রেমমূল, অশ্রু, রক্ত— এ সমস্ত বিনিময় তার।

স্ম র ণ সা গ র জ লে

না । আর আসবে না । বিস্মরণের বসন্তকাল ।
আমাকে চঞ্চল করে—কার সাধ্য?
সত্তার শহর সব তোমার স্মরণজলে ডুবে আছে
আমি আর জেগে উঠবো না কোনোদিন
প্লাবনপূর্ব দিবসের বচসা কিংবা কোলাহল হয়ে ।
যদি পারো চলে যাও সত্তার শহর ছেড়ে
কিন্তু কোনো গতি নেই । ক্ষমতাহীনতার পরিপ্লাবন
আপন সীমানা জুড়েই আবর্তিত হয় ।
কার ক্ষমতা আছে—নির্ধারিত সীমা ছেড়ে চলে যায়
আপনার কক্ষপথ ছাড়া—আপন আগুন ছাড়া, অন্যদিকে?
ফুল ও ফসল সহ নিসর্গের সকল শৃঙ্খলায়
একই উচ্চারণের প্রতিপূরণ—একইরকম সৃজনস্মরণ
মানুষ বিদ্রোহী শুধু মনোনিবেশন থেকে উদাসীন
বিস্মৃতির প্ররোচনা নিয়ে অসুন্দর প্রজ্ঞা হ'য়ে মজে থাকে
জানে না আশ্রয় কার কাছে?
এখন আমি আশ্রয়ের শহর ছাড়া কাউকে
অন্য কোনো দিকে যেতে বলবো— কী ক'রে সম্ভব?
আমিতো কামনা করি বিস্ময় ও বিশ্বাস নিয়ে
মানুষেরা মগ্ন হোক
ডুবে যাক সকল শহর, স্মরণসাগরজলে—

অ থ বা উ পে ক্ষা ক রো

একদল অস্পৃশ্য মতবাদের গায়ে লিখে রেখেছে
একমাত্র আচরণীয় বিশ্বাসের নাম
আর একদল বানিয়েছে নাস্তিকতার বিগ্রহ
প্রেম ও প্রত্যয়স্নাত বাঙলাদেশে ।
বেশ দেদার চলছে দুই দলের টানাহেঁচড়া
ভাষা আন্দোলন নিয়ে, স্বাধীনতা নিয়ে
শাসনাধিকার নিয়ে
অথচ প্রকৃত যুদ্ধের রক্তাক্ত আনন্দে এদের একদলকেও
পাওয়া যায়নি । যাবেও না কোনোদিন—
একদল দালাল ঘাতক
আর একদল পদ্য ও প্রবন্ধ নির্মাতা যুদ্ধের বাইরে এবং পরে
আমাদের সাধের ও স্বপ্নের একুশ এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিলো
অবশ্যই এদের প্ররোচনা এবং অসৎ বিশ্বাসমুক্ত ।
এদের হিংস্রতা এবং পান্ডিত্যকে বাদ দিয়েই বয়ে চলেছে
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বারুদবাহিত নদী
শান্তি ও সংঘর্ষ নিয়ে মহাকালের অতলতায় ।
বাঙলাদেশের হৃদয়ে যে বিশ্বাস জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন
দূরাগত ওই দরবেশের দল— সেই বিশ্বাসের আগুনেই
বারবার ঝ'লসে উঠেছে আমাদের সকল আন্দোলন—
যুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর যুদ্ধ । প্রমাণ— পরাধীন বাঙলায়
কোনোদিনই ফুটে উঠেনি সংঘর্ষের সুন্দর ফুল
ভাষার জন্য । স্বাধীনতার জন্য ।
বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস কি কখনো সমার্থক হয়?
রগকর্তন করে অক্ষয় বিশ্বাসের মৃত্যু আনা যায় না
আর প্রদীপ নির্ধারণ করতে পারে না মঙ্গল অথবা অমঙ্গল
অতএব বাঙলাদেশ! ওদেরকে শাস্তি দাও । অথবা উপেক্ষা করো ।

মেঘ ও পাখির মতো

সময় কম। এতো কম যে এই মুহূর্তে
আমাদের ঘরে, মাতৃসদনে যে শিশুরা ভূমিষ্ঠ হলো
তাদেরকে একনজর দেখবার ফুরসতও আমাদের নেই।
তাছাড়া পাসপোর্ট, ভিসার ছুরি দিয়ে কী নির্মমভাবে
কেটে ছিঁড়ে আলাদা ক'রে রেখেছি আমরা আমাদেরকেই
স্বাধীনতার নামে
জাতীয়তার নামে
নিরাপত্তার নামে
নায়েগ্রার প্রপাত, গোবি, সাহারা, হিমালয়
দ্বীপ বদ্বীপ উপদ্বীপ—সবকিছু টুকরো টুকরো করে ওড়াচ্ছি
হাজার রকমের পতাকা একটিমাত্র বসবাসে।
আবার আকাশকেও আঘাত করছি
প্রস্তুতি নিচ্ছি গ্রহযুদ্ধের — চলমান গৃহযুদ্ধের সাথে সাথে
আমরা কি তবে এবার আকাশকেও ভাগ ক'রে ফেলবো
বাতাসকে শেখাবো মানবতা
নক্ষত্ররাজিকে গণতন্ত্র
মেঘ ও জ্যোৎস্নাকে বস্তুবাদের সংজ্ঞা
কিন্তু মেঘেরা মানে না এসব কথা। পাখিরাও নয়।
সময় কম। এখন শত চেষ্টা করলেও আমরা
খোঁজ নিতে পারবো না সকল সংসারের—
একটিবার যদি আমাদের সকল শিশুকে
এক এক করে জড়িয়ে নিয়ে চুমু খেতে চাই
তা-ওতো পারবো না।
আসুন আমরা প্রতিটি নতুন অতিথিকে মাত্র একটি ক'রে
রজনীগন্ধা দেবার অঙ্গীকার করি। দেখবেন—
ভাঙা টুকরোগুলো এই মুহূর্তেই হয়ে যাবে ভালোবাসার সবুজ গম্বুজ
সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও। আমরা এখন
আমাদের আপন আত্মার কাছে যাবো। আমরা এখন
মেঘ ও পাখির মতো হবো।

ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

স ম্ভা ব না র ছা য়া

কোথাও ছায়া পড়ে না আমার । আশ্চর্য!
আয়নায়, পানিতে— কোনোখানে প্রতিবিম্ব নেই
ক্যানো যে হঠাৎ এরকম হলো—
রক্তের ভিতরদিককার পোশাকটা খসে পড়লে
এরকমই হয়, মনে হয় । আমি এখন সম্পূর্ণতই নগ্ন
আত্মার দিক থেকে । আমি এখন মমতার মূল,
নৃতত্ত্বের নিগূঢ়তা- উপমাবিহীন ।
মুখহীন । অবয়বহীন ।
আত্মার তো কোনো ছায়া থাকেনা । আমি এখন
আত্মার ছায়াহীনতা । নিসর্গের সকল শূন্যতায়
অশূন্যতায়, বন্ধনাবদ্ধ অন্তহীনতায়
আমার স্পর্শ আছে, সম্পৃক্তি আছে
কিন্তু কোনো ছায়া নেই । ছায়া থাকলে
প্রতিচ্ছায়া থাকতো । প্রতিচ্ছায়ারাই তো কবিতা হয় ।
ওদিকে দিন-রাত্রির বিবর্তনের মতো নাড়া দিতে থাকে
প্রজ্ঞা ও প্রয়োজন । অথচ আমি সমস্ত প্রয়োজনের
অতীত এক ধরনের নিরপেক্ষ নির্মমতা নিয়ে
মহাকালের ডাল ধরে দোল খাচ্ছি ।
সামান্য টের পাই — কোথায় য্যানো এক
অপরিসীম অশ্রুহীনতা গোপনতম ডলফিন
হয়ে কাঁদছে । সুরহীন । স্বরহীন ।
জানি এখন কোনো কিছুই আর আমার ছায়াকে
ধারণ করবে না । বরং আমাকেই বুক পেতে
নিতে হবে সকল কিছুর ছায়া । সম্ভাবনা—

প রি প্রে ক্ষি ত

দূষণদংশনে ঝ'লসে যাচ্ছে বাতাসের বসতি
সমুদ্রের সংসার । অরণ্যে ওঠেনা ঢেউ সবুজের
বিলোপের স্থিরচিত্র— বৃক্ষকুল
ঋতুদের রক্তচক্রে কিঞ্চিৎ ভেজায় চঞ্চু
স্বপ্নের শরৎশশী, ব্যথিত বসন্ত
অন্ন ও অক্ষমতা নিয়মিত অনিয়মের মতো
ছদ্মবেশী হন্তারক হয়ে
টহল দিচ্ছে দিনরাত্রির আঙিনায়
আকাশের নৈশ বিচ্ছুরণগুলোও রাত পার করে দিচ্ছে
নতুন কোনো আলো না ছড়িয়েই
রক্তশূন্যতায় ভুগছে শুক্লপক্ষ
আর কৃষ্ণপক্ষে উড়ছে অসুন্দর অন্ধকার
নিসর্গের ভাষা এখন শুষ্ক অভিসন্দর্ভের মতো
এরকম অবস্থায় ক্যানো নির্মাণ করতে যাবো
সৌসাদৃশ্য, শব্দের সঙ্গে দায়িত্বহীন সঙ্গীতের
আমি কী কেবলই কবি?
শ্রমের সংসারে আছি প্রধানত মানুষ বলেই
জানি, অবিশ্বস্ত পদ্য নিয়ে মানুষের সমাজ বাঁচেনা ।

যা র জ ন্য জা গি

স্বপ্নের সলীল গন্ধে ঘুম ভাঙে
জেগে উঠি ঘুমের ভিতর
শব্দের সাম্পান এক ভেসে যাচ্ছে,
তার বাতাসভরা পালে দেখি আমার হৃৎস্পন্দন
উজানগামিতার প্ররোচনা নিয়ে শিস দিচ্ছে।
মাঝির মুখ দেখি না। বলি — ও মাঝি
স্বপ্নের সাম্পান নিয়ে কোন দেশে কতোদূরে যাবে?
অন্তহীনতার তরঙ্গ ছাড়া সামনে যে আর কিছুই দেখি না—
আমার কথা আমার বুকেই বাড়ি খায়
কাকে প্রশ্ন করছি? মাঝি হাসে চেনা স্বরে
তার মুখের আরশিতে আমারই মুখের ছায়া
ভাবি, এই বিশাল রহস্যময় রাতে
দৃষ্টি এবং দৃষ্টিহীনতার এই অদ্ভূত অভিসার ক্যানো?
সম্পানের অদূরে একটি রোদনকাতর গাঙচিল
পুষ্পাভিলাষী নির্ভরতা হয়ে উড়ছে
আমি ঠাহর করতে চেষ্টা করি
কোনদিকে কাঙ্ক্ষিত কানন?
সবদিকই তো সমমাত্রিক গন্ধে ভরপুর
আর আমি দিকের দেয়ালগুলো পেরিয়ে এসেছি অনেক আগেই
চোখের দেয়ালটুকুও ভেসে গ্যাছে অনলের জলে
তবু তাকে দেখি না — যার জন্য জীবন ধরেছি
যার জন্য জেগে আছি নিরবধি, নিদ্রার ভিতর।

যখন সাক্ষাৎ হবে

বিশ্রামেই শ্রান্ত হই। শ্রমে নয়।
বৈভবেই দরিদ্র হই। অভাবে নয়।
বিশ্রাম তো অকর্তব্যের নাম
বৈভবের নাম বিস্মরণ, দূরবর্তিতা
আমিতো সকল অদায়িত্বপ্রবণতাকে ঠেলে ফেলে
চলে এসেছি মহাকালিক রৌদ্রে
ছায়াহীনতার নাম পৃথিবী এবং জীবন
বিশ্রামে বিপর্যস্ত যারা তাদের পথে নয়
আমি চলেছি তাদের পথে যারা মানুষকে
তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দ্যায়, বলে
নিসর্গে নিমগ্ন রাখো দৃষ্টিপাত, কিন্তু
পথ চলা বন্ধ করে নয়।
ওহে মানুষ, মগ্ন হওয়া ভালো নয় পার্থিবতায়
এখানের সৌন্দর্য সবই অ-স্থির, পতনপ্রবণ
বৃষ্টি, বিভা, বিহঙ্গম, পত্র, পুষ্প, প্রেম
এসব সামান্য কিছু নিদর্শন সুন্দরের—
এ সমস্ত তাঁহারই স্মরণ।
সুতরাং আনন্দে আবিষ্ট হওয়া ভালো নয়
বিশ্রামে বিনষ্ট হয় প্রত্যয়িত প্রেমপন্থা
বৈভবে বিচ্ছিন্ন প্রেম
শ্রমের নিঃশ্বাস নিতে আজন্ম অভ্যস্ত আমি
পদবিক্ষেপী বিশ্রামের বুকে
তখনই থামবার প্রশ্ন, যখন সাক্ষাৎ হবে—

পৃথক প্রান্তরে এসে

এ ক্যামন দৃষ্টির অতিরিক্ত প্রান্তর
চলা যায় না। দাঁড়ানোও যায় না
জ্যোৎস্না, কুয়াশা, নক্ষত্র কোনো কিছুই দৃষ্টিবদ্ধ নয়
অন্ধকারকে পাওয়া যায় না। আলোও অনুপস্থিত।
দ্যাখার ক্ষমতা জুড়ে নুয়ে আছে রহস্যের ডাল
প্রতিটি পাতায় তার নির্বাক মুগ্ধতা আর হতবুদ্ধি
অসংযতি, অসংহতি, উপায়বিহীনতা ইত্যাদি।
স্বপ্ন ছিলো— সকল মানুষের সাথে পূর্ণ হবো
সেই স্বপ্নের সূত্রপরম্পরায় এখানে আসা।
এটাই আত্মার মাঠ পৃথিবীর, পরাপৃথিবীর
এখানেই আমি এবং আমরা এক হয়ে যেতে পারি
এই প্রায়ান্ধকার রহস্যের প্রায়-উজ্জ্বল প্রান্তরে।
প্রেম ও বিশ্বাস এখানে একই ফুলের রূপ ও সুবাস
একই পাখির বুক এবং ডানা, একই নদীর স্রোত ও সলিল।
দৃষ্টির অতিরিক্ত প্রান্তরটির কথা জানাতে হবে সবাইকে—
কিন্তু হায়, শব্দের সৌগন্ধ নিয়ে আসে
এমন বাতাস এখানে নেই।

স্বপ্নের অধিক

তার দর্শনের মধ্যে ভিন্নতা তো থাকবেই
যে দেখতে পায় দৃষ্টিসঞ্চালন ব্যতিরেকেই
যে ফুলকে দ্যাখে সূচনার অস্তিত্বহীনতা
নিশ্চিত অবলোপন, রূপ এবং গন্ধ সহযোগে।
তার অবলোকনে অনন্যতা থাকা স্বাভাবিক।

তার কথায় ভিন্নতা তো থাকবেই
ওই সকল শব্দকর্মী থেকে, অস্তাচলাশ্রয়ী সময়েও
যারা করে নাস্তিক্যবন্দনা
অচরিতার্থ অভিলাষের মতো
যারা জানে নিশ্বাসবিশিষ্ট এই কোলাহলই শেষ কথা।
আর যে পেয়েছে প্রত্যয়ের প্রশ্বাস ভরা বক্ষাধার
যে জেনেছে জানার আড়ালসহ অজানিত বিদ্যাবত্তা
মহাজীবনের জলে খেলা করে যাহার অক্ষর
তারই প্রেম, প্রশ্ন নিয়ে জেগে ওঠে যোগাযোগ
এপারে ওপারে। সৌন্দর্যের শরীর আর আত্মাসহ
তারই তীর্ণ শব্দাবলী স্বপ্নসহ স্বপ্নের অধিক।

দু রা শা র দি ন লি পি

একই ঝর্ণা থেকে নেমে আসবার পর এই বিভক্তি
পরিণাম যাই হোক অপার স্বেচ্ছাচার কিন্তু এখানেই
তাই কবিরাও স্বেচ্ছাচারিতার ঘোষণা দ্যায় অবলীলায়
তাই অন্ধকারের উপপথগুলো এতো বেশি নেশাসক্ত ।
আকাশী উজানে শুধু একটি পাখির বুক ব্যথাতুর
উপেক্ষার আঘাতে তার ক্লান্ত ডানা বেদনা ঝরায় ।
বিচিত্র উদার তুমি, প্রত্যয় ও অপ্রত্যয় পায় পাশাপাশি অধিকার
তাৎক্ষণিকতা বুঝি তোমার বিধান নয় এ প্রবাসে, হাসে
হাজার মুখের হাসি, বিশ্বাসী ব্যথার গায়ে লাগালাগি
পুরস্কার তিরস্কার তাই এ নিবাসে প্রতিফলনহীন ।
অপেক্ষা ও অব্যাহতি— এই নিয়ে বয়ে যাচ্ছে এখানে সময়
তারপর কী উপায়? একথা জানে না কোনো স্ব-ইচ্ছার উপাসক
প্রজ্ঞায় অথবা গণনায় ধারণযোগ্য নয় তোমার অপার প্রেম
অথচ দ্যাখো বিশ্বাসহীনতার আনন্দে সভ্যকাল ক্যামন মুখর
পাখির বুকের মেঘে সিক্ত হয় সুবিশাল আকাশের সীমা
এখন সবাই যদি মিশে যেতো, একক ঝর্ণার সাথে—

অনধিকৃত কাল

হুবহু লেখা যায় না যা কিছু দ্যাখা যায়। যদি যায়
তবে তা হবে সাংবাদিকতা। শিল্প নয়।
অবিকল অঙ্কনের নামও ছবি নয়। ফটোগ্রাফি।
ইতিহাস অথবা সমাজতত্ত্ব নয়, জীবনের নির্যাস নিয়ে
মগ্ন হয় তুলি ও কলম।
নৃচেতনা এবং নিসর্গ যখন কেঁপে ওঠে আত্মার সন্তাপে
তখনই মুখর হয় সৃজন ও নির্মাণের মেলা
সবিষণ্ন শংকা নিয়ে চেতনায় চাঁদ ওঠে
জ্যোৎস্না জাগিয়ে তোলে সুদূর নীড়ের স্মৃতি—
কে তুমি অন্তরকে করো সুকুমার মন ও মনন
তোমাকে যাচনা করি, তোমাতেই জীবন চলেছে।
কেউ কেউ শব্দপতি, কেউ কেউ রঙরাজ
সবাই কখনো নয়, এরকমই তোমার নিয়ম।
কিন্তু সমকাল এসব কথা মনে করতে চায়না
পরন্তু হরণ করে কারো কারো অধিকার
বিশেষত বলে যারা বিশ্বাসী বিশ্বের কথা—

সান্ত্বনার স্বর

সকল নক্ষত্র মৃদু নৃত্যপর
ডুবে গ্যাছে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ
আলোর আস্তর লাগানো আদিগন্ত অন্ধকার
পড়ে আছে প্রান্তরের ঘাসে, গাছে, কচুরিপানায়।
বাতাস কখনো মন্দ, কখনো নিথর
ঝিঁঝিরা বিশ্রামরত। পাখিরা নিশ্চুপ।
শিশিরিত শেষরাত্রি গায়ে মাখে শীতল ক্ষরণ
কান্নার চেয়েও করুণ এ সমস্ত রাতকে
জেগে জেগে দ্যাখার কি কোনো মানে থাকতে পারে?
এ সকল জাগরণ ভিতরে ভিতরে মরে
মরে ঝ'রে শান্তি পায়
শান্তি কি তবে শিশিরের শরৎবিলাপ
শান্তি কি তবে অস্তিত্বের নিগূঢ় নগ্নতা
নিশুতি নিশীথে দেখি অসহ বেদনা নিয়ে
বন্দী পাখি ডানা মেলে কাঁদে
নিথর তরঙ্গ তোলে দূর থেকে ভেসে আসা স্বর
আমাদের মূল দেশ ওদিকেই— মনে পড়ে।
অশ্রুর জানালা খুলে দিশা খোঁজে অচেনা বেদনা
এ বেদনা অবিকল ভালোবাসা
এ বেদনা সান্ত্বনার স্বর।

সৃজনের ঋতু

কী ছিলো আড়ালে, সূচনায়
কী থাকবে ভবিষ্যতে, ভালোবাসায়
এই সমস্ত অবলোকনের অযোগ্য বোধকে শোষণ করে
বেড়ে ওঠে আমার শব্দেরা। বিস্তৃত সৈকত হয়
সতত তরঙ্গ যাতে ভেঙে ভেঙে রেখে যায় অসীমের ফেনা।
নড়ে চিত্ত। বেদনার মূল তটে ভিজে যায় বুকের আওয়াজ
পাখির প্রথম পাখা, কুসুমের প্রথম উত্থান
জড়িয়ে আপন দেহে শব্দ কাঁদে অনিদ্রিত সুরে
বাহিরে ভিতরে দেখি জীবনের অনিঃশেষ খেলা
পেছনে অকম্পিত স্মৃতি
সামনে দোলে আশা ও আশঙ্কা
দু'দিন বিরহ শুধু এইখানে
সমাপ্তব্য দুঃখ তবু কখনো কখনো ভাঙে
সহনীয় সীমা। তখনই, শোষণশক্তিসম্পন্ন শব্দ দিয়ে
বাঁধি বাঁধ। তারপর শিরোনাম লিখি।
তারপর চেতনা ও বেদনা মিলে
চূর্ণ করে সৃজনের ঋতু। বসন্ত-বাতাস বয়—

ম হা জী ব ন

কবিতাকেও ক্লান্ত হতে হয়
কোথাও না কোথাও এসে থামতে হয়
ভাবতে হয়— মহাজীবনে কতটুকু অধিকার তার?
ওজন করে দেখতে হয় কতটুকু দহন আর
কতটুকু চিন্তন ধারণ করেছে তার শ্রমশীল
শব্দগুলো। খুঁজে দেখতে হয় কোথায়
উঠেছে বেজে অনিবার্য আশ্রয়—
কবিতাকে শেষ পর্যন্ত কবিতার চেয়ে অতিরিক্ত
কোনো বাণীর কাছে আশ্রয়ার্থী হতে হয়।
কবি গেলে কবিতারাও যায়
যা থাকে, তা ঠিক কবির কবিতা নয়
মানুষের ক্রন্দনাক্ত মিলিত বিষাদ— শব্দছবি
যা জমা রাখে কবিদের কাছে — মহাকাল।
আলাদা নিয়ম নেই। সকলের মতো তাই
কবিদেরও চলে যেতে হয়।
সম্পদ, স্বজন, শব্দ — সবকিছুই পরিত্যাগের
বিষয়। ওই অনুনয়টুকুই শেষ পর্যন্ত
সামনে এসে দাঁড়ায় — দাঁড়ানো উচিত
যার মধ্যে রয়েছে মহাকালের মধুপানের
অবসর — মৌমাছিদের মতো
যাদের গুঞ্জনধ্বনি থেমে যায় পানের প্রাক্কালে।

কো ন দি কে যা ই

আলোকের অগ্নিগিরি নিয়ে আমি এখন কী করি
চারিদিকে ঔদাসীন্যের যানজট, উপেক্ষার কোলাহল
কী করি কোন দিকে কোন বুকে যাই?
আমার মৌনতা দ্যাখো ক্ষয়হীন বেদনার মতো
বার বার বাড়ি খায় মানুষের ব্যতিব্যস্ততায়
পরোক্ষ প্রয়াস নিয়ে নিদ্রাহীন দৃষ্টি হয়ে আছি
যদিবা তাকায় কেউ সোজাসুজি
চোখের বন্দরে যদি ভিড়ে কারো প্রতিদৃষ্টি তরী
হৃদয়ের হাটে যদি ক্রেতা এসে কখনো দাঁড়ায় ।
বেলা গেলো বেলা গেলো গান গায় দ্যুতির দোয়েল
বিতর্কের বিষ হয়ে গ্রন্থিকেরা পাথর, কাতর
জটিল কুটিল গৃহে কত বুক নিদ্রা হয়ে আছে
শিয়রে আমার চোখ শুধু
শাশ্বত শিশির হয়ে ভিজে যায় আঁখির ডানায়
তোমার দয়ার তীরে বিদ্ধ বুকে ফিনকি দিয়ে
ভালোবাসা ছোটে, হারানো নীড়ের দিকে
পথ পাওয়া আনন্দের মতো । অন্তরে গুঞ্জন শুধু
এ তৃষ্ণায় সিক্ত হোক সম্মিলিত সংসার
সাড়া কই? যানজট, কোলাহল ঢেকে রাখে
নিঃশব্দিত আলোর আওয়াজ । কী করি
এতো জ্যোৎস্না এতো ব্যথা নিয়ে কোন দিকে যাই ।

ক বি তা ঙ্ক ন

কলম হাতে নিলেই কবিতা এসে বলে, শোনো
আমাকে লিখো। আমিই তো আসল বিষয়
আমার আবাসে দ্যাখো সমস্ত বিষয় এসে গান গায়
খেলা করে, মুখ ঢাকে, নীল পথে নীড়াশ্রয়ী হয়।
কার কথা, কে যে বলে— আমারই আওয়াজ মনে হয়
গুপ্ত প্রতিধ্বনি নিয়ে ফেনা তোলে কাগজের তটে—
ছলছল টলমল ঢেউ হয়ে স্বপ্ন ভেসে যায়
পালে লাগে ওপারের হাওয়া মেঘ রঙে ছাওয়া
এসেছো যখন হেথা পুণ্যচ্যুত পারিজাত হয়ে
ব্যথার উজান ছাড়া তাই, মূল্যবান মানচিত্র নাই।
রোদনের রক্তচিহ্ন রেখে যাই পথের পাথরে
নগ্ন নক্ষত্রের নিচে রাত্রি আসে রাত্রি চলে যায়
কলম কবিতা বলে, আমি দেখি অন্ধকার চাঁদ
আবার আগের মতো খুঁজে ফিরে পিপাসার পানি।

কলম হাতে ওঠালেই কবিতা এসে বলে, থামো
তুলি তো তোমার পক্ষ, আঁকো দেখি আমার আকার
তোমার চিন্তার কণা যতো আছে ছুঁড়ে মারো নীলে
ওইতো অনেক মেঘ, শব্দাবেগ, বৃষ্টির বিলম্ব আর নেই।

শী তা র্ত স ম য়

বিউগল বাজিয়ে চলেছে, চিরন্তনতা, শীতার্ত সময়
পথ ছেড়ে দিতে হবে। নিয়মিত সত্তার সংহার চলবেই
শুভ ও অশুভ বলে নির্ধারিত দিনক্ষণ নেই।
সময় হলেই উঠবে বিচ্ছিন্নতা ও বিদায়ের কথা
কিছুতেই গায়ে রাখা যাবে না ঔদাসীন্যের আলোয়ান
কবিরা বলেনা ক্যানো এই কথা কবিতায়
অথবা জীবনে মাত্র একবার সহজ কথায়। খ্যাতি কি এমনই বস্তু
ধুয়ে খেলে মুছে যায় জবাবদিহির দায়! অনড় নিয়তি।
পাখিও তো গান গায়, কিন্তু ফিরে আপন কুলায়
দিনান্ত বিষণ্ন হলে। নদীর প্রহত পানি কোথা যায়?
আমরা এখনো আছি। থাকবোনা। এ তো অতিনিশ্চিত
শীতার্ত সময় থেকে তীব্র শীত এদিকে ওদিকে নামে নিয়মিত
চকিতে মুছিতে চাই আত্মগ্লানি, তারপর পৃথিবী আবার
অমাসক্ত প্ররোচনা ধরে এনে মাতায় মনন, মন—
শতাব্দী শতাব্দী ধরে এভাবেই চলে — শীতার্ত সময়।

চে য়ে ছি লা ম

জাহাজ ভিড়েছে স্বপ্নের সাতচল্লিশ নম্বর জেটিতে
সময় সম্ভবত ঠাহর না হওয়া অপরাহ্ন
ঊনিশশ' বৃথানব্বই দশক
প্রায় নিরারম্ভ অতীত এবং অতিনিশ্চিত অনির্দেশ্য গন্তব্য
জাহাজ ভিড়েছে এক মুহূর্তের নিরানব্বই কোটি ভগ্নাংশের সঙ্গে
এর বেশি থামবার অনুমতি নেই ।
চামড়া ছিলে নেয়া হচ্ছে ওজোন স্তরের
হ্যাণ্ডস্ আপ করানো হচ্ছে উত্তর দক্ষিণ সবরকমের আধুনিকতাকে
কালের কিচেনে এখন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই
আবেগ অথবা যুক্তির । উদরের চেয়ে হৃদয়ের
অন্নসমস্যা এক হাজার পয়তাল্লিশ কোটি গুণ বেশি —
কে বোঝে?
সাতচল্লিশ নম্বর জেটি আক্ষেপের আঘাতে ভিজছে
জীবনের জলজতায় আঘাতপ্রবণতার অংশটাই বেশি যে—
জেটি দুলছে ।
উপেক্ষার আঘাত নিয়ে আক্ষেপের বিষাদময়তার দিকে যাত্রা
শক্তিমান সংক্ষিপ্তির কোলে কম্পমান
বহমান পৃথিবী, মহাপৃথিবী, মানুষ —
এই অনুদ্ধার ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমি
সব ক'টি নক্ষত্রের সৌগন্ধ গায়ে মাখতে চেয়েছিলাম
হতে চেয়েছিলাম স্বপ্নের শ্বেতচন্দন
স্বপ্নাতীত সম্পদের শিখা ।

প্র তী ক্ষা লো কে র দি কে

দ্যাখা যায় না, শোনাও যায় না
উপলব্ধি করাও দুরূহ শত্রুতার মতো ব্যাপার
এমনই এক অতিবায়বীয় উদ্ধৃতি— জীবন ।
তাই, না মাধ্যাকর্ষণ, না নীলাকাশ— কোনো কিছুই
শেষ পর্যন্ত বেঁধে রাখতে পারেনা জীবনান্বেষণকে ।
বধূ, বন্ধু, সৌভ্রাতৃত্ব
সমাজ, সংসার, সম্মাননা
শেষ অবধি কোনো সান্ত্বনাই নয়
নোঙরের ।
চোখ যখন অতলিত অন্বেষণ হয়
ডানা থেকে খ'সে যেতে থাকে
বহুতর জীবনের শ্রান্ত আনন্দ, তখন
অপেক্ষার দিকে মুখ করা পাখি অবলীলায় ভিজতে থাকে
অনুতাপ ও বেদনার ঝাপটায় ।
জাল চারিদিকে— ভিতরে, বাহিরে
জল্পনা ও জটিলতা কতো প্রকারের হয়— আমি জানতে চাইনা ।
আমি শুধু 'হে আমার পরমতম বন্ধু'
এই কথাটা আওড়াতে থাকি
জানি, ওদিকে আমার জন্যও পুড়ছে— প্রতীক্ষা ।

সী মা ব দ্ধ তা র স ঙ্গে ই

অজটিল অন্ধকারেই আশ্রয়ার্থী হয়
নিরুন্মাদ নিশীথের স্বর
মিলিয়ে গুলিয়ে যায় শ্রুতি, স্মৃতি, রীতিনীতি
সত্তার একাংশে দেখি অন্য আশা
অন্য অংশে খেলা করে নিশুমার নক্ষত্রের মেলা
অবশেষে হতে হয় অমাবিরোধী অন্ধকার
জটিল আলোর দিন যতদূরে যেতে পারে যাক।
সন্তাপ ও সান্ত্বনা শেষে আপন অয়নে এসে শান্ত হই
বুঝিনা বলেই, মেনে নেই নিয়তির নদী
মেনে নেই স্রোতের সংক্ষোভ, ভাঙনের ভরসা ও ভয়।
সীমাবদ্ধতার গ্লানি অমোচনীয়
আকারাবদ্ধতাই পাপ — বুঝি।
পৃথিবীর পরিসরে কর্ম, ঘর্ম এবং অধর্ম
বহুদলীয় অহমিকা ও অবিশ্বাস—
আশ্রয়ের দ্বীপ কেবল একটিই
নিরুন্মাদ নিশিরাতে আত্ম-অন্ধকারের দিকে ফিরে আসা
তোমার অসীমতার
দিকে দৃষ্টি না করাই ভালো
দৃষ্টিতে তোমাকে ধরি — বৃথা আশা, বিফল প্রয়াস।
আমার সীমাবদ্ধতার সঙ্গেই আমি উচ্চারিত হতে চাই—

পা ও য়া যা বে না

যে পুস্তকটাতে আমার ছায়া পড়ে তাতে দেখি রাত্রি বেশি
দিন কম। অধিকাংশ পৃষ্ঠাই নিঃশব্দতার গতিশীল
সন্তাপনের মতো। তার মধ্যে হঠাৎ কখনো অল্প কিছু
কথা, কোলাহল এবং চাঞ্চল্যপ্রবণতার রেখাচিত্র।
আমি য্যানো বিশাল বিস্তৃত প্রায় অসীম নিঃশব্দিত
নিসর্গনিচয়ের পলকপাত। এক ফোঁটা থেঁতলে
যাওয়া নির্যাস, নক্ষত্রালোকের —রঙহীন।
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাচ্ছি
একই কথা লেখা আছে অসংখ্য ভঙ্গিতে, ভাষায়
যার নির্দিষ্ট কোনো অর্থ আছে কিনা— বুঝা যায়না।
একভাবে দেখলে কেবল কাল্পনিকতার ক্রিয়াশীল
কম্পনগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। উল্টো দিক থেকে দেখি
হালহীন পালহীন অবয়বহীন কোনো নৌকা য্যানো
ভেসে যাচ্ছে। অথবা ভাসিয়ে নেয়া হচ্ছে
অসামুদ্রিক তরঙ্গসর্বস্ব অচিনতায়। এই নিরুপায় কষ্ট
নিয়ে আমি যে কাঁদতেও কষ্টবোধ করি। জানি কাঁদতে
পারলেই কবিতা হয়। কবিতাগুলো তো এই রক্তরঞ্জিত
অশ্রুপাতেরই বিস্তার। পূর্ণনগ্ন জ্ঞানের বেদনা।
অথচ আমার পুস্তকটিতে সেরকম কিছু নেই। আছে সাত হাজার কোটি
অনিয়মের ব্যতিব্যস্ত সমন্বয়। এরই
মধ্যে বেজে চলেছে বিস্ময়ের বুদ্ধিমান বেহালা নিরুত্তপ্ত, নিঃসাড়।
ওইখান থেকে নেমে আসা বিচ্ছুরণটুকুই এখন আমার অবলম্বন।
পলকপাতহীন হাঁটছি আমি। বুকে 'ভালোবাসা' শব্দটির
অবুঝ ও ওজনহীন অক্ষয়তা। আমি নিশ্চিত
এপথে কোনো কবিতাকে পাওয়া যাবে না।

এ পা রে অ বে লা

নৈশজ নিভৃতি কিংবা সশব্দ দিবস
কেউ ঠিক সুহৃদ সহচর নয়
আবশ্যিকতার প্রতিঘাতে বিভিন্নরকম বাসনার
রক্তপাত অবশ্যই হয়
সকল উত্থান এবং পতনের একই আচরণ
অবশেষে একই পরিণতি
বৈভব, ব্যতিব্যস্ততা, কথা, কৃতি, খ্যাতি
কালজ কাননে আনে ক্ষতি
জীর্ণতার জটাজাল, সন্তাপের শৈবাল, শিলা
জীবনে অনেক কিছু জমে
সতর্কতা অথবা অসতর্কতা যাই হোক
শেষাবধি দুঃখই কলমে
ছেড়ে চলে যেতে হবে পার্থিবতা, প্রহরাশ্রু
একা আসা একা যাওয়া এইমতো খেলা
ওপারের অক্ষয়তা দ্যাখায় অচেনা মুখ
স্বজন-হনন নিয়ে হাসে — এপারে অবেলা ।

অ র ক্তা ক্ত হ ত্যা কা ণ্ড

শব্দ খুঁজে পেতে দেরি হয়ে যায় । তাই যখন তখন
কথা বলা হয়ে ওঠে না । এই অজস্র ভাঙচুরের
মধ্যে তাৎক্ষণিক চিৎকারের শব্দটাও
স্বরাশ্রয়ী হতে চায় না । আমার সময় স্থিরচিত্র
হয়ে যায় বাতাসের বুক চিরে ওড়া
অচেনা পাখিগুলোর সঙ্গে, শিশিরাক্ষির
অশ্রুদের সঙ্গে, অতিঅনিশ্চিত অরণ্যাশ্রয়ের সঙ্গে—
আমি যে ওই বিরল বিদিশার বাসিন্দা
যেখানে কোনো দাবী আদায়ের শ্লোগান ওঠে না
বোমাবাজি হয় না, গলা ফাটায় না
কবিতাসম্মেলনের রাজনীতি ।
এখানে সকল মোড়ে মৌনতার যানজট—স্বপ্নসিক্ত ।
যেতেই হয় যোগাযোগ নামের জীবনটার কাছে
সহসা সঞ্চয় দেখি মুদ্রাহীন । আমি তবে
ক্যামন করে কেনাকাটা করবো? আমার যে
ওই বেভুল মানুষগুলোর মতো অবস্থা
যারা টাকা ছাড়া বাজারে যায়—
এভাবেই আমার দেরি হয়ে যায় শব্দ খুঁজে পেতে
এভাবেই বাজারবিমুখ বলে অপনাম ধরে আছি
পণ্য ও প্রয়োজন বহনকারী ভারি যানবাহনগুলো
প্রায়শ পিষ্ট করছে আমার ধৈর্যকে, প্রাত্যহিকতাকে ।
তবু আমি অরক্তাক্ত, অপ্রস্তুত—
ধীর সুর, বিলম্বিত ব্যথা ।

অ ন্য ক থা

নিস্তার নেই । নির্ধারিত রয়েছে আগুন—
দু'দিকেই । এদিকে বিরহের আর ওদিকে শান্তির ।
অনল নির্ধারণের সুযোগ এখন আমাদেরই অধিকারে
কালো এবং শাদা দু' ধরনের পা ফেলে
একই মাপে এগিয়ে চলেছে রহস্যময় সময়
স্মৃতি ও সন্তাপের কথা কেঁদে কেঁদে মরছে
বধিরতা ও বিস্মরণের ওপাশে
এপাশে কেবল আনন্দের মতো অপ্রত্যয় ।
কখন থেকে খসে পড়েছি মনে নেই
ঝাঁপ দিয়েছি আপাত-অব্যাহতির অপরিণামদর্শিতায় —
নীতিকথা নয় । এ উচ্চারণ জীবনেরই কথা ।
স্মৃতি ও সন্নিধানচিন্তা আগুন ধরিয়ে দিতে চায়
আমাদের তৃষ্ণায়, তিমিরে, অপেক্ষায়
তবু এখনো আমরা অনির্ধারিত পরাজয়ের মতো
নিষ্কম্পিত, নির্বিশ্বাসী —
আমাদের জন্য কি ভালো তাঁর অসন্তোষের
বহ্নিমানতা? কিন্তু
তৃষিত হৃদয় যে বলে অন্য কথা —

দ রো জা

কোন দিকে তাকাবো
তাকানো উচিত কোনদিকে, কোন দিগন্তে
কোন মোহনায়, কোন অন্তরীপে?
নেমে যাচ্ছে জলোচ্ছ্বাস
ঝাপসা হয়ে আসছে স্বর, শ্রুতি
অবলোকনপ্রবণ দৃষ্টি।
পাখি ওড়ে, মেঘ ভেসে যায়
একান্ত নিভৃত নীড়ে কে যে কাঁদে– স্পষ্ট নয়।
সংসারের একদিকে অন্নকষ্ট, অনিরাপত্তা
অন্যদিকে ব্যভিচার, বধিরতা —বৈভবের, বিদ্যার
কোনদিকে তাকাবো?
দৃষ্টিগ্রাহ্য সবদিকে আধুনিকতম আতঙ্ক
ক্ষতাক্ত ক্ষুব্ধতা হিরোশিমার। নাগাশাকির।
একটি দিকই শুধু খোলা। দিকহীনতার দিক—
অখণ্ড এককত্ব সেখানে আশ্রয়ের দরোজা হয়ে
নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের অন্নজল

এইতো আমার দেশ, এখানের অজস্র মিনার
তোমার নামের নাদে সিক্ত করে শ্রুতির সড়ক
আমাদের বন্যা মারি খরা জরা অভাব মড়ক
নিয়ে বাঁচি আজীবন, তবু দেখি তৃষ্ণার কিনার—
অবিনাশী অন্ন আনে। তোমার স্মরণ ছাড়া আর
অন্য কিছু কিছু নয়, কর্দমাক্ত মাটির মমতা
ফুল হয়ে ফল হয়ে জীবনের মতোন আবার

কাঁদায় বঙ্গের প্রাণ, দোয়েলের গানের ক্ষমতা।
কচুরিকুসুম ফোটে হাসি হয়ে, শরতের রাতে
নিশুতি নেশার মতো ঝ'রে পড়ে শেফালী, বকুল
মনে মনে মুগ্ধ হয়ে নিশিরাতে এবং প্রভাতে
তোমাকে আশ্রয় করে, মুছে ফ্যালে পাপতাপ ভুল—
আমাদের অন্নজল এ মাটিতে তুমিই রেখেছো
কৃতজ্ঞ হৃদয় সহ সত্তা তাই এ মাটিরই ফুল।

এ ক টু স ম য় দি ও

একটু সময় দিও, অতর্কিতে ডেকোনা আমাকে
আমিতো রাজিই আছি, তবু চাই সামান্য পলক
ধুয়ে নিয়ে কালিঝুলি রেখে দিই মাটিতে মস্তক
তারপর টেনে নিও পিঞ্জরের তৃষিত পাখিকে ।
সবাই য্যামন চায় দীর্ঘ হোক সুখদ পৃথিবী
দেখেছো কি সেরকম অমায়িত আমার কামনা
ব্যাকুল কপাট ধরে সারাক্ষণই আমি আনমনা

যদিও অভাবী তবু তুলি নাই কোনোকিছু দাবী ।
দাবী নাই আর্জি নাই আশ্রয়ের অথবা ক্ষমার
গোপন আগুন নিয়ে শুধু দুঃখ ধোঁয়া হয়ে জ্বলে
নিভে দিও তুমি তাই তাহলেই সকল অমার
মৃত্যু হবে । পাবো সবই দ্যাখা হলে ব্যথার বদলে
একটু সময় দিও, ডেকোনাকো আমাকে সহসা ।
দেহসহ শুদ্ধ হই ডাক এলে, এই শুধু আশা ।

বা তা সে র ব ন

নিজের পরিধি নিয়ে আবার মোহিত হই বলে
পাপবোধে জর্জরিত মনে বাজে গ্লানির সানাই
একটু নিরালা হলে অথবা কখনো কোলাহলে
শুনি সেই একই কথা ‘এ আবাসে সে দাওয়াই নাই’
যে যাতনা জ্বলে পুড়ে এরকম কথা বলে ওঠে
মাথা নত করে দ্যায় তার কাছে ধাতব ব্যস্ততা
উদ্ধত উদ্যত প্রশ্ন য্যানোবা পায়ের কাছে লোটে
পৃথিবীর প্রয়োজনে সত্যি নাই সেই বোধ, ব্যথা ।

বেড়েই চলেছে ক্রমে হিংস্রতার সীমাহীন বেদী
এখনো আসেনি ফিরে সেই দুঃখী পলাতক পাখি

চারিদিকে হিরোশিমা বসনিয়া, কান্না মর্মভেদী
শুষ্ক স্বরে রাত্রিদিন ‘ফিরে আয় ফিরে আয়’ ডাকি ।
আমার পরিধি দ্যাখো আমাদের বিশাল জীবন
বিচিত্র বেদনা আর বাড়ি খাওয়া বাতাসের বন ।

ছা য়া ম য় বৃ ক্ষ হ ই

আমাকে বিদ্রোহী বলো, আমি জানি বিদ্রোহের মানে
প্রবৃত্তির প্রতিকূলে দাঁড়িয়েছে আমার ভাবনা
প্রতিপলে যুদ্ধ করে যে সাহস তার কাছে কিছু
আগাম সুবাস দাও বিজয়ের, বিপুল জয়ের ।
তোমার স্বপক্ষ আমি, যারা খ্যালে পতনের পাশা
তাদের সাম্রাজ্যে তুলি উপপ্লব, মহান বিপ্লব
আমাকে বিপ্লবী বলে ধন্য করো, আমার সত্তায়
জ্যোতির যাতনা দাও, বীরত্বের রণধ্বনি দাও ।

তোমার প্রেমের পথে আমি য্যানো অমল অটল
ছায়াময় বৃক্ষ হই, রৌদ্রদগ্ধ মানুষেরা য্যানো

প্রবৃত্তির তীব্র তাপে ফিরে পায় আশা আশ্রয়ের
আমার পাতায় ডালে তুলে ধরো ত্রাণের জোয়ার ।
আমার অস্তিত্ব দ্যাখো দ্রোহভরা সঙ্গীতের মতো
তোমারই স্মরণ নিয়ে অবিরত ডাক দিয়ে যায় ।

পিঞ্জরের পারাবত

রাতের শিশির হয়ে ঝ'রে পড়ে তোমার রহম
চরাচর চিরে কাঁদে চিরন্তন বিরহের বোধ
তোমার রহম নয়, তৃষ্ণা শুধু তোমার তরেই
দৃষ্টি জুড়ে হাহুতাশ দীদারের, তোমাকে দ্যাখার ।
প্রতিপল যুগ য্যানো, প্রতিক্ষণে বিরহের ব্যথা
পিঞ্জরের পারাবত তুলে ধরে ডানায় আকুতি
আঁধারের বৃষ্টিপাতে ভেজে নাকো বুকের অনল
সমস্ত শুকিয়ে যায়, ব্যর্থ হয় চৈত্রের খরায় ।
বাঙলার বুক জুড়ে সামীপ্যের এতো আর্তনাদ
দয়া করে দিলে যদি শিক্ষা দাও ধৈর্যের ধরন

অপেক্ষাকে নীড় করে মুছে ফেলি সকল জখম
নীরবে নিশ্চিহ্ন হয়ে ভুলে যাই সব আকুলতা ।
এ মাটির মর্মতলে যতো দুঃখ জমা হয়ে আছে
সম্পূর্ণ নির্যাস তার ধরে রাখি বুকের জ্বালায় ।

এ ই তো এ দি কে প থ

তুমি তো সুদূর নও, তবু ক্যানো ব্যথিত বিলাপে
ভিতর ফুঁপিয়ে ওঠে, ভেঙে ফ্যালে ধৈর্যের কিনার
আমার আপন চিহ্ন মুছে গ্যালে, বিস্ময়ের মাপে
কতোনা সহজে সাজে বোধাতীত মাটির মিনার ।
সত্তার সীমানা ঘিরে এ ক্যামন রহস্য এঁকেছো
ভিতরে বাহিরে আমি—দু'দিকেই অক্ষম, অচল
নিরুপায় নিয়তিতে নিরন্তর অনলই রেখেছো
তারি শিখা থেকে ঝরে অবেলার মৌন কোলাহল ।
আশা ও অপেক্ষায় দুলি, য্যানোবা বিজন কোনো বন
পাখির রোদন নিয়ে বড় বেশি নিথর কাতর

সীমানাবিহীন সুরে স্বপ্ন দ্যাখা সবিক্ষত মন
আমাকে দিয়েছো তাই, আমি সুস্থ শোকের আতর ।
চলার বলার সীমা বেঁধে দিয়ে বলো বারবার
এইতো এদিকে পথ— দিকহীন শুদ্ধ চেতনার ।

পি পা সা র ত ল

শেফালিরা ঝ'রে পড়ে রাতভর, চক্ষু দু'টি বুঝি
সেরকম অশ্রুপুষ্প কিছু কিছু ঝরায় গোপনে
পৃথিবীর হিংস্রতায়, মমতার মাটি আমি খুঁজি
নিশ্চয়ই নেভাবো ভুল এ মতোন আশা কাঁদে মনে।
বাঙলার নদীবিল আমার আশার সাথে আছে
নিসর্গের সব পাখি গান গায় এখন এখানে

মেঘজ আকাশ-ছোঁয়া যতো বৃষ্টি হৃদয়ের কাছে
জমেছে কুসুম হয়ে, এ চাতক তার মানে জানে।

সম্পন্ন সেতুর চেয়ে মূল্যবান অলৌকিক সেতু
উঠেছে মৃত্তিকা থেকে আকাশের আপন পাড়ায়
এ নিছক অনুগ্রহ, প্রকৃতার্থে নেই কোনো হেতু
শব্দের স্বপ্নেরা মিলে এখানেই আছে পাহারায়—
এখানের রাত্রিদিনে বনে মনে প্রতীক্ষার জল
যেতে চায় সবদিকে বুঝে নিতে পিপাসার তল।

তো মা র কা ছে ই ব লি

বিরহবিধুর সুর সারাক্ষণ জ্বলে ধিকিধিকি
আমি চলি অবিরাম অগ্নি হয়ে তোমার দিকেই
গোপনে গোপনে রাখি অভিমান, পুনরায় লিখি
পুরনো পাপের পত্র, অশ্রু হয়ে মুছি নিমেষেই ।
প্রেম বুঝি পোড়াপুড়ি অন্য আর কোনো কিছু নয়
সংখ্যাগুরু জনতার ঢল থেকে ঢলে পড়ি আমি

নিসর্গনিয়ম য্যানো, পার হই প্রবৃত্তি-বলয়
এসব একান্ত কথা জানো শুধু তুমি অন্তর্যামী ।

তোমার কাছেই বলি বিষমাখা ব্যর্থতার ব্যথা
প্রেমপন্থা ছেড়ে দিয়ে কী নির্ভয়ে পৃথিবী চলেছে
স্বজন-হনন পথে কোলাহল, ক্লেদক্লিষ্ট কথা
মেনে নিলো বলে শুদ্ধ মানুষের আসন টলেছে—
ফিরিবে না, এ মতোন হতাশার হাত ধরি নাই
তাইতো সকল স্রোতে বার বার আসি আর যাই ।

না চে য়ে ই

চাওয়ার কিছুই নেই, না চেয়েই পেয়েছি আমাকে
এ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অংশে, এ দানেই কৃতজ্ঞ থাকুক
আমার সমূহ আর্তি, আমি য্যানো শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে
ওড়াই প্রশান্ত পাখি, যদি মোছে পাপের অসুখ।
তুমিতো এমনই দাতা, অযাচিতে শ্রেষ্ঠ করে দাও
সকল তৃষিত জনে, তবু ক্যানো বোঝেনা মানুষ
তার মহামর্যাদার ফুল ও ফসল ভরা নাও
নিয়ে যেতে শুদ্ধ ঘাটে শুধু লাগে ন্যূনতম হুঁশ।
আমিতো দেখেছি সেই মেঘবতী অসীম আকাশ
অনন্ত শ্রাবণ হয়ে ঝ'রে পড়ে আমাদের 'পরে
সম্পূর্ণ সৃষ্টির সীমা এঁকে যায় তারি প্রতিভাস
মানুষ অবুঝ শুধু, জ্বালে অগ্নি আপনার ঘরে—

চাওয়ার কিছুই নেই, তুমি দাও যাচনার আগে
শুধু দেখি কতো রূপে জীবনের অভিঘাত জাগে।

খাঁচার বিরতি

রাত-জাগা পাখি এক ডানা ঝাড়ে বুকের ভিতর
তাহার অসীম ব্যথা ধ'রে আছি জন্মলগ্ন থেকে
সংসারের সুখ থেকে ক্ষয়ে যায় আয়ুর আতর
পাখির আঁখির কোণে 'ভালোবাসা' কে লিখেছে রেখে?
এ খাঁচায় বন্দী তুমি, হে আমার প্রেমে- পোড়া পাখি
অদৃষ্টের ইতিহাসে তুমি সেই বিরল বিলাপ
সহ্যের অতীত থেকে তুলে এনে বেদনার রাখি
তোমাকে বেঁধেছি শুক, তাই করো একান্ত আলাপ—
তোমার রোদন যতো জমা রাখি আমি এই বুকে
এ অনল পুষ্পময় করে দেবো যাবার সময়
কালজ কাফন কান্না শেষ হলে ওই দুঃখী মুখে
চঞ্চু হয়ে চুমু খাবো, শোক পাবে পৃথিবী নিশ্চয়।

শোক ও শঙ্কার ঘাত পৃথিবীর আসল নিয়তি
হে পাখি অনন্ত পাখি আমি শুধু খাঁচার বিরতি।

এ ক ক আ ত্মা র ধ্ব নি

পেরিয়েছি কতো পথ পরিশ্রান্তি তবুও মানিনি
আজন্ম পথিক আমি দোয়েলের দীপিত দেশের
এখানে এখন নামে ম্লান ছায়া ক্যানো তা জানিনি
মুছেছে কি গন্ধ, ছন্দ আমাদের মায়ের কেশের?

স্বামী ও সন্তানসহ স্বপ্ন দোলে বুবুর বুকের
সংসারের সুস্থ স্রোতে মিশে আছে আমার আরাম
মনে মনে চুমু তুলি শিশুদের হাজার মুখের
আমার প্রার্থনা জুড়ে তাহাদেরই লক্ষ কোটি নাম।

তাদের জন্যও কাঁদি, শতাব্দীর পৌত্তলিক পীড়া
যাদের রয়েছে ঘিরে, তাহারাও আত্মীয় আমার
তোমার সকাশে বলি, বন্ধ হোক অংশীবাদী ক্রীড়া
আমরা সকলে য্যানো সাথী হই একক আত্মার—
পেরিয়েছি কতো পথ, বুকে আশা তোমার তিয়াসে
এদেশের মন য্যানো প্রকৃত প্রেমের কাছে আসে।

আমার দুচোখ খোলে

কোথায় কখন য্যানো হারিয়েছি আপন অয়ন
তোমার স্মরণ-স্রোতে, প্রখরিত প্রেমের সাড়ায়
উপায়বিহীন দৃশ্য দ্যাখে শুধু নিথর নয়ন
জানেনা কিছুই জ্ঞান শেষাবধি কী অর্থ দাঁড়ায় ।

তোমার মনের মতো আমার অস্তিত্ব ভরা গান
তুমিই দিয়েছো জুড়ে আমি শুধু শুনি আর শুনি
আমার নিশ্চিহ্ন চিহ্নে সাজিয়েছো এ কোন বাগান
তুমি কি এমনই চাও, আমি য্যানো শুধু পল গুণি?

পিপাসা পেরিয়ে এসে পুনরায় পিপাসার দিকে
জীবনের জল চলে নদী হয়ে সাগরের তলে—
এদিকে সভ্যতা কাঁদে অসাম্যের যুদ্ধাক্ষর লিখে
আমিতো ত্যামনই জ্বলি যে মতোন কোহেতুর জ্বলে ।
দীপাধার আমি সহি দহনের, দীপনের জ্বালা
আমার দুচোখ খোলে লীলায়িত রহস্যের ডালা ।

অ ত এ ব

কী চেয়েছি কী পেয়েছি সে হিসেবে মনোযোগ নাই
আমাদের হিসাবিরা বড় বেশি বুদ্ধিমান হয়
প্রতিপদে প্রতিপলে তাহাদের বড় বেশি ভয়
আমি তো স্বভাব জোরে ভাঙিচুরি সকল চড়াই

এ তাপিত জীবনের । যতিহীন সকল জখমে
শুধুই তোমার নাম লিখে রাখি বিরামবিহীন
যদিও হবেনা শোধ এ সত্তার অযাচিত ঋণ
এদিকে ফুরায় বেলা, নিঃশ্বাসের সংখ্যা ক্রমে কমে ।
আশঙ্কা আমার নাই, শুধু লজ্জা প্রশ্ন যদি হয়
শেষ সমাবেশকালে সমবেত মানুষের আগে
পাপের প্রসঙ্গ তুলে, আমি তবে ক্যামন বিরাগে
ঝরাবো গোপন গ্লানি, সীমাবদ্ধ কালিমা নিচয়!

তোমার মহিমা বাড়ে এরকম বিষয়তো নয়
আমাকে লজ্জিত করা— অতএব, আমার কী ভয়?

মা ঝ রা তে

মন-বনভূমি জাগে মাঝরাতে রোদনের মতো
প্রাণভরে পান করি সুগভীর তোমার জিকির
যদিও পিপাসা বাড়ে জ্ব'লে ওঠে নিয়মিত ক্ষত
বেদনার বাঁকে, বুকে বিদ্ধ হয় আতরের তীর ।

গোপনে গোপনে বলি তোমার সকাশে সেই কথা
আমাদের পৃথিবীতে প্রবৃত্তিরই পীড়িত প্রতাপ
নিরাময় চিনি নাই, সেকারণে সত্তাসংলগ্নতা
মনে হয় মরে গ্যাছে, এ ক্যামন নিরুপায় পাপ?
নিশুতি রাতের গন্ধে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ
যদিও হাজির নাই, তবু দ্যাখো মানুষের ভিড়
আমার স্মৃতিতে তোলে ঝড়ভরা ত্রাণলোভী ঢেউ
আমরা বাঁচিতে চাই, ক্ষমা চাই, ফিরে চাই নীড়—

তোমার আপনতম নবীর গোপনতম ব্যথা
বেদনার চেতনার অগ্নি হয়ে ক'য়ে ওঠে কথা ।

নেপথ্যে নিগ্রহ শুধু

স্বগত শব্দের সাথে শোকের সুবাস মাখা মেঘ
যে আকাশে ভাসে, হাসে, ভালোবাসে, আসে
শ্রমের সম্ভার হয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাশার পাশে
বৃষ্টির বাগান হয়, ফোটে কিছু বুদ্ধির আবেগ।

রোদনের রাত্রি তাই গভীর গভীর হয়, ঝরে
আহত আরাম ভরা নৈঃশব্দ্যের নতুন আওয়াজ
ভালোবাসি ব'লে ব'লে ক্ষয় হওয়া— এই মতো কাজ
আমার সময়ে দ্যায় ম্লান আশা, জাগে থরে থরে
যেইমতো বাণী তার কিছু কিছু মানুষের কাছে
কখনো সখনো বলি, পুরোপুরি কখনোই নয়
নেপথ্যে নিগ্রহ শুধু, জানা নাই কতোটুকু আছে
কালের সৃজনসুধা, কালাতীত সুর সমন্বয়।
আমাদের একালের এ কবির মগ্ন কিছু বাণী
নীরব শ্রাবণ য্যানো, পাখিদের পিপাসার পানি।

এ সো উ প শ ম

যে তরলে জ্বলে যাত্রা চূর্ণ করে কলঙ্কের সীমা
যে বসন্তে বিষণ্নতা ম্যালে পিষ্ট পৃথক নীলিমা

পূর্ণ করে প্রতিশ্রুতি বুকে রাখে বুকের জোয়ার
তাহাদের তেষ্টা নিয়ে গড়ি নিত্য নতুন পয়ার ।
যখন ক্বচিৎ পাই অবিরল ধবল আকাশ
তারার দ্যুতির ছাপ মুছে গ্যালে, নতুন আঁচড়
নিভৃতে নিষ্পন্ন করি, প্রহরের প্রহত আভাস
কখনো কোথাও যদি রোখে কারো হৃদয়ের ঝড় ।
নিমগ্ন নিসর্গ নিয়ে এভাবেই জখম জমেছে
আমাদের আয়োজনে, কবি আমি তাই জমা রাখি
কথকতা, ম্লান স্বর, প্রশ্ন করি কখন থেমেছে
দিনান্তের দিকে চলা, কে রয়েছে শেষাবধি বাকি?
যখন জীবন এতো সুখবিদ্ধ শোকের জখম
তখন তুমিই কবি আমাদের কাম্য উপশম ।

তি মি রি ত সু খ ন য়

মানুষের স্বস্তি নেই দুঃখকে আশ্রয় করা ছাড়া
সবাই জানে না ক্যানো স্বাপ্নিক মগ্নতা থেকে আসা
আহত আলোর কোলে, এ মাটিতে স্বজন বন্ধনে
জীবন শোকার্ত শুধু, ফেলে আসা স্মৃতির লোবান।
তোমাকে ক্যামন ক'রে কাছে পাবে এখানে মানুষ
তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জন্ম থেকে, জন্মপূর্ব থেকে—

দিন কাটে নিয়ে এই সম্মাননা, প্রেমের ধারণা
এখানে সবাই তাই সম্মিলিত বিরহ বন্দনা।
দয়ার তরঙ্গে দোলে সংসারের সকল সড়ক
তোমার নিপুণ চিত্রে এ নিসর্গে অবাক অতিথি
সকলের চেয়ে বেশি শোকাহত, অনারোগ্য ক্ষত
অদৃষ্টে অনড় তাই, মানুষেরা জীবন জেনেছে —
যাদের আনন্দ আজো পোড়ে নাই শোকের শিখায়
তাহাদের তিমিরিত সুখ য্যানো কামনা না হয়।

যা রা যা য়

মনের আগুন নয় সময়ের মতোন শীতল
নেভাতে পারে না তাকে কোনোদিন দু'চোখের জল

একা একা সারাবেলা একা একা রহস্যের খেলা
এই নিয়ে মানুষেরা সম্মিলিত শোকের কাফেলা

পৃথিবীর পরিধিতে পিপাসাই প্রকৃত জীবন
অন্য কিছু কিছু নয়, মূলধন চোখের প্লাবন

ধোয়ায় পাপের রাজ্য, অবুঝ হৃদয় য্যানো বলে
এইতো রোদন-সুখ, ডুবে যাই জীবনের জলে

মৃত্যুর শূন্যতা থেকে এভাবেই ত্রাণের জোয়ার
পাপিষ্ঠকে আশা দ্যায়, দ্যায় গন্ধ তোমার দয়ার

গোপন সৈকতে ভাঙে ক্ষমাকৃত বেদনা ভাবনা
যাবার সময় হলে প্রেমিকেরা বলে কি যাবো না?

অপেক্ষারা নীল হয় অনন্তের রঙের ছোঁয়ায়
যারা খোঁজে তারা পায়, যারা যায় তারা চলে যায়—

তৃষিত তিথির অতিথি

সাম্রাজ্যবাদী হও

যেখানে নীড়, নৃপতি এবং নিসর্গ সারাক্ষণ
সমতায়িত সৌগন্ধে ভরপুর থাকে, সেখানকার
সর্বাধিপতিত্ব এখন আমার। সমুচ্ছ্বসিত
এক সাম্রাজ্যের একক অধিপতি এখন আমি।
শৈত্যের সকল সীমানাকে সমাধিস্থ করে এখন
আমি উপনীত হয়েছি এই অবয়বহীন
আগুনের কাছে, যা জ্বলে, জ্বালায়, কিন্তু
পোড়ায় না। 'ব্যবধান' এবং 'আড়াল' শব্দদ্বয়ের
প্রবেশাধিকার এখানে নেই। নেই
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত— পরিতৃপ্তি এবং আক্ষেপের।
প্রচলিত পৃথিবী আমাকে পরিত্যাগ করেছে।
অথবা আমিই করেছি তাকে আমার উদ্দেশ্য
থেকে উৎখাত। আমার সূচনা ও সমাপ্তির বৃত্ত
এখন ভরাট, ভরপুর, বিস্ময়াকীর্ণ। অক্ষরের
অমুখাপেক্ষী যিনি, তাঁর বক্ষোৎসারিত
বেদনাগ্নিতে এখন আমি আসত্তা আলোকিত।
ওই আনুরূপ্যবিহীন অনলই এখন আমাকে
সতত শাসন করে। আওয়াজ উত্থিত হয়
ওই অকম্পিত অনলাভ্যন্তর থেকে—
হৃদয়ে হৃদয় রেখে চলো, সাম্রাজ্যবাদী হও।
হও উপশম, শশীশোভিত তিমির
আগামী পৃথিবীর।

সা ম র্থ্য দা ও

ভালো লাগে – যখন তুমি আমার
ইচ্ছেগুলোকে পরাভূত করো। প্রতিষ্ঠা করো
কেবল তোমার চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিপ্রায়।
আমি তখন বুঝতে পারি – এটাই প্রমাণ
ভালোবাসার।

ভালো লাগে তখনও, যখন তুমি আমার
বাসনাগুলোকে বানিয়ে দাও ফুল ও ফসল।
বুঝতে কষ্ট হয় না – এটা প্রমাণ তোমার দয়ার।
তোমার সবকিছুই আমার ভালো লাগে।
কেননা যা মন্দ, তা তোমার পবিত্র
সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনো সংশ্রবই রাখে না।
অকল্যাণগুলো তো উত্থিত হয় এদিক থেকে
বিশ্বাসের বিনিময়ে তুমি সেগুলোকে যখন
নিভিয়ে দাও, দিতে থাকো, তখন টের পাই
তোমার অনুগ্রহের আষাঢ় আমার তৃষিত শুষ্কতাকে
সিক্ত করে দিচ্ছে। আর আমার উপরে চাপিয়ে
দিচ্ছে দায়ভার – কৃতজ্ঞতার। এ দায়ভার আমি
অনন্তকাল ধরে বহন করতে চাই।
আমাকে সামর্থ্য দাও।

শা দা ক বি তা র খ স ড়া

এখন আমাকে শাদা রঙের কবিতাই কিছু কিছু
করে লিখতে হচ্ছে – শাদা কাগজের উপরে
শাদা কালিতে । সুতরাং এখন আর তা
পাঠ করা সহজ নয় । কোন কবিতাই বা সহজ?
কোনো রঙেরই তো সুনির্দিষ্ট কোনো রঙ নেই –
রঙগুলো তো বাইরের বিচ্ছুরণ মাত্র –
রঙহীনতার অনুপযুক্ত অথবা অঠিক প্রকাশ ।
বিকাশ বিভ্রমের, বিপথগামিতার ।
সমস্যা হচ্ছে – এই কবিতাগুলোর
পাঠোদ্ধার এখন কে করবে? কবিতা কি
পাঠকদের জন্য নয়? হতে পারে । আবার
না হওয়াও হয়তো সম্ভব । কবিরা কি
বলতে পারেন, তাঁরা পঙ্‌ক্তি রচনা করেন
কেবলই পাঠকের জন্য? অন্তর্গত গভীরতর
বিষাদের অবোধ অগ্ন্যুৎপাতের বিষয়টি কি
তাহলে কিছুই নয়? পাঠক অন্বিষ্ট,
কিন্তু উদ্দিষ্ট কি?
আর এক সমস্যা – পড়বে কারা?
উত্তর সোজা – তারা, যারা ইতোমধ্যে পেরিয়ে
এসেছে, অথবা পেরিয়ে আসতে চায়
চোখ, কান – আঘ্রাণ, সাকার-নিরাকার বোধ,
পাথার – অন্ধকার ও আলোকের
যারা অক্ষয় হতে চায় ক্ষয় হয়ে,
মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ করে ।

চো খা চো খি হো ক

ঠিক করেছি – কথাবার্তা আর বলবোই না ।
কেননা কণ্ঠ ক্লান্ত
মুখের বচন এখন ঠাঁই নিয়েছে লোচনে
দৃষ্টিই হয়েছে আশা-আশংকা, ভাবনা ও ভাষা ।
আমার আঁখিদুটো এখন যৌথভাবে পরিমাপ করে
সংক্ষোভ – সময়ের, সংসারের ও সর্বনাশের ।
বলে বুকের কিছু কথা । গ্রহণ বা বর্জন তার কাজ নয়
কাজ শুধু ঘুরে ফিরে দ্যাখা, আর আঁকা
ভিন্ন এক প্রতিচিত্র অন্য এক ঋতুর রীতিতে ।
প্রিয় পাঠক! আমার চোখের দিকে তাকিয়েই
এখন আপনাকে কবিতা পড়তে হবে ।
জলাভ কাগজেই এখন কাঁদে হাসে অক্ষরের তরী
করোটি কলম কাল এখন একাকার চোখের তারায় ।
চোখাচোখি হোক – আমাদের । এসো –
প্রত্যুষিত প্রত্যয়ে জ্বলি প্রাণময় কবিতার মতো
আলো জ্বালি মনাকাশে, মানব বলয়ে ।

জ ল জ জ্বা লা

চলে যাওয়া মানে কি চলেই যাওয়া?
আমার তো তা মনে হয় না। তাহলে
আমার চলে যাওয়ার কথা শুনে বিষণ্ন হচ্ছে ক্যানো
বিহঙ্গকুল, অরণ্যানী, অমমতার পদভারে পিষ্ট
গৃহগুলো?
আমি তো এখনো আছি, চলে গেলেও থাকবো,
মনে হয় থাকবো মনে মনে – অনেকের।
মনবাড়িতেই তো বসত করি আমি
মন কি কখনো যায় তার প্রিয় মনকে ছেড়ে?
মন তো মহাবিশ্ব – বরং তার চেয়েও বড়।
মন তো হৃদয়, নির্যাস নিসর্গের।
তবুও অবয়বজ অনুপস্থিতি আমাদের চোখকে কাঁদায়
আমাদের নেপথ্যকে করে নীড়হীন
ভারি হয়, হতে থাকে বেদনার ভার –
আমি এতো কিছু বুঝি – তবুও তো দেখি
সত্তার গোপনতম ধ্যানময়তায় বিবস্ত্র হয়ে আছে
একটি অগ্নিবর্ণ জলজ নদী, আমি যার জল নিয়ে
খেলা করি, জ্বলি তারই তরল তিমিরে।

আমি কি বলেই যাবো

তবে আমি কি এখন সমাকীর্ণ সমুদ্র
সমাহিত কল্লোলায়নের সময়াতিপাত
পরিপৃক্ত প্রপঞ্চপুঞ্জ, মন্দ্রিত মগ্নতা?
ভিতরে ভিতরে তবু বাড়ি খায় ক্যানো
কথা-বাত্যা অতলতা অতলতা ব'লে?
অস্তিত্ব তো অপসারিত হয়েছে পূর্বাহ্নেই
এখন অপরাহ্নে এসে দেখি চিহ্ন নেই
অনস্তিত্বেরও। না ছায়া, না মায়া, না সৌরভ
এমতো প্রসুপ্ত প্রসূন নিয়ে আমি তবে এখন
কী করবো? কী করবো? আমি কি তবে এখন
আমার একাকীত্বেরও অতীত?
কিন্তু কবিতা ক্যানো আমাকে ছাড়ে না?
ক্যানো এখনও কলম ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখে রাখে
'ভালোবাসা' শব্দটির অসংখ্য বানান? ক্যানো বলে,
এ মহান মুদ্রা ছাড়া আর কোনো কিছু নেই
পৃথিবীতে এবং পরবর্তী পৃথিবীতেও।
অতএব পৃথিবীর প্রদোষিত পথিকের দল! হারানো
মুদ্রাটিকে খোঁজো। সঙ্গী হও প্রেমিকের। কেনোনা
পারের পাথেয় থাকে তাঁদেরই হৃদয়ে– পুস্তকে
কিংবা প্রখ্যাত পণ্ডিতদের করোটিতে নয়।
তবে আমি কি এমতো পুনরুচ্চারণ করতেই থাকবো
চিরকাল? ছায়া-মায়া-সৌরভহীনতা সত্ত্বেও?
অস্তিত্বের অনির্ণেয়ন সত্ত্বেও?
অনির্ণীত অবস্থান সত্ত্বেও?

স হ যা ত্রা র স্ম র ণি কা

আমরা কি এখনো শুনতে পাচ্ছি না সেই
রহস্যসমুদ্রটির মন কেমন করে দেয়া আওয়াজ–
যার নাম প্রস্থান? তাহলে প্রথম
প্রবেশ-তোরণটি তো এখন অনেক পশ্চাতে ।
তাইতো – পিছুটানের নস্ট্যালজিক বাতাস এখনো
যে আমাদের পৃষ্ঠদেশে এসে বিঁধছে ।
ডাকছে – প্রিয়জন, খ্যাতি, কৃতি । অর্জন ।
কিন্তু হায়! জীবন যে এক প্রত্যাবর্তনবিবর্জিত
পথ চলার বিরতিহীনতা । প্রত্যাবর্তনেচ্ছার
দৃঢ়তাকে তাইতো আমাদেরকে ক্ষয় করে ফেলতেই হয় ।
এগিয়ে যেতে হয় চিরদুর্জ্ঞেয় ওই সমুদ্রটির দিকে ।
অথচ অ-বুদ্ধির ঘোর কাটে না, কাটতেই চায় না ।
সহযাত্রীবৃন্দ! নির্মম নিয়তি জাগাবার
আগেই জাগো । জেগে ওঠো । এসো এবার
কতিপয় হৃৎপিণ্ড খুঁজে বেড়াই – রোদনের ।
শুনেছি চোখের বৃষ্টি ছাড়া এ পথে উত্থান
ঘটে না কোনো কুসুমের ।

এ বা র এ ক টু কাঁ দা ও

সময় আমার এক অংশকে ক্ষয় করে ফেলছে
আর এক অংশকে করছে নগ্ন – পুরস্কার
অথবা তিরস্কারের ভার বহনের জন্য । কিন্তু
ভার নিতে যে আমার বড় ভয় । আমি যে
পথিক, একটি আনুরূপ্যবিহীন গন্তব্যবিশিষ্ট
চলমানতার । 'দয়া করো ক্ষমা করো'
এই একটি আকুতি ছাড়া আবৃত্তিযোগ্য কোনো
চরণ আমি আর উচ্চারণ করতে পারি না ।
সেই শাদা হীরার মতো মুদ্রাগুলো,
যেগুলোকে আমি এতোদিন সবচেয়ে মূল্যবান
বলে মনে করতাম, সেগুলোর কথা
এখন আর আমার মনেও আসতে চায় না ।
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দরিদ্র লোকটির চেয়েও
এখন আমি অধিক নিঃস্ব । পাপিষ্ঠ, সবচেয়ে বড়
পাপাচারীর চেয়েও ।
তোমার ভালোবাসার শপথ দিয়ে বলি –
অনুগ্রহ করে এবার আমাকে একটু কাঁদাও ।
দাও চোখের জলের এক ফোঁটা আয়না
যার পটে ছায়া ফ্যালে মহান মার্জনা ।

নি জ হা তে, স্ব হ স্তে

আমার সংকোচগুলো এখনও সংক্ষুব্ধ হতে চায়
সংসারের সংরাগ আরো অধিক গায়ে মেখেও
হতে চায় সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা এক সন্ন্যাস।
এতোদিনের এই বসবাসকে মনে হয় বহুকাল
আগে হারিয়ে যাওয়া কোনো বিস্মৃতির স্মরণচ্ছটা,
যার গায়ে মমতা বা মায়া নামের একটিও
তিলচিহ্ন নেই। আবার অস্বাভাবিকতার আলোও
এখানে অনুপস্থিত। অনুপস্থিত অসাধারণত্বের
গুঞ্জরণও।
সাথীরা অভিমান করে। সন্তানেরা মন খারাপ
করে থাকে। কাঁদে কোনো কোনো জন্ম-অবুঝ
সন্ততিরা। কেননা যাত্রার সংবাদ গোপন থাকে না।
আমি তো পরোক্ষ প্রেমিক–সকলের
সকল দেশের। আর তাঁর অভিপ্রায়ের উপরে
আপত্তি উত্থাপনের শিক্ষাও আমি কখনো কাউকে
দেইনি। সুতরাং প্রথম উদ্যোগ আমাকেই গ্রহণ
করতে হচ্ছে। সযত্নে লালিত দ্বিধার বন্ধনগুলোকে
কেটে দিতে হচ্ছে নিজ হাতে। স্বহস্তে।

ব দ লে দা ও ধৈ র্যে র ধ র ন

বৃথা এই বসবাস । তবু এই সংকুচিত সুখকে নিয়েই
তোমার নিয়ম হয়ে বয়ে চলেছি
বাঙলার বাতাস হয়ে, বঙ্গদেশী স্রোতস্বিনী হয়ে ।
জলে ভেজা দিকচক্রবালস্পর্শী প্রান্তর
খগোলশাসিত আকাশ নক্ষত্রপুঞ্জ
মহাশূন্যবোধবাহিত অচিনতা
কোনোকিছুই আর এখন আমাকে
শাদা কপোতের ডানার গান শোনাতে পারছে না
সারাক্ষণ সর্বত্র স্মরণ শুনি কেবল তোমার
অথচ তুমি অনড় আড়াল ।
আমার এ নিষ্ফল পরিব্রাজনাকে তুমি ক্ষমা করো
আমি তো পাথর নই বৃক্ষ নই মহাশূন্য নই
আমার রয়েছে চোখ ও হৃদয় যথাক্রমে বেদনার
ও যুক্তিত্তীর্ণতার । তাই কিছুটা ব্যতিব্যস্ততা
আমাকে স্পর্শ করেই । তাই আমি অনন্ত
নৈঃশব্দ্যের সতত সহচর হয়েও মাঝে মাঝে
কথা বলে উঠি । বলি –কই, কোথায় তুমি?
এ দুস্কৃতকারী দাসের অযথার্থ অহমিকাকে
এবার চুরমার করো । শেষ করে দাও
প্রতীক্ষার আয়ুষ্কালকে । অথবা
বদলে দাও ধৈর্যের ধরন ।

শূ ন্য বা সা

কোনো স্বপ্নদর্শনের কথা এতোদিন আমার
মনেও পড়েনি। স্বপ্নহীন দিন রাত্রি নিয়ে এতোকাল
ভালোই ছিলাম মনে হয়। যে মওসুমে স্বপ্নের সাম্পানগুলো
শ্রান্ত হয়ে ঘাটে ফিরে আসে, গুটিয়ে ফ্যালে
তাদের বহুবিধ বাতাসের স্পর্শধন্য
রঙ-বেরঙের পাল, তখন আমি নিতান্ত অবোধের
মতো লালায়িত হয়ে উঠছি একটি স্বপ্নের জন্য।
সেই স্বপ্ন, যাকে সময়ের শিশির কখনো সিক্ত
করতে পারে না এতোটুকুও। সেই স্বপ্ন, যা আমাকে
পরিয়ে দিতে পারে একটি শাদা ও সুবাসিত বসন।
আমার অশ্রুভেজা মুখমণ্ডলের এক প্রান্তে
ফুটিয়ে রাখতে পারে একটি বঙ্কিম ও অন্তিম
দুর্নিরীক্ষ্যপ্রায় হাসির রেখা।
আমার বিপর্যস্ত বাস্তব এখন সেই স্বপ্নটি
দ্যাখার জন্য ব্যাকুল। আমি এখন
সেই স্বপ্নাশা, শূন্যবাসা স্বপ্নকপোতের।

তি নি কি প্র তি প ক্ষী য় কে উ

আত্মার স্কন্ধ থেকে আমরা নামিয়ে
ফেলেছি রোদন ও রহস্যের ভার । জীবন
এবং কবিতা থেকে সরিয়ে দিয়েছি
সুস্থ সংবেদনময় প্রত্যয় । হয়েছি অনিকেত
স্বগৃহের সম্ভাষণকে অস্বীকার ক'রে ।
তাই আমাদের উচ্চারণে কেবল হুতাশন,
হতাশা এবং হামলা । প্রখ্যাতি, প্রতিষ্ঠা
এবং পরপীড়নপ্রবণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে
তাই এতো প্রলয়োল্লাস । এরকম
দাবদাহদুষ্ট দুষ্কালে কেউ যদি আনে
মনোলোকের মেঘজ মহিমা, বিষ
ধুয়ে দেওয়া শ্রাবণ, তবে আমরা কী করবো?
ভাববো কি – তিনি আমাদের প্রতিপক্ষীয় কেউ?
বাঙলার এবং বিশ্বের সকল বর্ণমালা
যদি তাঁকে মহাকালের মহিমাপ্রকাশক
কবি বলে সনাক্ত করে,তবুও কী?

নি র্দে শ

দাঁড়িয়ে আছি সকল সংঘর্ষের মাঝখানে। এখন আমি
সকল পক্ষ-প্রতিপক্ষের বিপক্ষ। বিরোধী সকল
দক্ষিণ এবং বামের। কেননা আমি আসত্তা
একটি অবিভাজ্য সরলতার উত্তরাধিকার,
প্রেমভার–শাশ্বত বেদনার। আমি এখন
অমল, ধবল এবং সরল। উতরোল –ঔন্নাসিক্য
এবং ঔদাসীন্যবিনাশক পদবিক্ষেপে। সকল
চিৎকারের বিপরীতে আমি বিজয়ী মৌনতা
মনের, মনোনয়নের এবং বিস্ময়ের। অরণ্যানীর
অকৃত্রিমতা নিয়ে আমি এবার পরাস্ত করতে চাই
সকল সংহারকে, উদ্ধত আণবিকতাকে।
মিছিল-প্রতিমিছিলকে। লোভ-প্রতিলোভকে।
সুতরাং আমার কথা শোনো হে সংক্ষুব্ধ সভ্যতা!
শান্ত হও। তোমার চোখে হিংস্রতার হুতাশন।
মনে বিধ্বংসের বিষ। তোমার এখন প্রয়োজন –
বিশ্রাম। চিকিৎসা। নিরাময়ন।
দ্যাখো, ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ নিরাপত্তার অভাবে কাঁদছে
পুষ্পের প্রতিরূপ শিশুদেরকে নিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে
অজস্র আপনজন।
গুটিয়ে নাও হত্যার হাত। এ আমার অবশ্যমান্য নির্দেশ।
আমি – সংক্ষুব্ধ সভ্যতার সর্বশেষ কবি।
স্বপ্ন দেখি – ভালোবাসার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের,
তাঁর প্রতিচ্ছন্দক হয়ে, যিনি খ্যাত মহানিসর্গের
মমতার প্রতিভূরূপে।

ডা ক

অনেকে এবং অনেক কিছু আমাদেরকে ডাকে ।
আমরা সাড়া দেই । প্রয়োজনে অথবা
অপ্রয়োজনে । সাফল্যের সৌরভ অধিকার
করতে গিয়ে অতিক্রম করি অনেক অনেক
শ্রম ও স্বেদের উপত্যকা – চড়াই, উৎরাই ।
কিন্তু সবচেয়ে অধিক সমীপবর্তী যে ডাক
সে ডাক আমাদের শ্রুতিকে সচকিত করে না ।
হৃদয়কে করে না ব্যাকুল যথাপ্রস্তুতির জন্য ।
জানিনা কখন কীভাবে আমরা যাবো

কোথায় কে হবে তখন আশ্রয়, প্রশ্রয় এবং বরাভয় ।
পৃথিবীর উদরে রক্ষিত ওই সুনির্দিষ্ট ঠিকানাটি
আমাদের জন্য কী নিয়ে অপেক্ষা করছে কে জানে ।
স্বসত্তাই তো তখন হবে আমাদের একমাত্র সঙ্গী ।
আমরা সকলের এবং সকল কিছুর ডাক শুনি ।
সাড়া দেই । শুনতে পাই না কেবল মৃত্তিকার ডাক ।

সা হ সী শ প থ

প্রত্যুষ-প্রদোষ জুড়ে খেলা করে যার নাম
আমি তাঁর উচ্চারণ ধ্বনি
আমারই অয়নে তাঁর ভালোবাসা ভাব-ভাষা
আনে নিত্য অবাক অশনি
আকাশে বাতাসে ফোটে যাঁর লীলা-রহস্যের
রাশি রাশি কনক-কুসুম
তাঁরই প্রেম নিয়ে বুকে পাড়ি দিই একে একে
সব ক'টি জাগরণ ঘুম ।
যাঁর স্মৃতি নিয়ে নাচে নীহারিকা নক্ষত্রেরা
নিশীথের নিঝুম বাগানে
আমারই কলম তাকে কাগজের পৃথিবীতে
বারে বারে টেনে টেনে আনে
তাঁর পরাক্রম জুড়ে ঝরে দয়া মায়া প্রেম
যার ছায়া মানুষের মনে
পড়ে বলে বেঁচে যায়, ক্ষমা পায়, জমা রাখে
মুদ্রা কিছু গোপনে গোপনে
শোনো সাথী হৃদয়ের, যথাকালে উড়ে যাবে
সময়ের শোকজ কপোত
নিজের নিগূঢ় নীড়ে ফিরে এসো এই বেলা
নাও সত্য সাহসী শপথ ।

যা ত্রা

বুকে তোমার সেই সোহাগের নীল বেদনা
মিটিয়ে ফ্যালো এই জীবনের পাওনা দেনা
কে যে আপন কে-ই বা তোমার পর জানো কী
কোন আড়ালে রাখবে এবার সজল আঁখি ।
নাও ভিড়েছে ওই দ্যাখো ওই নাও ভিড়েছে
জল ফুলেছে স্রোতের ছোবল সামনে পিছে
এই বিকেলে নীল জখমের দগদগে ঘা'র
উঠলে জোয়ার মুখ দেখাবে কী করে আর
কয়টা তারা ধীর পতনের পায়রা হলো
মাটি ক'বার অধীর ব্যথায় মুখ লুকালো
লুকোচুরির আলোছায়ায় সময় কাটে
মুখর হাটে, দিনমনি ওই বসছে পাটে ।
এবার কাঁদো প্রাণ খুলে ওই তৈরী তোরণ
এবার তোমার জীবন মরণ একলা ভীষণ
সেই সুরভি অন্ধকারের ওপার বাড়ি
ওই এসেছে এবার খোলো দড়াদড়ি
বয় বাতাসে বিধুর সুদূর বিদায়বাণী
করলে দেরী সব যে হবে জানাজানি
লজ্জা নিয়ে আর ভেবো না পাপ কবে আর
ক্ষমার চেয়ে অধিক হয়ে আনে আঁধার
সেই আকাশের নীল বেদনা নীলের সোনা
এবার তোমার দুই চোখে হোক তরল লোনা ।

স ক ল ক থা র সু র

কৃষ্ণচুড়ার লাল আগুনে চোখের তরী
যেই ভাসালাম অমনি উদাস বাতাস এসে
আকাশ জোড়া শাদা মেঘের উজান হলো
চোখ থাকতেও অন্ধ হলাম সেই কারণেই ।
আমার অঙ্গ, অঙ্গাবরণ ভাসছে হাওয়ায়
তরঙ্গহীন ত্রাসের তোড়ে প্রদোষকালে
বুক ফোঁপানো কান্না কাঁপে বুকের ভেতর
স্বপ্ন-স্বেদের এক ফোঁটা জল তবু তো নেই ।
ভাঙতে তো নেই খ্যাতির খবর দ্যুতির দেশের
নয়তো এ দাস নগণ্য এ-ই করতো প্রচার
তোমার আনুরূপ্যবিহীন বদান্যতার
নেই কো বিরাম নেই সীমানা, নেই পারাপার ।
সেই কারণেই অন্ধ বধির অধীর হয়ে
অবাক মনে ভাবি কেবল কী করি আর
সুহৃদ স্বজন তোমরা ভাবো, কী যে ভাবো
কাব্যসহ সবকিছু তাঁর চিহ্ন দয়ার ।
আকাশ জোড়া শাদা মেঘের দুয়ার থেকে
এবার যদি নামে অচিন অন্য প্রপাত
কৃষ্ণচুড়া-আকাশ-অনল-ভূতল-অতল
সব কিছুতেই সকল কথার সুর বাজাবো ।

জোয়ার ভাটায় যার সমমায়া

যেভাবে জীবনে এলো জোয়ারের বিপরীত আলো
দিন হলো নিশাচর রাত হলো রহিত রাখাল
ফুল হলো গন্ধোত্তীর্ণ মনে হলো কে য্যানো পরালো
আবার তেমন করে স্মৃতিহার প্রতুল প্রবাল ।
সত্তার গভীর বনে অগ্নিকাণ্ড নেভে না আগুন
ভস্মের রহস্য নিয়ে এইমতো কে আর কাটায়
সময়ের সিঁড়ি ঘড়ি পুড়ে যাওয়া শীতার্ত ফাগুন
নিভৃতির নগ্নতায় দেখি শুধু কে আসে কে যায় ।
যাওয়া আসা ভালোবাসা তার সাথে সবিক্ষত আশা
দেশের দুয়ার ধ'রে ইতিহাসে আবার দাঁড়ায়
হয়তো বা শীত শেষ বর্ষা শেষ মনোমধ্যে তবুও পিপাসা
ঋতুর অতীত হয়ে শব্দ আনে সৃজন-পাড়ায় ।
অক্ষরবিহীন এই উচ্চারণ মনে হয় অক্ষরেরই ধ্বনি
শব্দগুলো শব্দ নয় য্যানো অব্দ হাজার হাজার
এভাবে কবিতা বুঝি নেয় নিত্য পঙ্‌ক্তির গাঁথুনি
দ্বিধা ও জড়তা জুড়ে মেলে দ্যায় যুথবদ্ধ জাল ।
চলো আঁখি দৃষ্টি ধ'রে চলো পাখি আবাসে প্রবাসে
সকল সংসারে গিয়ে ব'লে দাও গভীর কথাটি
সে-ই পায় ভালোবাসা, যে কেবলই প্রেম ভালোবাসে
জোয়ার ভাটায় যার সমমায়া সে-ই শুধু খাঁটি ।

নী ল কো কি ল

কোথায় কোকিল য্যানো কবিতার লুকিয়েছে লাজে
পোড় খাওয়া পৃথিবীর প্রয়োজনে সময়ের ভাঁজে
অতি তরুণের দল তাকে খোঁজে কোলাহলে গ্রন্থগৃহে আর
বয়স্ক কবির দল শংকাভরে আগলে থাকে খ্যাতির দুয়ার –
এ সমস্ত দেখে শুনে আমি জানি হে বিহঙ্গ মোর
নেত্রাতীত নীড়ে গিয়ে র'চেছো নতুন এক ভোর ।
সে প্রত্যুষে প্রথা হয়ে যারা যায় তাদের মতন
আমার বেদনা নয়, শুধু ভাঙে ভাঙাচোরা পথের পতন ।

সে পতনে পরিকীর্ণ হয়ে আছে অক্ষরের অবাক উজান
ভিতরে ভিতরে ঘোরে ঘুম ঘুম ঘনঘোর বর্ষণের গান ।
রোদনে রোদনে তার বক্ষে জাগে অতলান্ত জলধি-জোয়ার
কলম কলিজা কণ্ঠ এক সাথে সুর হয় তার
কবিতা তাহাকে বলি, বলি তাকে কালের কোকিল
সে পাখিরই পাখা হই, হই তারই আকাশের নীল ।

গ ন্ত ব্য

সামনে সমুদ্র শুধু তটভূমি তরঙ্গমুখর
একাকী দাঁড়িয়ে দেখি শুধু জল ভাঙে তার ঘর
ঘর ব'লে কিছু নেই সব শেষে হবেই কবর
সময়ের শূন্যতায়, ডুবে যাবে চেতনার চর —
সে অবাক চরে থাকে এক পাখি রোদনপ্রবণ
আমি তার বুক ডানা আমি তার তৃষাতুর মন
আমি তার দহনের দিবানিশি কেঁপে ওঠা সুর
আওয়াজের বিপরীতে আমি তার নেপথ্য নুপুর ।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা জলবক্ষে এ নিয়মে আপনাকে মাপা
পাকনামপ্রাণ নামে এ সৈকতে এভাবে নিথর হয়ে কাঁপা
কখনো হয়নি ভাগ্যে, আর হবে এ নিশ্চয়তা নেই
কারণ মানুষ আমরা, এই আছি একটু পরেই
চ'লে যাচ্ছি চ'লে যাবো যাওয়াটাই আসল নিয়ম
সময়-সমুদ্র তলে ডুবে আছে আমাদের গন্তব্য চরম ।

ভা লো বে সে, শু ধু ভা লো বে সে

গতিময় যতি আর যাত্রাগ্রস্ত যতির পিপাসা
জীবন তাহার নাম, তাহারই কপালে জ্বলে আশা
আমাদের বৃক্ষপত্রে, আমাদের মাঠের ফসলে
এখনো পাখিরা এসে মাঝে মাঝে সেকথাই বলে ।
বলে, এসো এসো সাথী নিয়ে এসো লজ্জা ও ভয়
নতুবা বিফল হবে সব কৃতি বিষয়আশয়
পুণ্য যদি না-ই থাকে, পাপ করো শুদ্ধ অনুতাপে
তারপর আসো যদি দেখবে সেই প্রেমের প্রতাপে

তুমিও নায়ক এক আলোকের, আলোর ফুলের ।
দয়া ও ক্ষমার নদী পথে পাবে, যেথা মৃত্যু সকল ভুলের
সহজে সম্পন্ন হয়, সে সুবাসে ভাবনা ও আশা
এখনই ডুবিয়ে দাও, য্যামন বিহঙ্গ বাঁধে বাসা
আকাশী বাতাস-নীড়ে গতি ও যতির সাথে মিশে
যাত্রা ও মাত্রার ভার বুকে নিয়ে ভালোবেসে, শুধু ভালোবেসে ।

এ খ নো না ড়া য়

কারা য্যানো চলে গ্যালো গায়ে নিয়ে সাঁঝের সুবাস
এভাবেই যাত্রা চলে মানুষের প্রতিটি গৃহের
শোক ও সুখের ডানা নিয়ে ওড়ে জীবনের পাখি
আমাদের প্রহরের ভাঁজে ভাঁজে সেই সুর বিধুর মধুর ।
এখনো তো ফুল ফোটে সভ্যতার আণবিক গ্রামে
এখনো আকাশে আছে বিস্ময়ের লক্ষ কোটি তারা
এখনো মানুষ আছে প্রেম প্রেম খেলা নিয়ে আছে
এখনো বাতাসে ফোটে বসন্তের পথিক সুবাস

বানে ডুবে যাওয়া দেশে প্রাণ পোড়ে স্বজনের তরে
তবুও আশংকা নেই, ভ্রাতা-ভগ্নি তোমাদের বলি
চলো ফিরি মূল তটে, বিশ্বাসের অসীম সলিল
যেখানে জাগিয়ে রাখে স্রোতময় সরল সফর –
তরল অতলে যার অবিরাম পবনের তৃষা
এখনো নাড়ায় দ্যাখো শিশিরিত সময়ের গোড়া ।

নি ভি য়ে আ প ন দী প

নিভিয়ে আপন দীপ যে পথিক খোঁজে আলো কাঙালের মতো
জানেনা কি সে অবুঝ আত্মার আকাশে লক্ষ কোটি তারা ফোটে অবিরত
নীলের নিসর্গ থেকে কতো দ্যুতি নেমে আসে অপেক্ষিত বেদনার পাশে
শীতল আলোর নিচে নীরবতা নত হয়ে ভেসে যায় বাতাসে বাতাসে
সে বাতাসে হাহাকার বার বার বাড়ি খেয়ে ঘুরে ঘুরে ঝ'রে ঝ'রে যায়
সত্তার সংরাগে করে সন্তরণ, ঘাটে বাঁধা নাও খানি সতত কাঁপায়
আমাদের নোঙরার্তি। ঘাট ভিন্ন, তরী অন্য, কিন্তু এক গন্তব্যের আলাপন, গান
বাহিরে ব্যাকুল বিশ্ব সচকিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভিতরে ভিতরে শুধু শব্দের ভাসান।

একক আকাশে আসে ওই দ্যাখো অনিমিখ দ্যুতিদগ্ধ শত কোটি তারা
নৈঃশব্দ্যের নেশা নিয়ে আমাদের বেদনারা বার বার হয় আত্মহারা
ছিলাম এভাবে আজ পতনে পতনে ক্লান্ত দূরে দূরে সরে সরে যাওয়া
অনাত্মীয় আনন্দের পাশে থেকে এভাবে কি কোনোদিন যায় কিছু পাওয়া?
প্রেমহীন ব্যথাহীন ক্লান্তিহীন জীবনবিরোধী যাত্রা, অ-বন্দর রয়েছে যেদিকে
অন্তর্তরঙ্গ জুড়ে সে জখম, তারই জন্য দেখি দিন-বিভাবরী হয়ে আসে ফিকে।

প্র হ র - পা থ র

কখনো কখনো নদী বাঁক নেয় কখনো কখনো পাখি কাঁদে
কখনো কখনো কাল কাছে আসে কখনো কখনো যায় দূরে
কখনো কখনো বৃক্ষে সুর ওঠে কখনো কখনো ঝরে পাতা
তেমনি কখনো কবি কথা হয় আবার কখনো নীরবতা ।
কবির কপোলপটে এভাবেই চুমু আঁকে কালের অধর
নিসর্গের নেত্র থেকে ঝরে য্যানো এক ফোঁটা অবিচল জল
সে জলের বুকে ভাসে কালস্বপ্নসুখসম অনির্ণেয় ফল
কখনো কখনো তাই কবিকণ্ঠে কথা বলে দূরের শহর ।

যে সুখ আবাস গড়ে বিস্ময়ার্ত বেদনার বুকের গভীরে
তার দিকে মেলে রেখে তৃপ্তিহীন স্বস্তিহীন নিষ্পলক চোখ
নিজের নিগূঢ় নীড় খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হওয়া কবির নিয়তি
তুবও ছায়ার মতো যাত্রা তার দূরে রাখে সংসারের রীতি ।
কখনো কখনো তাই কবি কাঁদে কখনো কখনো হয় স্বর
সকল সীমানা মুছে এভাবেই একদিন হয়ে যায় প্রহর-পাথর —

প্র হ রী

বিরল অতলে জ্বলে অবিরাম কিসের আওয়াজ
আঁখির নীরব নীর মনে হয় সেখানেই কাঁদে
জীবন জমাট হয়ে সে সমুদ্রে অবিনাশী সাজ
প্রেম প্রেম ব'লে তোলে দূর সুর নূরের প্রাসাদে ।
সে নূরের নদী নামে মরু থেকে মরুত্তীর্ণতায়
সে অসীম অগ্নি থেকে আমি পাই অতলের জল
অবিরল টলোমল উতরোল সফল শিকল
নিপুণ নোঙর, নীল মেঘচ্ছবি চোখের তারায় ।

এভাবে বসন্ত নামে ঋতুত্তীর্ণ সকল সড়কে
গণনাবিহীন গান, বিরহের ব্যাকুল বাগান
মাছ নদী গাছ পাখি শ্রাবণের বিধুরতা আঁকে
ভাঙা নীড় চোখ মোছে, পুনঃ নামে কুয়াশার বান ।
কিসের আওয়াজে আজো সান্ত্বনাকে খুঁজে খুঁজে মরি
আমি কি একাই তবে বেদনার বিনম্র প্রহরী!

সাড়া দ্যায় সকল পাঁজর

মোহিত-মন্দ্রিত মেঘ মনে হয় একেবারে কাছে চ'লে আসে
সত্তার সৌগন্ধ নিয়ে রহস্যেরা মাতামাতি করে যার পাশে
জীবনের ঘাটে জাগে জটিলতা সুস্থ শান্ত শরতের ব্যথা
পাওয়ার পরেও ক্যানো তৃপ্তিহীন তপ্ততৃষা, দগ্ধদশা অযথা অযথা
অনেক জলের কণা এক হয়ে বোনে জাল য্যানো এক ভাসমান তরী
বাতাসের শান্ত বুক রাখে তাকে নিরবধি, য্যানো সখা নীরব প্রহরী
এ স্বপ্নের সম্পূরক অন্য কোনো স্বপ্ন-সখা দেখি নাই নীলের সলিলে
দৃষ্টির পিঞ্জরে তাই বার বার পুরে রাখি মেঘ-পাখি,পঙ্‌ক্তির সমিলে
কতিপয় রেখা এঁকে রেখে যাই পিপাসার নীড়হীন নতুন নিশ্বাস
সময়ের সুখে শোকে, মনোলোকে । সভ্যতার দ্বিখণ্ডিত দাস
যখন অসংখ্য গৃহ, সমগ্র মৃত্তিকা জুড়ে তুফানের খল মাতামাতি
পারমাণবিক গ্রামে, তখন চোখের মেঘে পাখি হয়ে আমি রাতারাতি
মনে হয় মগ্নতার লগ্ন হয়ে ভগ্ন বুকে নিরুপম নিকুঞ্জিত নেশা
জাগাবো তেমন ক'রে যেভাবে জাগিয়েছিলো সে বীরেরা অখণ্ড অন্বেষা
বাঙলায় । সে আশার মেঘে মেঘে জেগে জেগে আকাশের আতশী-সাগর
আমার নীরব দ্রোহে সাড়া দ্যায় পৃথিবীর প্রশ্নময় সকল পাঁজর –

উ থা ন বি ষ য় ক

কে কাঁদে? হৃদয় না নিসর্গ? বোঝা দায় কে বেশী বিরহী
অদৃশ্যের পথপ্রান্তে কুয়াশার মতো কে? কে-ই বা রোদনারোহী
কে যায় কে ব'সে থাকে অনুবর্তনে কে কার ইমাম
কে কার গতর জুড়ে লিখে রাখে সময়ের নাম
উপনাম শিরোনাম অবিরাম জাগে ও হারায়
কান্নার করাত কাটে কোলাহল, মগ্নতার মুকুটে ও পা'য়
নির্নিমেষ নীরস্রোত, দুর্লভতা, অনুচ্চার্য অনলের নীল
দূরস্পর্শী ছায়াপথে জেগে ওঠে কবিতার বিচিত্র নিখিল ।

সচিত্র সে শোভাযাত্রা অহরহ প্রকাশপ্রতিক্ষ্য
জলধি অবধি যাত্রা, যার পথে স্থল অন্তরীক্ষ
মানুষের মধ্যে তবু মানুষের অধিক মানুষ
বিশ্বের ভিতরে বিশ্ব ভাবনার ভিতরে ভাবনা
আবার উত্থিত হয় বিস্ময়, আগুনের ভিতরের তুষ
ছাপিয়ে সকল কিছু বায়বীয় পরিসরে জাগে শুধু নব প্রস্তাবনা–

ভুল ভূমি

যাবো না যাবো না ব'লে চ'লে যাই যেতে যেতে বলি
যাওয়া ও আসার পথে ফুটে আছে যতো বৃক্ষ নদী
সময়ের স্বেদ হয়ে শ্রম ও শ্রান্তির সাথী হয়ে
নিয়ে আসে নীল চিঠি, নীলাতীত নিখিলের গান
কীভাবে আনন্দে মাতি আমার যে স্বজন-বিরহ
কিছুতে মোছে না তার জলচিহ্ন, আমাকে আঘাত ক'রে কাল
এঁকেছে অজস্র দাগ জখমের, সবাই যে আমার স্বজন।
পাথেয় না নিয়ে যারা চলে গ্যালো পার হয়ে পৃথিবীর তীর

তারা তো আমারই ভাই, আমাদের বোন ও স্বজন
আকাশ ও মাটির দ্যাখো দায় নেই, অভিপ্রায় নেই
সবুজ তরঙ্গে দোলে গাছে গাছে মাঠে মাঠে শস্যসিক্ত রঙ
নিসর্গ-নয়নে তবু অশ্রুচিহ্ন গোপনে গোপন রূপে কাঁদে
মানুষ মানুষ ব'লে, তবু বিষ, বিষের মিছিল
স্মরণ-সরণী জুড়ে জড়ো হয় ভুল ভূমি, পদ্যের পাতা।

প্র হ ত প্র দী পে র প দ্য

সমসময়ের স্বপ্নে আমি কালো কালের কাজল
য্যানো দীপ বেদনার, য্যানো নীল নয়নের জল
নদীদের শরীরের শিষ্ট স্রোতে হৃদয়ের কথা
ভাসিয়ে দিয়েছি আমি – অকারণ প্রহরের প্রথা
মাঝে মাঝে মান্য করি, মাঝে মাঝে দ্রোহের মতন
তরঙ্গে তরঙ্গে তুলি তৃষা-নেশা, বাঙলার বেদনা য্যামন
শিশিরের সন্নিপাতে ভিজে ভিজে ভালোবাসি ভোর
অজানা-অতিথি-আলো গায়ে মেখে শুরু হয় আমার সফর

মানুষের সংসারে । কর্মকোলাহল থেকে মৌনতার গান
একান্তে চয়ন করি, সমসময়ের সাথে এভাবেই চলে অভিযান
বোধের চরের দিকে, ফসলের ক্ষেত রেখে পেছনের প্রয়োজনে জমা
যেখানে জিকির ফোটে ডাহুকের চঞ্চুপুটে, যেখানে দোয়েল বলে ক্ষমা
তারা পায়, যারা শোনে নিসর্গের শোকগাঁথা, বেদনার ফল
পাপের প্রদোষে জ্বালে যারা স্নিগ্ধ পিপাসার পল ।

কে য্যা নো এ খ নো ব লে

এখনো কলমীলতা কালো ধোঁয়া ধোয়া এই সভ্যতার পাশে
লতিয়ে লতিয়ে ওঠে বাঙলার বেদনায়, এ দেশের প্লাবনের চাষে
এখনো নতুন পলি, নতুন নতুন চর, নবতর জীবনের স্বাদ
আয়োজনে প্রয়োজনে হেসে ওঠে বিচলন, প্রহরের প্রহত প্রাসাদ ।
অনেক গাছের মৃত্যু, মুছে যাওয়া আশ্রয়ন, সম্মিলিত শংকাগ্রস্ত আশা
আবার আবাদী জুড়ে ডেকে আনে অন্ধকারে কোটি কোটি স্নিগ্ধ ভালোবাসা
আপন অতিথি য্যানো নতুন বীজের গন্ধ, কর্দমাক্ত মৃত্তিকার বুকে
শস্যের অপেক্ষা নিয়ে জেগে থাকে এই দেশ, এ ভূমির বুকের অসুখে ।

বুবুদের মায়েদের আমাদের সংসারের বুকে তবু মন্থর আকুতি
আপনজনের জন্য মায়া শুধু, যদিও সকলে জানি সবখানে সুদুর্লভ দ্যুতি
কাঁঠালের মরা পাতা, ভাঙা ভিটি ইত্যাকার অনিবার্য ক্ষতচিহ্ন নিয়ে
সভ্যতার পাশাপাশি পথ চলে তবু স্বপ্ন, এ ভূমির সীমানা ডিঙিয়ে ।
নগরে নগরে চলে বাক্যালাপ, রক্ত, বোমা, সংহার, তপ্ত অধীরতা
কলমীলতার কানে কে য্যানো এখনো বলে বেদনার বক্ষজাত কথা ।

শুধু কাঁদে অপেক্ষার ভার

রোদনের রাত জ্বলে কী নিয়মে তার কথা যদি
বলা যেতো বিবরণে, তবে বুঝি অন্য এক নদী
জলের জবান হয়ে ব'য়ে যেতো, ক্ষয়ে যেতো পাড়
মানুষের জীবনের, চৈত্র শীত শ্রাবণ আষাঢ়
অন্য এক মানে নিয়ে গানে গানে পাখির মতোন
জমাতো জমাট ব্যথা, অজানার বিরল কথন
কাকলী-কূজন পেতো, মনের মোহনা তবু ভুলে
হয়তো থামাতো তরী, অসীমের অবিনাশী কূলে।

এভাবেই মুখ দ্যাখে অন্তহীন আমার অতল
অচেনা পানিতে, আঁখি হয়ে আসে আবার সজল।
কে কবে কোথায় য্যানো অপেক্ষার অমেয় আকাশে
ব্যথা হও বিশ্ব হও এই মতো সুমধুর ত্রাসে
জ্বালায় এখনো তারা আত্মহারা হাজার হাজার
অসহ আলোতে তার শুধু কাঁদে অপেক্ষার ভার –

ঘুমের ফসিল

নিশীথের পাখি এক সুর হয়ে ডানা ম্যালে কাছের আকাশে
যখন তারার আলো অসংখ্য বেদনা নিয়ে নৈঃশব্দ্যের বিচ্ছুরণ হয়
ঘুমালে দিনের শ্রান্তি কাত হয়ে চরাচরে নগরে শহরে
নিসর্গের ঠোঁটে ফোটে একটি গোপন কথা ভালোবাসা, ভাবনা ও আশা।
বেদনাপুরের ঘাটে নয়ন নদীতে দোলে হালহীন পালহীন নাও
যেতে তো হবেই চলো, এখনই নোঙর তোলো ভেঙে ফ্যালো দ্বিধার দেয়াল
খঞ্জনার নাচ শেষ, ঝিমিয়ে পড়েছে বুদ্ধি ব্যাকুলতা দীর্ঘ মুখরতা
নিশুতি রাতের রোদে প্রত্যয়ের পাশে শুধু জ্বলে দোলে কাঙ্ক্ষিত নীড়।

এই বৃক্ষ এই পুষ্প এই নদী এই কোলাহল
একদিন নিভে যাবে রীতিমতো নিখাদ নিয়মে
সেদিনের কথা ভেবে সবিষণ্ন তোমার হৃদয়
বলো তো ক্যামন করে, অনিবার্য অবকাশ হলে
একান্ত নিজস্ব দ্রোহ, একা একা কাছের আকাশে
ব্যথিত বিহঙ্গ ওড়ে, যার দেহ ঘুমের ফসিল —

প রি শি ষ্ট

বাকপ্রিয় বাঙালি কথা বলতে যত পারঙ্গম, কথার ভেতর দিয়ে বস্তুসত্যকে প্রকাশ করতে বোধ করি ততটা সক্ষম নয়। তার প্রকাশ প্রয়াসে শব্দবাক্যের যতখানি অপচয় ও আবিলতা রয়েছে, সারবস্তুর অভাব রয়েছে তার চেয়েও বেশি। তাই সে যা লেখে তার সবই রচনা হলেও সাহিত্য নয়, তার সকল পদ্যও কবিতা নয়। তবুও লেখক কবির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে নিন্দুকের কাছে বহুপ্রজ কাকের সঙ্গে প্রতিতুলনীয় হয়ে পড়েছে। তাতে অবশ্য কবিতার তেমন ক্ষতি হয়নি। কেননা দীক্ষিত পাঠক মাত্রেই রচনা ও সাহিত্যের বৈষম্যটুকু, পদ্য ও কবিতার দূরত্বটুকু চিনে নিতে পারেন।

এই ঘোর পদ্যের উদ্বৃত্তের দেশে সত্যিকারের কবিতার সাক্ষাৎ লাভ দুর্লভ অভিজ্ঞতাই বটে। সম্প্রতি সেরকমই একটি দুর্লভ মুহূর্তের মুখোমুখি হওয়া গেল 'সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও' নামের গ্রন্থপাঠ শেষে। নামের ভেতর যেটুকু কাব্য ও ঋজু উচ্চারণের আভাস মেলে, তাতে গ্রন্থটি শেষাবধি মনোযোগ দিয়ে পাঠ না করলে চলে না। আর তাতেই বুঝি খোঁজ পাওয়া যায় সেই অমৃতের সন্ধান, যার অন্বেষণে দীক্ষিত পাঠক ঘেঁটে চলেন পাঠ্যঅপাঠ্য গ্রন্থঅগ্রন্থাদি।

প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল, গ্রন্থটির সব রচনাই কবিতা। আপাদমস্তক। এর রচয়িতা মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ প্রথাগত অর্থের কবিদের সঙ্গে নিত্য স্মরণীয় নন এ কারণে যে, প্রথমত তিনি বিপুল কবিতা প্রসবকারী কবিদের মত রাশি রাশি পদ্য লেখেননি, উপরন্তু বাগ্‌বাজারে সুবেশী পদ্যের সামগ্রী বিকিকিনির হাটেও খুব একটা বিচরণ করেননি। যা করেছেন, তা হল রচনার সবখানিই কবিতার বৃত্তে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। তৃপ্তির সঙ্গেই বলা যেতে পারে, তাঁর প্রকাশিত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের সবকটি রচনাই উৎকৃষ্ট কবিতা। এ প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও জাগতে পারে, মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের নাম তবে এখনও সাধারণ কবিতামোদী পাঠকের কাছে সেভাবে পৌঁছোয়নি কেন। তার কারণ অবশ্য আমরা বলব কিছুটা প্রকাশনা শিল্পের দৈন্য, কিছুটা পাঠকের অনুরাগতোষণে উনতা, তবে কবিতাগুলো পাঠশেষে নিঃসন্দেহেই তাঁরা একমত হবেন, তাতে কবির দায়ভাগ সামান্যই। লিখছেন তিনি দীর্ঘদিন ধরেই, যার প্রায় সবটুকুই কাব্য, তবে সে তুলনায় তাঁর কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। যদিও গ্রন্থসংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুলও নয়।

স্বল্পায়তন এই গ্রন্থটিতে কবিতার সংখ্যা বত্রিশ। প্রায় সবগুলো কবিতাই আকারে সংযত, যদিও এর অনেকগুলোই শব্দের প্রবাহে দীর্ঘতর হতে পারত, অন্তত সেরকম সম্ভাবনা ছিল সর্বত্র। তবে কবি স্বভাবতই সংযতবাক, বাক্যের প্রবাহকে যুক্তির শাসনে বেঁধে রাখতে কুণ্ঠিত হননি কোথাও। এতটুকু মেদ জমতে দেননি কবিতার শরীরে, হাঁড়মাংস যতটুকু না হলেই নয়, তার বেশি বাড়তে দেননি। অর্থাৎ পরিমিত বোধকে প্রশ্নমান করেননি কোথাও। আর সে কারণেই তাঁর কবিতাগুলো হয়ে উঠেছে নিটোল, সরল ও একই সঙ্গে অনুভববেদ্য। এ দুর্লভ সংযমবৈশিষ্ট্য যে কেবল এই গ্রন্থটিতেই লক্ষণীয়, তা

নয়, বাকি চারটে গ্রন্থেও সমান উপস্থিত। কবিতার সংযত হওয়ার এই দুর্লভ ক্ষমতা কবি এত অল্প সময়ে কী ক'রে রপ্ত করলেন, তা এক বিস্ময় বৈকি।

'সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠকালে প্রথমেই চোখে পড়ে শব্দের ওপর কবির অসাধারণ ও প্রায় অনায়াস দখল। তৎসম শব্দের ওপর তাঁর রয়েছে সহজাত বিচরণক্ষমতা। উপমা ও উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে শব্দকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেন, তার পেছনে সুশৃঙ্খল কাব্যচিন্তার উপস্থিতি কোনও দীক্ষিত পাঠকের দৃষ্টিই এড়ায় না। 'নীরোগ নদীর তটে', 'বৈভববিদ্বিষ্ট কবি', কিংবা 'নক্ষত্রের নিভন্ত বিস্ময়' উপমাগুলোয় খুব সহজেই এই সৌকর্য ধরা পড়ে। বস্তুত কবিতার ক্ষেত্রে অনুপ্রাসের লোভ সামলান মুশকিল। এ অনেকটা স্রোতের মত, একবার শুরু হলে প্রবাহ ঠেকান দায়। এই গ্রন্থের কবিতার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে কবি অনুপ্রাসের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন খুব কমই। 'অকুলীন অকালীন নিশিদিন সৃজনরঙ্গীন', 'তোমাদের আমাদের সকলের এরকমই পথ', 'নক্ষত্র-কাননের দিকে নজর নিবদ্ধ' কিংবা 'নিজের নিগূঢ় নীড়ে' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে অনুপ্রাসের উপস্থিতিকে এক রকম অনিবার্য বলেই মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, অনুপ্রাসের স্রোতে এসব শব্দ পর পর চলে আসা খুব বিচিত্র নয়। তবে এ যে নিছকই শব্দের তোড়ে ভেসে আসা শব্দ নয়, বহু শব্দের ভেতর থেকে সুচিন্তিত ভাবে বাছাই ক'রে নির্মিত শব্দের সহগ, তা একটু লক্ষ করলেই উপলব্ধি করা যায়।

কবিতা কি? কবি নিজেই এ জায়গায় বলেছেন, 'একটি দূরবর্তী গন্ধ ছাড়া অন্য কিছু নয়/আমাদের সকল কবিতা।' আর সেই দূরবর্তী গন্ধকে শব্দে রূপান্তরিত করতে তিনি বেছে নিয়েছেন সহজ ও ঋজু পথ– ভাবের ঋজুতা ও আঙ্গিকগত সারল্য। এ দুটি তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যও বটে। কবিতাকে অকারণে দুর্বোধ্য করা তাঁর পছন্দ নয়। যেটুকু রহস্য না হলে পদ্যকে কবিতায় রূপান্তরিত করা যায় না, শব্দসমাহারকে কবিতা বলা যায় না, তাঁর কবিতায় তারচেয়ে বেশিই মেলে রহস্য। কিন্তু সেই রহস্যের উপস্থাপনায় তিনি যে ঋজু প্রকাশ ও সহজ বাঁধুনিকে বৈশিষ্ট্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তাতে বোঝা যায়, কবিতা লেখার পেছনকার দর্শন সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সতর্ক। শব্দ-বাক্য-উপমায় নিছক দুর্বোধ্যতা পাঠকের সঙ্গে কেবল দূরত্বই তৈরি করে না, যোগাযোগের সম্ভাবনাকেও ক্ষীণতর ক'রে তোলে। কবি সে ঝুঁকিতে যাননি। তাঁর আঙ্গিক বা প্রকরণও আপাতদৃষ্টিতে সরল। স্বল্পায়তন বাক্য (যার বেশির ভাগ জুড়েই আছে উপমার আড়ালে ঋজু বক্তব্য) আর ধীর পর্বান্তর বা প্রসঙ্গান্তরপ্রয়াস তাঁর কবিতার দেহকে করেছে সহজ, সুডৌল। ছন্দের ব্যাপারেও ভাঙাগড়া সৃজনবিসর্জনজাতীয় কোনও পরীক্ষানিরীক্ষার চেষ্টা করেননি তিনি। ফলে যে সব পাঠক কবিতার আস্বাদন বলতেই বোঝেন পাঠমাত্র গভীরে যাওয়ার প্রেরণালাভ, তাঁদের কাছে এটি একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ হতে পারে।

সত্যি বলতে কী, তাঁর কবিতায় কোনও ছদ্মদার্শনিকতাও নেই, যা বলার, কবিতার ছন্দমাত্রাউপমার শৃঙ্খলসূত্র মেনে প্রায় সবটাই তিনি প্রকাশ ক'রে ফেলেন। তবে বলার চেয়ে না বলা কথাও রয়ে যায় অনেকখানি। আর সেটুকু ধরা পড়ে তাঁর কবিতার সুরে। সেই সুর উপলব্ধি করাও তেমন কঠিন কিছু নয়। কবিতার কুললক্ষণ বলতে যা বোঝায়,

তাও তাঁর কবিতার চিহ্নিত করা মোটামুটি সহজই বলা চলে। সেই চিহ্ন আঙুল তুলে দেখাতে গেলে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হয় কবিতাবৈশিষ্ট্যের ওপর। কিন্তু তাঁর কবিতায় কী আছে, এ প্রশ্নে না গিয়ে যদি আমরা বরং খোঁজ করি কী নেই, তবেই হয়ত তাঁর কবিতার চরিত্র অনেকখানি স্পষ্ট হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, তাঁর কবিতা রোমান্টিক নয় (এ শব্দটির দ্যোতনা এত বেশি যে এর কোনও ব্যবহারযোগ্য অর্থ আছে কী না সে প্রশ্ন রাখা চলে)। এখানে নিছক বর্ণনার খাতিরে নিসর্গের রূপমাধুর্যের বন্দনা, শৈশব বা স্মৃতিমেদুরতা, কিংবা প্রেম ভালবাসার আকুলিবিকুলিও নেই। নেই অকারণ বিষাদ বা মর্ষকাম, কল্পনার অবাধ উড্ডীনতা, মৃত্যুমেদুরতা কিংবা অবক্ষয়ের বিমিশ্রণ। অনতিস্ফুটভাবে যা আছে, তা হচ্ছে সমকালীন অনুভবের প্রকাশ। চোখ মেলে স্বকাল-সমাজ-স্বদেশ যেভাবে দেখছেন, তার সম্পর্কে বলা না বলা অনুভূতির ভিতর থেকে তুলে এনেছেন কবিতার নির্যাস, উপজীব্য, তা-ই হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যবিশ্বাসেরও অংশ।

সত্যিই, বড় বেশি সমকালীন তাঁর কবিতা। কালের মুখচ্ছবি যেভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন গ্রন্থটির প্রায় প্রতিটি কবিতার ছত্রে, চিরকালীনতাকে যেন ঠিক সেরকম সসম্ভ্রমে গ্রহণ করেননি। সমকালীন রাজনৈতিক ও দার্শনিক সমস্যাকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, তার উত্তাপকেও বোধ করি ধারণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে তাকে সময়ের ঊর্ধ্বে যেতে দেননি। তবে সেই ঘোর বর্তমানের ভেতরও টের পাওয়া যায় তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য। সেটি সময়ের বিচারে তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য। সেটি সময়ের বিচারে তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ব্যাপ্তি। যখন তিনি বলেন, 'পাসপোর্ট, ভিসার ছুরি দিয়ে কী নির্মমভাবে/ কেটে ছিড়ে আলাদা ক'রে রেখেছি আমরা আমাদেরকেই/স্বাধীনতার নামে/জাতীয়তার নামে/নিরাপত্তার নামে/ নায়েগ্রার প্রপাত, গোবি, সাহারা, হিমালয়/দ্বীপ বদ্বীপ–সবকিছু টুকরো টুকরো ক'রে ওড়াচ্ছি/ হাজার রকমের পতাকা একটি মাত্র বসবাসে', আর সেই খণ্ডতাকে তিনি জোড়া লাগাতে চান ফুলেল ভালাবাসায়, তখন আমরা বুঝি তিনি ভাবনাচিন্তায় আধুনিক ও বৈশ্বিক। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই আমাদের ভুল ভাঙে। না, এই বৈশ্বিকতা ঠিক যেন মননের ব্যাপ্তিতে নয়, বরং বিশ্বাসের অখণ্ডতার বিচারেই উত্তীর্ণ। কেননা মানবতা, গণতন্ত্র আর বস্তুবাদের চেয়েও তিনি বড় ক'রে দেখেন তাঁর বিশ্বাসকে। তাঁর কবিতায় বিশ্বাসের সংক্রমণ বড় বেশি প্রকট।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে 'সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও' গ্রন্থের কবি মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ প্রবলভাবে বিশ্বাসাক্রান্ত। সেই বিশ্বাসের প্রকৃতি যাই হোক, তিনি তার প্রশ্নাতীত ধারক। এটি তাঁর প্রধানতম বৈশিষ্ট্যও বটে। প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই সূক্ষ্ম বা স্থূল কোনওভাবে প্রকাশ পায় তাঁর সেই বিশ্বাস–তাঁর নিজের প্রতি, নিজের বিশ্বাসের ও পথের প্রতি, এবং ঈশ্বরের প্রতি এক ঘোর নার্সিসাসীয় প্রেম। তাঁর সেই বিশ্বাসের অমোঘতা এতই স্থির যে তাতে আর সব কিছুই নিছক দূরবর্তী কোনও ব্যাপার। তাই বিশ্বাসের ধ্বজা নিয়ে যাঁরা নিয়ত ঘুরে বেড়ান অন্তর থেকে অন্তরে, তাঁদের কথা খুব সহজে উল্লেখ করতে ভোলেন না তিনি কবিতায়, 'বাংলাদেশের হৃদয়ে যে বিশ্বাস জ্বালিয়ে

দিয়েছিলেন/দূরাগত অই দরবেশের দল– সেই বিশ্বাসের আগুনেই বারবার ঝলসে উঠেছে আমাদের সকল আন্দোলন–/যুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর যুদ্ধ ।' বিশ্বাসের আকুলতা নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি তো কামনা করি বিস্ময় ও বিশ্বাস নিয়ে/মানুষেরা মগ্ন হোক/ ডুবে যাক সকল শহর, স্মরণসাগরজলে–'

তিনি মানেন, বিশ্বাসই পারে মানুষকে উদ্ধার করতে । জানেন, বিশ্বাসের মৃত্যু নেই । বিভ্রান্ত ও মানবতাবিরোধী রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে তাই বলেন, 'রগকর্তন ক'রে অক্ষয় বিশ্বাসের মৃত্যু আনা যায় না' । বিশ্বাসের অভাবকে দায়ী করেন সৌন্দর্যবিকাশে শিল্পের অক্ষমতার জন্য । তিনি দেখেছেন, 'অবিশ্বাসের চাইনিজ কুড়াল/এখন দেদার ব্যবহৃত হচ্ছে নন্দনতাত্ত্বিকতার রাজপথে', আর তাই স্থির করেছেন, 'এসব শিল্পিত অসভ্যতাকে বধ করতে হলে আমাকে তো হতেই হবে অতীতের গোশত, বর্তমানের চামড়া/ আর ভবিষ্যতের জীবন্ত হৃদয়–একসাথে ।' আর সেই দায়িত্ব নিতে গিয়ে কবিতাকে তিনি যেখানে নিয়ে গেছেন, তাতে কখনও কখনও কণ্ঠ চড়ে গেছে, ভাষাও যেন হয়ে উঠেছে কিছুটা রূঢ় ও অনেকখানি ধারাল । ফলত কবিতা পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক শ্লোগানে । এসব কবিতা স্পষ্টতই বক্তব্যধর্মী । কবিতার রহস্যময়তা সেখানে সশব্দে অনুপস্থিত এবং বোধের গাম্ভীর্যও অনেকখানি ক্ষুণ্ন 'পথ', 'ক্ষরণের এপিটাফ', 'অথবা উপেক্ষা করো' ইত্যাদি রাজনীতিগন্ধী কবিতায় কাব্যের চেয়ে ক্রোধ, রহস্যের চেয়ে স্বমতরতিই প্রাধান্য পেয়েছে । মতবাদ বা বক্তব্যের ভারে চাপা পড়লে ভাল কবিতাও যে বিচ্যুত হতে পারে, এগুলো তারই প্রমাণ । কাব্যবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আর একটু সচেতন হলে ব্যাপারটি এড়ান যেত বলে মনে হয় ।

কবিতাগুলোয় কমবেশি সর্বত্রই প্রকৃতি এসেছে, বর্ণনায় বা সরাসরি উল্লেখে, তবে তার প্রচলিত অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে । 'শীতাতংকের সম্মুখে' কবিতার কথাই ধরা যাক । এখানে ঋতু হিসাবে শীতের যে সপ্রাণ বর্ণনা আছে, তাতে বাঙলার এই বিশেষ ঋতুটিকে চিনে ওঠা নির্বোধের পক্ষেও জলবৎ সরল হয়ে যায় । কিন্তু পাঠশেষে শীতের কালমূল্যটুকু মুহূর্তে হারিয়ে যায়, যেটুকু পড়ে থাকে, তা নেহাৎই জল শুয়ে নেওয়া কঠিন বাস্তবতা । তখন শীতবস্ত্র আর শস্যের ফলনই হয়ে দাঁড়ায় এরকম সত্য । এভাবেই সমকালকেও কখনও কখনও বুঝি অতিক্রম ক'রে যান তিনি । 'কী করবো', 'দিনযাপন', ' হে হৃদয়' ইত্যাদি কবিতায় প্রকৃতির রূপসুষমার বর্ণনার সীমা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে ভিন্নতর প্রসঙ্গাদি । এসব ক্ষেত্রে তাঁর আপাতরোমান্টিকতার আড়ালে কঠিন বাস্তববাদী মনটিকে চিনে নেওয়া যায় । সেখানে তিনি ভাবলুতার দোষ থেকে মুক্তও বটে ।

গ্রন্থটি পাঠের শুরুতেই আমরা হোঁচট খাই কবির দৃঢ় ঘোষণায়, 'সমাজ সংসার আর ইতিবৃত্ত ঘেঁটেঘুঁটে/ মেধায় মননে আর অন্তর্চক্রে ডুবে ভেসে/পুড়ে জ্ব'লে গ'লে গ'লে বুঝেছি মূল ব্যাপারটা–/আমরা সকলেই অসুখী ।' সেই অসুখের কথা তিনি ঘুরে ফিরে অনেকবারই বলেছেন । বলেছেন বোদলেয়ার, গ্যালিলিও আর অতীশ দীপঙ্করের মত আমাদের অনেকেরই ভুল ট্রেনে উঠে পড়ার কথাও । কী সেই অসুখ? না, তা হচ্ছে বিশ্বাসের পথ থেকে বিচ্যুতি । তাঁর কাছে জীবন 'আবরণ' মাত্র, অথচ একে তিনি অস্বীকারও করতে চান না । একে তিনি উপভোগের কথাই বলেন । তবে পথের নির্দেশ

মেনে। কোন্ পথ? 'প্রত্যয়ের পথিকেরা দেখিয়েছে সহজ সড়ক/অবিভাজ্য সেই পথে ডান বাম কখনো থাকে না। / এখানে পথের সাথে মিশে আছে সকল শেকড়'। না, সেই পথের সন্ধান তিনি স্পষ্টবাক্যে কোথাওই দেন না, তবে সেই পথের ব্যাপারে রয়েছে তাঁর আশার বাণীও, 'শেষ খেয়া এখনও ছাড়েনি।'

আজকের বস্তুপৃথিবী বড় বেশি সমকালকণ্টকিত, সমস্যা ও সংকটপীড়িত, সেখানে মানুষে মানুষে বড় বেশি দূরত্ব, মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাস ও বোধের সুউচ্চ প্রাচীর। আকাশও আজ ভাগ করতে উদ্যত স্বার্থপর মানুষের দল। তাই আগামী মানুষের জন্য নতুন দিগন্তের সন্ধান করেন তিনি। পৃথিবীর সকল শিশুর জন্য অন্তত একটি চুম্বন নিশ্চিত করার জন্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, সদর্পে ঘোষণা করেন, 'সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও, আমরা এখন আমাদের আপন আত্মার কাছে যাবো।' এই আত্মার চিরন্তরনতা তিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন তার কাছে প্রত্যাবর্তনে। আর এভাবেই বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের যোগসূত্র স্থাপন ক'রে, বিশ্বাসেরই পথে আহ্বান জানিয়ে তিনি পৌঁছুতে চান চরম সেই উপলব্ধির কাছে, যেখানে পরম সত্তা স্থির প্রতীতিতে চিরবর্তমান। এভাবেই কবিতাকে লালন ক'রে তিনি কবিতার মাধ্যমে পৌঁছুতে চান বিশ্বাসের গন্তব্যে।

সারবস্তুর তুলনায় গ্রন্থটির অঙ্গশ্রী বিশেষ আকর্ষণীয় নয়। হয়ত কবিতাকে বাগবাজারের পণ্যের সামীপ্যে না নিতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এহেন শ্রীহীনতা। তবে যতি ও বানানের নির্ভুলতা পাঠককে তৃপ্তি দেবে ঠিক। যদিও দু'একটি শব্দের উচ্চারণানুগ বানান (ক্যামন, য্যামন, ক্যানো, য্যানো, অই, দ্যাখা) কারও কারও চোখে চট ক'রে প্রবাহচ্যুত বা আরোপিত মনে হতে পারে। ব্যাপারটি এড়ান গেলে গ্রন্থটি বিভ্রাটহীনতার বিচারে একটি ভিন্ন তাৎপর্যও অর্জন করতে পারত। এতদ্‌সত্ত্বেও গ্রন্থটি আমাদের নাতিঋদ্ধ কাব্যজগতে একটি উল্লেখযোগ্য যোজনা হিসাবে বিবেচিত হবে এ ভরসা করা চলে।

— ওয়াসিক আল আজাদ

বই (জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের গ্রন্থ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা) ৩৫ বর্ষ : ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৪, মাঘ-ফাল্গুন ১৪১০

৫৬ পৃষ্ঠার এই বইয়ে রয়েছে ৩৯টি কবিতা। মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের কোনো কবিতা আগে পড়েছি কিনা, মনে পড়ে না। আমার বিবেচনায় তিনি বড় কবি। অথচ তাঁর কথা জানা ছিল না দেখে অবাক মেনেছি। এটি সম্ভবত তাঁর প্রথম বই।

কোনো কবির নতুন কবিতার বই যখন কেউ পড়তে শুরু করেন বিশেষত তিনি যদি অজানা কবি হন, পাঠকের ধাতস্থ হতে একটু বা অনেকখানি সময় লাগে। এ হচ্ছে আধুনিক কবিতারই ধর্ম। কাব্যের কৌশল, ছন্দ বা অছন্দ বাক্‌প্রতিমার সৌন্দর্য, ভাবের দোলা এইসব নিয়েই পাঠক মৃদু মৃদু ব্যস্ত থাকেন। তারপর কবিতা যদি বেশি কঠিন হয়, ওইসবের মধ্যেই মগ্ন হয়ে যান পাঠক। তারপর এক সময় হঠাৎ হয়তো মনে হয়, –এ কবির বিষয় কী?

কবিতার সংকলনে বিষয় কি একটাই থাকে? একই বইয়ে প্রেম প্রকৃতি মানুষ, বিরহ, তৃষ্ণা, অভিশাপ, আশাবাদ, জীবনের জটিল বিষাদ, রাজনীতি, অর্থনীতি এই সবই থাকতে পারে। আবার এককেন্দ্রী একটা ব্যাপারকে নিয়ে কবিতার নানা-রঙের ফুল বইটাতে ফুটে থাকতে পারে। আবার এমন পাঠক আছেন যিনি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান না, বক্তব্য খোঁজার তো প্রশ্নই নেই। যদি বিষয় আর বক্তব্য খুঁজব তাহলে আর কবিতা পড়ছি কেন? এই রকম পাঠক তো আছেনই, কবিও আছেন। জীবন জটিল হয়েছে, জীবনের ভাবনাও জটিল হয়েছে, কবিতাও জটিল হবে। সেই জটিলই কবিতার আনন্দ, হয়তো সুখ।

কিন্তু সমালোচক? না, তিনি ওইরকম করে কবিতা পড়েন না। কেউ কেউ মনে করেন কবিতার সমলোচনা হওয়া উচিত হয়। কারণ সমালোচক কবিতা আস্বাদন করেন না, বিচার করেন। সমালোচক যা খুশি করুন। কিন্তু আমি এত সব কথা বলছি কেন? বলছি এইজন্যে যে, এই বইটা হাতের কাছে পেয়ে আনমনা পড়তে শুরু করেছিলাম, বলা বাহুল্য, যার কথা বলেছি, সেই পাঠকের প্রক্রিয়ায়, সমালোচকের প্রক্রিয়ায় নয়। অর্থাৎ বিষয় বা বক্তব্য খুঁজিনি, কেবল চাখার জন্যে কাব্য এবং কাব্যের অনুষঙ্গ বা উপাদানগুলি কেমন পাওয়া যায় তাই দেখেছি। পড়তে পড়তে বেশ মগ্ন হয়ে যাই। পাকা কিন্তু স্বচ্ছন্দ হাত। কাব্য না জেনে কাব্যের গতানুগতিক ভঙ্গি যা বেশির ভাগ দেখা যায়, তা তিনি নন। ছন্দে ভালো দখল। বাণী যা নির্মাণ করেন, খুব ভালো, সহজ কিন্তু সুগঠিত। অপূর্ণ জীবনের দুঃখ গভীর সংবেদ্য বেদনায় বলতে শোনা যায়। ভারি আস্বাদ্য কবি। কিন্তু আধুনিক। অবশ্য মিলের কবিতা লেখেন। প্রায় সবই ছন্দ দিয়ে লেখেন, মিলহীন ছন্দের কবিতা বেশি লেখেন। মুক্ত কবিতা দু-একটি আছে, বুঝি সেগুলিই তুলনামূলকভাবে দুর্বল। গদ্য-কবিতা লেখেন না। অক্ষরবৃত্তই তাঁর আপন ছন্দ। গুটি-কয় স্বরবৃত্ত আছে, যেমন 'অন্য গোলাপ', 'সেই সফরে', 'তোমার স্মরণ'।

তখন এই কবির আধুনিক কিন্তু আস্বাদ্য কবিতাগুলির আস্বাদন করতে করতে হঠাৎ অবাক হওয়ার পালা। হ্যাঁ, কবিতাগুলির একটি কেন্দ্রীয় বিষয় আছে, বক্তব্য আছে। সে তো থাকতেই পারে। তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? নজরুল-উত্তর আধুনিক বাংলা

কবিতায় যে-জিনিস বিশেষ দেখা যায় না তাই মোঃ মামুনুর রশীদের কবিতার বিষয়, তাঁর ভাবনা। সেই তাঁর, সেই অনন্তের অধীশ্বর পরম প্রভু দয়াময় আল্লাহ্‌র অপরিজ্ঞাত সন্নিধানের পিপাসা। এই তাঁর বিষয়। কোনো আধুনিক কবিই এই নিয়ে কাব্য করেননি সেটা অবশ্য ঠিক নয়। ফররুখ আহমদ এর বড় পুরোধা। ফররুখ আহমদের কথা তিনি বলেছেন তাঁর 'ভালোবাসাবাসি' নামক কবিতায়। কিন্তু ফররুখ –অনুসারী কবি তিনি নন, ফররুখের মতো দরাজ, উদাত্ত, কলকণ্ঠ নন। তাঁর চেয়ে আধুনিক এই অর্থে যে তিনি বিষণ্ন, বরং দুঃখবাদী। সাত সাগরের নোনা স্রোতে পাল তোলার দাপাদাপি তাঁর নয়। বরং 'আওয়াজ' কবিতায় তিনি বলেন, 'ঘরের ভিতরে জেগে ওঠে যে আওয়াজ বাইরের কোলাহলে তার কোন্ কাজ? ভিতরে ভিতরে নিরবধি জলস্রোত বয়, জোয়ার-ভাটায় তবে আর কোন্ ক্ষতি হয়? জীবনের ইতিহাস থেকে যদি শুনি শুধুই কাহিনী, মনে হয় হাহুতাশই যেন বারবার চড়া দামে কিনি। আসল আওয়াজ তবে কারা ধ'রে রাখে অন্তরে ঘরে, অক্ষরের শরীরেরা ডাকে অচেনা পাখির মতো স্বরে।' বলেন ঃ

নীড়ের গভীরে জেগে থাকে
যে আওয়াজ আশ্রয় নামে
মাঠের উড়াল শেষে এসে
সেখানেই বিহঙ্গেরা নামে।
ইমান আশ্রয়েরই নাম
প্রেমিকের বুকের আওয়াজ
চিরন্তনতায় যাত্রা যার
কোলাহলে তার কোন্ কাজ?

ফররুখ আহমদের কলরোল বন্দরের উন্মাদনা । তাঁকে মুজাহিদও বলা যায়। মোঃ মামুনুর রশীদ ধ্যানী সুফী, মরমী সাধক। কেউ বলতে পারেন, মরমী সুফী কি আধুনিক হতে পারেন? হ্যাঁ পারেন, বরং ভালো হোক, মন্দ হোক, সেই তো আমাদের কবিতার আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য। আমি যদি পরে এই কবির কবিতার আর একটু পরিচয় দিই তখন হয়তো এই ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে।

যে-কথা বলছিলাম। ফররুখ আহমদের পরে আর একজন কবি আছেন আল মাহমুদ। তাঁর আগে সৈয়দ আলী আহসানের কথাও বলা য়ায়। এঁদের মধ্যেও ইসলামের এবং ইসলামের ঈশ্বরের তন্ময় ও গভীর ভাবুক আরাধনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁদের সমগ্র কাব্য-জীবনে এ-জিনিস বিক্ষিপ্ত, পশ্চিমী আধুনিকতার নানা উপচারের আসল লেবাসের গায়ে দু-চারটি অন্য-রঙের বা ঢঙের বুটি বলে মনে হয়। না হলে আমাদের আধুনিক কবিতায় ইসলাম বা ইসলামী আধ্যাত্ম বিশেষ দেখা যায় না। সেই কারণেই বলছিলাম মোঃ মামুনুর রশীদের কবিতা পড়তে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম।

এই নিয়ে তর্ক হতে পারে। সে-কাজ আমি এখানে করব না। শুধু বলব, ধর্ম একটা বড় বিষয় হতে পারে আধুনিক কবিতার। যথাকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে শিষ্ট বাংলা কাব্যে যে ইসলামি ধর্মচর্চা হয়নি তার জন্যে ফাঁকিতে পড়েছেন মুসলমান বাঙালিই। সেই ইতিহাসের খেসারত এখন আধুনিক বাংলা কবিতায় হতে হবে সে-কথা বলছি না। কিন্তু ইসলাম বা ইসলাম-সাধনা আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় হতে পারে। আর কিছুই নয়, সমাজে

আছে, বহুতর মুসলমান বাঙালির জীবনে আছে বলেই তা হতে পারে। তবে সে-কাজ সহজ নয়, আধুনিক বাংলা কবিতা যেমন সহজ নয়। মোঃ মামুনুর রশীদ করেছেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি বড় কবি।

এর মধ্যে আমি আর একটা সমস্যার ইঙ্গিত করেছি। সে হচ্ছে পশ্চিমী আধুনিকতা। পশ্চিমী আধুনিকতাই তো আমাদের কবিতার আধুনিকতার মাপকাঠি। তাহলে কি আধুনিক কবিতায় ধর্মের আশ্রয় সম্ভব? আমি জানি না আজকের পশ্চিমী কবিতায় ধর্ম-সাধনাকে কেউ বিষয় করেছেন কিনা । কিন্তু টি.এস. এলিয়টের কথা তো অবশ্যই বলতে হবে। তিনি খ্রিস্টানধর্মের মধ্যে সমাধান খুঁজেছেন। এলিয়টের সঙ্গে যদি মোঃ মামুনুর রশীদের কবিতা ভালো করে মিলিয়ে দেখতে পারতাম ভালো হতো। তবু মনে হয় এই কবি এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত। এলিয়টের মতো এই কবিরও পৃথিবী নষ্ট। তিনি পলায়নবাদী নন। কিন্তু এই নষ্ট জটিল হৃদয়হীন জীবন থেকে তিনি শেষ আশ্রয় পাওয়া যেখানে সম্ভব বলে মনে করেন সে হচ্ছে সেই সীমাহীন অনন্তের প্রভুর রাজ্য। আধ্যাত্মিক সাধকেরা এই বিশ্বকে দুই রূপেই দেখেন, ঈশ্বরের আনন্দ স্বরূপের প্রকাশরূপে আবার প্রতিকারহীন চিরদুঃখের নিলয় রূপে। আমাদের কবি মোটামুটি শেষোক্তরূপে দেখেন। তারপর তার থেকে মুক্তির পথ খোঁজেন, বা, পথ তাঁর জানা আছে, তা দেখান সে পথ আল্লাহ্‌র পথ, ইমানের পথ।

কবি একটি মানুষের কথা বলেন, হয়তো নিজের কথাই বলেন, 'অন্ত থেকে অন্ত হীনতায়' কবিতায়, নগরীর উচ্চকিত পরিবেশে তিনিও ঘা-খাওয়া হাঁটেন। কিন্তু রাত্রি নীরব হলে তিনি চলে যান শহর নগর গ্রামের দিগন্ত পার হয়ে, রহস্য-সাগরে পাল তুলে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করেন, গন্তব্য বহুদূর নোনা-মিঠা অন্য মোহনায়, যার পথ ছায়াহীন, তবু বিরতিহীন অন্ত থেকে অন্তহীনতায় ভ্রমণ করেন। নিজের সম্পর্কে আরো বলেন ঃ

সে এক প্রত্নতাত্ত্বিক
নিজেরই হৃদয়-পথে অনন্তের মূল মৃত্তিকায়
চলে তার অন্তহীন বিজয়ী খনন;
বিশ্বাসের মতো দৃঢ় তার উদ্দামতা
সে শোনায় বিশ্বাসেরই কথা।

তাঁর মরমী জিজ্ঞাসা এইরকমঃ

কার স্মরণের শরণ নিয়ে
নীড়বাঁধা সব পাখি
শস্যকণার সন্ধানে যায়
অচিন মাঠের টানে

মানুষ চলে অন্ত থেকে অনন্তে, সীমা থেকে অসীমে, আসলে যেখান থেকে এসেছে সেখানেই তার প্রত্যাবর্তন। জীবন মরণের এই অনিবার্য আধ্যাত্মিক চক্রের কথা কবি নানাভাবে বলেছেন। সেই সীমাহীন অসীমের কল্পনা এইভাবে করেছেন ঃ

সীমানাবিহীন পথে শুরু হয় রোদন রোদন
দিকের দেয়াল দিয়ে সে ছবি কি ঢেকে রাখা যায়?

অচিন অয়নে তার চিহ্নহীন অবাক বদন
জ্বলে নিত্য নিরন্তর অন্তরের অলৌকিকতায়

তিনি মানুষকে পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন যে পাখি ছায়াঘন বনের নীড়ে বসে তার প্রকৃত ঠিকানা কী তা টের পায়নি? এই কবি দুঃখবাদী, আগে বলেছি। এই দুনিয়ার মানুষ দুঃখে ডুবে আছে। দুঃখ থেকে তার মুক্তি নেই। তার উপরে আধুনিক সভ্যতার অস্থির অনলে সে জ্বলছে। তবু কেন পার্থিব আর জড়ের প্রতিই আসক্তি, কেন অস্থায়ীকে ত্যাগ করে চিরন্তনের সন্ধান সে করে না, এই বিস্ময় কবিতাগুলিতে ভরা। আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার মিলনের সেই অপরূপ বিরহ-মিলনের প্রক্রিয়ার রহস্যময় আধ্যাত্মিক চক্রের একটি রূপরেখা তিনি দিয়েছেন 'তন্দ্রাহত তিমিরের কথা' কবিতায়।

দুঃখবাদ ছাড়া তাঁর কবিতার আর একটি বিশেষ উপাদান আছে। নিসর্গ। নিসর্গ অর্থাৎ প্রকৃতিতে ইসলামের মরমী দার্শনিকরা আল্লাহ্‌র মহিমা, আল্লাহ্‌র অরূপের রূপ ও আল্লাহ্‌র পরমা শক্তিকে প্রতিভাত বা প্রতিভাসিত দেখেছেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা এই নিসর্গকে ক্রমাগত গ্রাস করছে। এর মধ্যেই কবি সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস শোষণকে দেখেছেন এবং এর মুক্তির পথ পেয়েছেন সেই অনন্তের পথে।

এই কবিতাগুলিতে বিধৃত তাঁর ধর্মচিন্তা বা আধ্যাত্মিকের ভাবকল্প, এমনকি রূপকল্পগুলি যে অভিনব তা নয়। তবু কেন এগুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলাম? সে-কথা আগে বলেছি। আর কিছু নয়, আধুনিক কাব্যসম্ভব কবিতায় তাকে ধারণ করার তাঁর সাধ্য। প্রায় মনে হয় জীবনানন্দ দাশের দ্বারা তিনি প্রভাবিত। নিসর্গের ও বিশ্বপ্রপঞ্চের বিষাদের বর্ণনায় বিশেষভাবে জীবনানন্দের ছায়া দেখা যায়। তিনি জীবনের চিত্রগুলিকে ফুটিয়েছেন, তাতে দুঃখের রঙ মাখিয়েছেন, তারপর তার সমাধানের অনির্দেশ পথ দেখিয়েছেন ধর্মের মধ্যে। বর্তমান সমালোচক পাপী-তাপী মানুষ। তিনি যেটা দেখছেন, সুখের সন্ধান ধর্ম-অবিশ্বাসীরা করছেন, ধর্ম-বিশ্বাসীরাও করছেন। তফাৎ কী? তফাত এইটুকুই যে, কেউ করছেন এই দুনিয়ায়, কেউ করছেন ওই দুনিয়ায়। উভয়কে দিয়েই যে কাব্য হতে পারে তার চমৎকার প্রমাণ দিয়েছেন মোঃ মামুনুর রশীদ। অধ্যাত্ম-সাধনা দিয়ে তাঁর এই কাব্যের আরাধনা। এই বাক্যটিতে যদি কোনো শেরেকের অপগন্ধ থাকে তিনি যেন মাফ করে দেন।

কবিতাগুলি ইসলামি মা'রেফতের হলেও বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা। কেবল বাংলাভাষা নয়, বাংলা কাব্যের ভাষা (এবং ব্যাকরণ) তাঁর আয়ত্ত। খুব অল্প ক'টি আরবি ফারসি তথা ইসলামি শব্দ, যেমন মউত, সবক, চেরাগ, নহর, সামান, তওবা, তবক, দীদার; এবং বেলালী আজান, তুর, ইয়াসরেব ভূমি, ইত্যাদি ইসলামি চিত্রকল্প সুন্দর খাপ খেয়ে গেছে। কাব্যে এই কবির আরো সাফল্য কামনা করি।

— বশীর আলহেলাল

উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য – ত্রৈমাসিক, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২

মানুষের জীবনের আশ্বাস প্রয়োজন। আশ্বাসে আশ্বস্তি জাগে এবং নিশ্চিন্ততা তৈরী হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা প্রশান্তি পেয়েছি এবং আশ্বাস পেয়েছি। অনেকটা সূফীদের মতো। সূফীরা মানব হিতার্থে কল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন। কবিতায় অথবা গজলে এই নির্দেশনা পাওয়া যায়। যিনি আমাদের বড় আশ্রয় তাঁর কাছে মাথা নত করার প্রবৃত্তি তৈরী হয়।

আমাদের দেশে যারা কবি বলে খ্যাত তারা কেউ বা নাগরিক জীবনের চঞ্চলতা, কেউ বা গ্রামীণ জীবনের প্রশান্তি তাঁদের কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেটা হলো মানুষের জন্য আশ্বাস এবং সম্পূর্ণতা। বর্তমানকালে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নাগরিকবৃত্তি এবং রাজনৈতিক ভাবপ্রকল্পই প্রাধান্য লাভ করেছে। কবিতার জন্য নতুন কোনো কেন্দ্রবিন্দু তৈরী হচ্ছে না, এর মধ্যে হঠাৎ যদি আশ্রয় এবং আশ্বাসের কথা পাওয়া যায় তাহলে আমাদের চিত্তে কল্যাণবোধ জাগবে। আমি যে সব কবিদের চিনি এবং সকলেই যাদের প্রশস্তি নির্মাণ করেছে তাদের কবিতায় পৃথিবীর কথা প্রবলভাবে এসেছে। কিন্তু পৃথিবী যিনি নির্মাণ করেছেন এবং আশ্রিতজনের জন্য যিনি সজীবতা দান করেছেন তাঁর কথা কবিতায় আসে না। কবিতা বর্তমানে পৃথিবীর মানুষের বক্তব্যে আচ্ছন্ন। এটা সত্য যে, সাহিত্য মানুষের জন্য, কবিতাও সাহিত্যের অঙ্গীভূত এবং মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে রূপ পেতে পারে। আমাদের দেশের কবিতায় একান্তভাবে নারী এসেছে, প্রেম এসেছে এবং ক্বচিৎ সংকল্পের কথা এসেছে। কিন্তু আধুনিক কবিতার মধ্যে বিধাতার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন আসেনি। আমি আছি- একথায় তখনই আমরা আশ্বস্ত হই যখন অনুভব করি, আমাদের জীবনের একজন নিয়ামক আছেন, তাঁকে সন্ধান করতে হবে এবং অনুভব করতে হবে। কখনও প্রকৃতিতে, কখনও আমাদের কর্মপন্থায়। কবি কীটস তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, তিনি আছেন ঘাসের সবুজে আছেন, মৃত্তিকায় আলগ্ন হয়ে আছেন এবং বাতাসের আবেশে আছেন, তাঁকে সন্ধান কর তাহলে তাঁকে পাবে। তাঁকে পাবার জন্য একটি আকুল প্রত্যাশা থাকতে হবে। যেহেতু তিনি সর্বত্রই আছেন এবং সর্ব মুহূর্তেই আছেন। আন্তরিক অনুসন্ধান করলে তাঁকে অবশ্যই পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে আমার বাসায় ফজল মাহমুদ নামক একজন লেখক কয়েকটি কবিতার বই নিয়ে এসেছিলেন। সেই কবির নাম আমি আগে কখনও শুনিনি। তাঁর কোনো কবিতাও আগে পড়িনি। কবির পরিচয় সূত্রে যেটা জানলাম তাঁর নাম মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ। অনেকগুলো কবিতার বই তাঁর রয়েছে। সেগুলো যে খুব প্রচার লাভ করেছে তা নয়। আমি কবিতার বই-এর পাতা উল্টাতে লাগলাম এবং অকস্মাৎ চমকিত হলাম। তাঁর কবিতার মধ্যে বিনম্র আশ্বাসের কথা আছে এবং প্রতিকূল অবস্থায় জীবনের চৈতন্যোদয়ের কথা আছে। উদার আকাশের কথা আছে যেখানে বিহঙ্গ বাধাহীনভাবে উড়ে বেড়ায়, কোনো নিষেধাজ্ঞা মানে না। সে একজনেরই থাকে চিরকাল। মানুষ বাধার মধ্যে বাস করে চিরকাল। কোনো মুহূর্তেই তার নিশ্চিন্ততা নেই। কিন্তু মেঘলোকে এবং

আকাশে যে বিহঙ্গ ঘুরে বেড়ায় তার কোনো বন্ধন নেই। সে সজীবতায় নিষ্কলুষ এবং বাধা-বন্ধনহীন। মামুনুর রশীদের কবিতা পড়ে আমি অভিভূত হলাম। ফজল মাহমুদ তাঁর বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে আমাকে যেতে বলল এবং বলল যে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে তাঁর একসঙ্গে চারটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব হবে। আমি সময়মতো জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্রবেশ দরজায় উপস্থিত হলাম। সেখানেই মামুনুর রশীদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। লম্বা কোর্তা গায়ে, পায়ের গোড়ালি ছুঁই ছুঁই এবং মাথায় একটি সাদা টুপি। আপাদমস্তক দৃষ্টি দিতে গিয়ে আমার চোখ তাঁর চোখের মধ্যে হঠাৎ যেন আটকে গেল— শান্ত চোখ, কিন্তু কেমন তীক্ষ্ণধার। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। আলোচনার মুহূর্তে তিনি জীবনের বিস্ময়ের কথা বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের কথা বললেন। তিনি আরও বললেন যে জীবন অস্থির নয়, অনাদৃত নয়, জীবন হচ্ছে নিপুণভাবে পরিস্ফুট পুষ্পের মতো। সুতরাং যিনি পুষ্পের মতো এই জীবন সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতি সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞ থাকা আমাদের কর্তব্য। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে পড়েছেন, নজরুল ইসলাম পড়েছেন এবং ফররুখ আহমদের প্রতি তাঁর সম্ভ্রমবোধ আছে। এক পর্যায়ে তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথাও বললেন। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুতীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বলছিলেন, 'প্রত্যেকেই নিজের মতো করে আনন্দ অথবা দুঃখ গ্রহণ করে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে আনন্দ ও বেদনা সবই মানুষের প্রাপ্য হয়। সেই প্রাপ্যকে গ্রহণ করে মানুষের তৃপ্তি বোধ করা উচিৎ। মানুষের জীবন নিরন্তর সংকটের মধ্যে যাত্রা শুরু করে এবং কখনও অসহায়তার মধ্যে, কিন্তু সর্বোপরি সে জীবনের জন্য একটি আশ্রয় আছে। সে আশ্রয় হলো বিধাতার আশ্রয়। জন্মলাভের মধ্যে একটি সন্তুষ্টি আছে, আবার মৃত্যুতে গত হওয়ার মধ্যে নির্মমতা নেই। সবই একসূত্রে গাঁথা।'

মামুনুর রশীদের জন্মস্থান বিরামপুর। জায়গাটি দিনাজপুরের হিলি অঞ্চলে। ওখানেই তাঁর অনেক ভক্ত আছে। ভক্তদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আসে। বছরে একবার কি দু'বার বিরামপুরে যান। তখন একটি উৎসবের মতো হয়। যেহেতু তাঁর কর্মক্ষেত্র ঢাকা সেজন্য নারায়ণগঞ্জের কাছে ভুঁইগড় নামে একটি জায়গায় তিনি একটি আশ্রয়স্থান নির্মাণ করেছেন। সাধারণত পীরদের আশ্রয় স্থানকে খান্‌কা বলা হয়, কিন্তু তিনি এটাকে আশ্রয়স্থান বলেন। সেখানে পাকা মসজিদ আছে। ছোটখাট একটি পুষ্করিণী আছে, লোকজনের আশ্রয়ের জন্য ঘর আছে এবং তাঁর নিজের বসবাসের জন্য বাড়ি আছে। তাঁর সঙ্গে অনেকেই ভুঁইগড়ে বাড়ি বানিয়েছে। এভাবেই একটি সুন্দর, শান্ত গ্রাম গড়ে উঠেছে। আমি অনেকবার তাঁর ওখানে গিয়েছি এবং কিছুটা সময় তাঁর সঙ্গে কাটাতে পেরে শান্তি পেয়েছি। একদিন কবি আল মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা কিছু আলোচনা করি। কথায় কথায় একটি প্রশ্ন উঠলো যে, খলিফারা সর্ববিষয়ে ত্রুটিমুক্ত কি না। বলা হলো, খলিফারা ধর্মীয় নেতা ছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁরা ত্রুটিমুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন। কিন্তু তাঁরা শাসনকর্তাও ছিলেন। এই শাসনকর্তা হিসেবে তাঁদের পার্থিব সংকট এবং কর্ম সমাধানে নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সমালোচনার কিন্তু অবকাশ আছে। কিন্তু হাকিমাবাদের পীর সাহেব অর্থাৎ মামুনুর রশীদ সাহেব একথা কিন্তু মানতে রাজী ছিলেন না। খলিফাদের শাসন ছিল ধর্মীয় শাসন এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ অনুসারে তাঁরা পার্থিব কর্ম পর্যালোচনা করতেন, সেজন্যই

তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু যেহেতু খলিফাদের সময় রাজ্যশাসনে আধুনিক রীতিপদ্ধতি তৈরী হয়নি, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে তাঁদের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত সংশয়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে অতীতের ব্যবধান বিচার করলে সেকালের সিদ্ধান্ত এবং বিচার প্রণালী সেকালের বিচারে যথাযথ বলতে হবে। আমি একদিন শুক্রবার ভুঁইগড়ে পীর সাহেবের আশ্রয়স্থলে যে মসজিদ আছে সে মসজিদে নামাজ পড়েছিলাম। মামুনুর রশীদ সাহেব জায়গাটার নামকরণ করেছেন হাকিমাবাদ। আমি সে মসজিদে নামাজ পড়লাম এবং অভিভূত হলাম খোতবার আগে পীর সাহেবের বাংলা ভাষণ শুনে। তিনি মোজাদ্দেদে-আলফ-ই-সানীর মকতুবাত থেকে অংশবিশেষ পাঠ করলেন। পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তার একটি সুন্দর ভাষ্য দিলেন। সেখানে তিনি বললেন, আমরা যা কিছু বাস্তব বলে মনে করি তা বাস্তব নয়। দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে এবং যে প্রতিবিম্বটি আভাসে মূর্ত হয় এবং পরক্ষণেই হারিয়ে যায়, আমাদের পৃথিবীর ঘটনাপরম্পরাও তাই। মনে রাখতে হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সঠিক নিশ্চয়তা এবং বাস্তব হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা।

আমি হাকিমাবাদের পীর সাহেবকেই একমাত্র মকতুবাত সম্পর্কে গবেষণা করতে দেখেছি। তাঁকে অনুসরণ করেই আমি মকতুবাত সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা করেছি। তিনি বলে থাকেন এবং আমি তা মনে প্রাণে গ্রাহ্য করি যে মকতুবাত-এর সমতুল্য কোনো অভিমত কোথাও পাওয়া যায় না। সৃষ্টির সমস্ত ঐশ্বর্যের কথা মকতুবাত-এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং সেই ঐশ্বর্যের স্বরূপ কি, তার তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালার সঙ্গে মিলনের অঙ্গীকার হচ্ছে মকতুবাত-এর মূল কথা। তিনি সর্বত্র আছেন এবং নিশ্চিন্ত তায় পৃথিবীকে জাগ্রত রেখেছেন। এই জাগ্রত রাখার ক্ষেত্রে তিনি সর্ব মুহূর্তেই আছেন এবং সর্ব মুহূর্তেই থাকবেন। আল্লাহ্র অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না, শুধু বলা যায় একটি সত্যের নিঃসংশয় অভিব্যক্তি।

হাকিমাবাদের পীর সাহেব বছরে কয়েকবার ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন। প্রধান অনুষ্ঠান হলো ঈদে মিলাদুন্নবী। সেখানেই তিনি আহ্বান করেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের এবং সে সমস্ত সাহিত্যিক তাঁর আহ্বানে সত্যি আসেন। এ সমস্ত কবি-সাহিত্যিককে অন্য কোনো পীরের খানকায় অথবা মজলিসে আমি কখনই দেখিনি। হাকিমাবাদের পীর সাহেবের একটি বিস্ময়কর আকর্ষণ আছে একেবারে নাস্তিক হিসেবে পরিচিত যে ব্যক্তি সে অভিভূত বিস্ময়ে তাঁর সান্নিধ্যে আসে। তিনি তাদেরকে ধর্মের নির্দেশনা দেন না, কিন্তু পার্থিব সম্পদ ব্যবহার করবার সুনিশ্চিত আদর্শের কথা বলেন। ঔপান্যাসিক, কবি এরা সবই তাঁর দরবারে আসেন এবং সাগ্রহে তাঁর বক্তব্য শোনেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আশ্বাস আছে এবং তাঁর প্রতিটি ভাষ্যে প্রাণময় নিশ্চয়তা আছে।

তিনি প্রায়ই বলেন, আমি এক জায়গায় থাকতে আসিনি। আমাকে যেতে হবে দুর্দশাগ্রস্তদের মধ্যে এবং নিরীহ সামান্য লোকের মধ্যে যারা সংকটাপন্ন তাদের কাছে আমি পৌঁছাতে চাই। মানুষ হিসেবে সেসব সংকটাপন্ন লোকদের একটি চৈতন্যের ধারণ ক্ষমতা যেন থাকে, সেই চেষ্টা আমি করতে চাই। জানি না তা সফলকাম হবে কিনা। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে একটি নাস্তির মধ্যে নির্বাচিত হওয়া এবং সর্বশেষ আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে আপন চৈতন্যকে মিলিয়ে দেয়া।

আমি অনেক জায়গায় পীরের মজলিসে দেখেছি তারা মানুষকে মুরিদ করায় তৎপর। অশিক্ষিত লোক এবং অর্ধ শিক্ষিত লোক এবং বুদ্ধি জ্ঞানরহিত নিম্নবোধের মানুষ তাদের সান্নিধ্যে যায় এবং পীরের নির্দেশে চক্ষু মুদ্রিত করে নীল আলো দেখবার চেষ্টা করে। এ ব্যবস্থাপনায় মানুষের সত্যিকার জাগৃতি ঘটে কিনা আমি জানি না, কিন্তু হাকিমাবাদের পীর সাহেব মানুষের সাথে কথা বলেন এবং কথা বলে তাদের চিত্তকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করেন। তিনি শিক্ষিত মানুষ। শুধুমাত্র তাই নয় তিনি মুক্তবুদ্ধির একজন সচল ও সক্রিয় মানুষ। জার্নালিজমে এম. এ. পড়া এবং সরকারী কর্মে নিয়োজিত। সেক্ষেত্রেই তাঁর উপার্জন এবং সেটাই তাঁর প্রধান কর্মব্যস্ততা। আমি তাঁকে আল্লাহ্তায়ালার একজন আন্তরিক সেবক হিসেবে জানি। তিনি মনে করেন, পৃথিবীতে মানুষকে নিয়ে তাঁকে থাকতে হবে। কিন্তু মানুষের কর্মচেতনার দ্বারা আবৃত হতে হবে না। তিনি বলেন, আমি আছি, আবার আমি নেই এভাবেই অস্তিত্ব- অনস্তিত্বের দোলাচলে আমার জীবন পরিচালিত হচ্ছে। এই দোলাচল যখন নিঃশেষ হবে তখন আমি আল্লাহ্র অস্তিত্বের সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব। জানি না এটা সম্ভবপর হবে কিনা। কিন্তু সম্ভবপর করতেই হবে। তবে মৃত্যুতেই মানুষ নিঃশেষ হচ্ছে না। মৃত্যুর পর তার একটি জগৎ আছে, সেই জগতের মনোহারিত্ব একজন সাধককে অনুভব করতে হবে। আমার কর্মে, আমার যাত্রায়, আমার স্মৃতিতে অথবা আমার গতিতে বিধাতার নির্দেশনা মূর্ত হোক এই আমি চাই। মানুষের জীবনে একজন মহানায়ক আছেন তিনি রাসূলে খোদা (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর আদর্শ আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তিনি আমাদের কর্মজগতের নির্দেশক এবং তিনি আমাদের জন্য সত্যের উচ্চারণ।

হাকিমাবাদের পীর সাহেব বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে কাব্যগ্রন্থও আছে, একথা পূর্বেই বলেছি। সম্প্রতি তিনি কোরআন শরীফের তাফসির অনুবাদ করছেন। প্রায় শেষ হয়ে গেল। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. এর তাফসিরে মাযহারী তিনি এগারো খণ্ড অনুবাদ করছেন। সম্ভবত আরেক খণ্ড বাকী রয়েছে। তিনি এই অনুবাদের অপূর্ব ভূমিকা দিয়েছেন। লিখেছেন, অকস্মাৎ একদিন এই পৃথিবীতে এসে আমরা কাঁদলাম। কিন্তু জানতে পারলাম না কেন? পেলাম নিরাপত্তা মাতৃক্রোড়ে। মাতৃমমতায়। পিতৃ-আদরে। স্বজন বাৎসল্যে। মুছে গেল চোখের অশ্রু। রোদন জেগে রইলো মনে আত্মায় সত্তায়— নির্বাক সময়ের মতো। নির্নিমেষ রহস্যের মতো, বিক্ষত বিস্ময়ের মতো। তারপর শুরু হলো পথ চলা। আমরা পথিক হলাম, পিপাসার, প্রথার, প্রদোষের, প্রত্যুষের। অনন্ত অম্বর যেমন সতত নীল, সংক্ষুব্ধ, সমুদ্র যেমন নিরন্তর তরঙ্গমান, নিশিথের নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন অহরহ নৃত্যপর, আমাদের অভ্যন্তরভাগ তো দেখি তেমনি রোরুদ্যমান। এ রোদনের বিরাম নেই। এ রহস্য বিরতিবিহীন।

আমি হযরত মামুনুর রশীদের হস্তস্পর্শ করে নিজেকে নির্ভাবনাময় ও নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করছি।

—সৈয়দ আলী আহসান

পাক্ষিক পালাবদল, ১১ বর্ষ ০৬ সংখ্যা ১৬-৩১ আগস্ট, ২০০১

য্যানো বৃষ্টি চৈত্রের দাবদাহের পর–
য্যানো শিশির গোলাপের কোমল
ডানায়, যখন বিষিত বিশ্ব সভ্যতার
শিরশ্ছেদ চায়/ ভেঙে পড়ে বাতাসের
সিঁড়ি–

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের কবিতা এরকম। অন্যরকমও।

য্যামন–

স্বপ্নের সলীল গন্ধে ঘুম ভাঙে, জেগে
উঠি ঘুমের ভিতর / আবার– কে
তোমাকে ক'রেছে এমন / আরাম
বিরামহীন পাখি / দিয়েছে এ জীবন
ক্যামন / জল ও অনল ভরা আঁখি।

স্বেচ্ছাচরণ ও প্রথাসর্বস্বতা-দুটোর প্রতিই তিনি ঘোর অনীহ। বিমুখ নির্বিশ্বাসী জীবনযাপন থেকে। তিনি আধুনিক, উত্তরাধুনিক, না চিরআধুনিক– সে কথাকে বোদ্ধৃবৃন্দ ও পাঠককুল এখনো বিতর্কাহত করে তোলেননি। কে জানে তাঁর বাণীবিহঙ্গ কালাকাশের অনুচর, সহচর, না অগোচর।

চাঞ্চল্য-চমক সাফল্য-বৈফল্য, বৈদগ্ধ-বিস্ময় তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে সংগুপ্ত ও সমুদ্ভাসিত।

সে কারণেই মনে হয় তাঁর কাব্যবিশ্বাস ও বক্তব্য-শৈলী অনির্ণেয় অন্য কোনো ঘরানার।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের